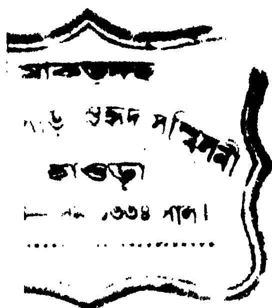



হাওড়া
১৩৩৪ সাল।

PRINTED BY K. L. SEAL, AT THE
"PONCHANON PRESS"
25/3 Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

রবাসর

(পৌরাণিক নাটক)



সাহিত্যরত্নোপাধিক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "ভুটুয়া নাট্য-সম্প্রদায়ে"
সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৫০ সাল।

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।



ইটাচুনা শ্রীশ্রীনারায়ণ ষ্টেট-ফণ্ডের সুযোগ্য ম্যানেজার

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ কুণ্ডু

ও

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন হুই

মহাশয়দ্বয়ের

করকমলে

অজানার পথে হইলে আপন
মুক্ত করিয়া মহিমা-দ্বার।
প্রতিদান খুঁজে পাই না বিশ্বে
কি দিয়ে শুধিব ঋণের ভার॥
দেবের আকারে মানব তোমরা
নাহিক বিচার আপন পর।
হ'লেও তুচ্ছ তুলে দিনু করে
আমার এ ক্ষুদ্র "**হরিবাসর**"॥

রথযাত্রা, সন ১৩৫০ সাল।
সং পাকড়ি—হুগলী।

চিরকৃতজ্ঞ
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

নারায়ণ, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ।

রুক্মাঙ্গদ	...	...	...	অযোধ্যাপতি।
চিত্রাঙ্গদ	...	...	...	ঐ মধ্যম ভ্রাতা।
রুদ্রাঙ্গদ	...	...	...	ঐ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
ধর্ম্মাঙ্গদ	...	...	...	ঐ পুত্র।
রত্নেশ্বর	...	...	...	ছদ্মবেশী ইন্দ্র।
গদাধর	...	...	...	অযোধ্যাবাসী ব্রাহ্মণ।
ষষ্ঠীচরণ	...	...	...	ঐ পুত্র।
অলোক	...	...	...	বালকবেশী নারায়ণ।

শান্তিরাম, জ্ঞান, বিবেক, প্রহরী, বৈষ্ণব, কাঠুরিয়া,
প্রজাগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

সত্যবতী	...	...	...	রুক্মাঙ্গদমহিষী।
মাধুরী	...	...	...	রুদ্রাঙ্গদের স্ত্রী।
চন্দ্রমণি	...	...	...	গদাধরের স্ত্রী।

উর্ব্বশী, রাজলক্ষ্মী, বৈষ্ণবী, মায়ানারীগণ, অপ্সরাগণ,
কাঠুরিয়াপত্নী, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

হরিশ্চন্দ্র

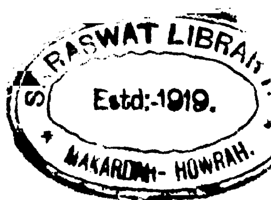
—:০*০*০:—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

কাষ্ঠের বোঝা স্কন্ধে লইয়া কাঠুরিয়া ও
কাঠুরিয়াপত্নীর প্রবেশ।



কাঠুরিয়া। ও গিন্নী! ও গিন্নী!

কাঃ-পত্নী। কেন রে মিন্সে, কেন রে?

গীত।

কাঠুরিয়া।—ওই আস্‌ছে ধেয়ে কালো আঁধার চল্ ফিরে চল্ ঘরে।
সূয্যি মামা বস্‌লো পাটে প্রাণটা কেমন করে॥
কাঃ-পত্নী।—ভয় কেন প্রাণ তাতে, কুড়ুল আছে হাতে,
শত্রু এলে কাট্‌বো তারে দু'জনার গায়ের জোরে॥
কাঠুরিয়া।—হালুম ক'রে সিংহী মামা বেরুবে যখন,
হাতের কুড়ল পড়্‌বে খ'সে কি হবে তখন,

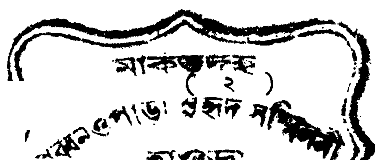
কাঃ-পত্নী ।—পড়্‌বে না খ'সে, ধর্‌বো রে ক'সে,
দেখ্‌বো তখন সিংহী মামা কি করে প্রাণ কি করে ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

ইন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । হের দেবগণ ! স্কন্ধে মৃগশিশু
ক্লান্ততনু রুক্মাঙ্গদ রাজার অনুজ
ধীরে ধীরে হয় অগ্রসর ।
বৈরী-ভ্রাতা মোর,
নাশিতে উহারে হবে বলে বা কৌশলে ।
হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ নিত্য পূজি শ্রীহরিচরণ,
বর্ষে বর্ষে অর্চ্চনার ফলে শ্রীহরিবাসর
লভিবে ইন্দ্রত্ব ত্বরা ;
তাই পূর্ব্ব হ'তে
শত্রুর নিধনকল্পে আগুয়ান আমি ।
মনে লয় ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা
পশিলে শ্রবণে,
বাহিরিবে প্রাণবায়ু অগ্রজ রাজার—
দূর হবে দুশ্চিন্তা আমার ।
চল সবে একযোগে করি আক্রমণ,
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন ।

[প্রস্থানোদ্যত]



গীতকণ্ঠে জনৈক পর্য্যটকের প্রবেশ।

পর্য্যটক।—

গীত।

কালনিশা পোহায় না তার অন্তরে যার বিষের ধারা।
তার নয়নধারা চিরসাথী, পায় না কভু সুখের সাড়া॥
মা গো এ কি আমায় ফেল্‌লি পাকে, পরাণ কাঁপে মেঘের ডাকে,
আমি চাই না মা গো বড় হ'তে আমায় কর্ মা ছোট উমাতারা॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। উন্মাদের সঙ্গীতঝঙ্কারে
দেব-বৈরী-বিনাশসাধনে
দেবগণ হ'য়ো না পশ্চাৎপদ্;
এসো সবে অন্তরালে,
সুযোগের করিগে অপেক্ষা।
হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ!
ভাবিয়াছ নিত্য সেবি শ্রীহরিচরণ
লভিবে ইন্দ্রত্ব! হাঃ-হাঃ-হাঃ!
মুছে ফেল হৃদি হ'তে অলীক কল্পনা।

[সকলের প্রস্থান।

মৃত হরিণশিশুস্কন্ধে ক্লান্ততনু চিত্রাঙ্গদের
ধীরে ধীরে প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। ক্লান্ত রবি বিশ্রামের পথে;

সুদূর অসীম হ'তে
ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাণী নেমে আসে
বিচিত্র আঁচলখানি উড়াইয়া
প্রকৃতির আকাশ বাতাসে।
বিহগী ফিরিছে নীড়ে,
গোষ্ঠ হ'তে ফিরিছে রাখাল,
মন্দিরে মন্দিরে সাধুর আশ্রমে
উঠিতেছে মাঙ্গলিক শঙ্খ-ঘণ্টারোল।
পথশ্রমে অচল অবশ তনু
শক্তি নাই ফিরিতে প্রাসাদে ;
এই স্থানে ক্ষণতরে লভিব বিশ্রাম,
তারপর ফিরিব আবাসে। [উপবেশন]

সশস্ত্র ইন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আর তোমায় ফিরে যেতে হবে না যুবক! এই স্থানেই আজ তোমার জীবনের চির-বিশ্রাম।

চিত্রাঙ্গদ। কে? কে তোমরা?

ইন্দ্র। আমি স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র।

চিত্রাঙ্গদ। প্রণাম চরণে।

ইন্দ্র। বিনিময়ে কিন্তু তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌তে পার্‌লুম না যুবক! আশীর্ব্বাদের উদ্যত হস্ত আজ স্বার্থের দ্বারা নিশ্চল। অপ-রাধী তুমি, তোমার জীবনসংহার করাই আমার প্রধান লক্ষ্য।

চিত্রাঙ্গদ। আমি অপরাধী? কই, জ্ঞানতঃ কখনো দেবতার কোন অনিষ্টসাধন করেছি ব'লে তো মনে হয় না। বরং আমার প্রতিদিনের নিবেদিত অর্ঘডালা দেবতারই চরণে নামিয়ে দিই। সংসারের শত সহস্র বিপর্য্যয়ের মাঝখানে থেকেও দেবতাকে ডাকি—পূজা করি—অঞ্জলি দিই।

ইন্দ্র। শোন যুবক! তুমি হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ রাজার সহোদর। আমার প্রধান শত্রু তোমার অগ্রজ, সেই জন্য তুমিও আমার শত্রু। আজ তোমার জীবননাশ করাই আমার কর্ত্তব্য।

চিত্রাঙ্গদ। সে কি? অগ্রজ আমার দেবতার শত্রু? না—না, ভুল করছেন দেবরাজ! চলুন দেখবেন, কি ভাবে অগ্রজ আমার দেবার্চ্চনায় দিন অতিবাহিত করছেন। তিনি দেবতার শত্রু? এ যে অসম্ভব! প্রলাপের উক্তির মত শুনছি দেবেন্দ্র! অগ্রজ আমার দেবতার নামে আত্মবিস্মৃত—দেবতার চিন্তায় উন্মত্ত, সেই দেবভক্ত অগ্রজ আমার দেবতার শত্রু?

ইন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমার অগ্রজের হরিবাসর-মহাব্রতই হ'চ্ছে দেবতার অনিষ্টসাধনের একটা প্রধান সোপান। তার সেই স্বেচ্ছাচারিতার দুর্দ্দমনীয় আশা—ইন্দ্রত্বলাভের কল্পনা আজ আমি একটী পলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেবো—পাঠিয়ে দেবো তোমার ছিন্ন শির তোমার অগ্রজের নিকট। তুচ্ছ দুর্ব্বল মানবের স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা!

চিত্রাঙ্গদ। বুঝেছি দেবরাজ! দেখছি এ হ'চ্ছে স্বার্থসিদ্ধির একটা মহাযজ্ঞ—উচ্চাসন হ'তে নরককুণ্ডে পড়বার সাধ। সুদূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় অমূল্য দেবত্ব বিসর্জ্জন দিতে কেন চাইছেন

দেবরাজ ? আমার কথায় বিশ্বাস করুন। মহারাজ রুক্মাঙ্গদ দেব-বৈরী নয়—দেবভক্ত আদর্শ মানব। তাঁর অন্তরে ইন্দ্রত্বলাভের আশা একটী দিনের জন্যও জাগে নি—জাগ্‌বে না। সেই উদার মহান্ রাজার অনিষ্টসাধনায় আজ বধ করতে চান তার কনিষ্ট ভ্রাতাকে ? এমন দেবত্বটুকু কোথায় পেলেন দেবরাজ ? এখনো এ পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন ; যদি জগতের প্রণাম পেতে চান, তা হ'লে স্বার্থ-হিংসার বলি-দান দিয়ে এখান হতে চ'লে যান।

ইন্দ্র। না—না, কোন কথাই আমি শুনতে চাই না, তোমার জীবননাশই আজ আমার লক্ষ্য।

চিত্রাঙ্গদ। বাঃ, সুন্দর দেবতার দেবত্ববিকাশ ! একজন নির-পরাধের উপর অযথা অত্যাচার ! না দেবেন্দ্র, প্রকৃতি এত পাপ কখনই সহ্য করতে পার্‌বে না। এখনি তার বুকখানা চৌচির হ'য়ে অনলধারা ছড়িয়ে পড়্‌বে। এখনো নিরস্ত হোন্—

ইন্দ্র। প্রতিশোধের অর্চ্চনা ! শুনতে চাই না তর্ক-যুক্তি—মানতে চাই না ভবিষ্যৎ। দেবগণ ! অপেক্ষা কর্‌ছো কেন ?

চিত্রাঙ্গদ। তা হ'লে সত্য সত্যই আমায় বধ কর্‌বেন ?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, সেই জন্যই আজ মৃত্যুর করালমূর্ত্তি নিয়ে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি।

চিত্রাঙ্গদ। আর আপনিও চেয়ে দেখুন দেবরাজ, আমার ধর্ম্মের অস্ত্রমুখে মহাকাল মৃত্যুঞ্জয়।

ইন্দ্র। আত্মরক্ষা কর যুবক !

[দেবগণ চিত্রাঙ্গদকে আক্রমণ করিল, যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদের অস্ত্র ভগ্ন হইল।]

চিত্রাঙ্গদ। উঃ, ভগবান! তোমার দীপ্যমান চোখের উপর দিয়ে অন্যায়ের স্রোত ব'য়ে যাবে, ধর্ম্মের পুণ্য-বেদী পিশাচের আবাস-ভূমি হবে, আর তুমি তাই নীরব নিশ্চল হ'য়ে দেখ্‌বে দয়াময়? রক্ষা কর দেব! কোথায় দীননাথ আর্ত্তের সহায়! নির্য্যাতিত নিরপরাধের জীবনরক্ষায় বিশ্বগ্রাসী মূর্ত্তিতে ছুটে এসো!

ইন্দ্র। বধ কর—বধ কর শত্রুকে! বিন্দু মাত্র মায়া-মমতা নেই!

চিত্রাঙ্গদ। উঃ—উঃ! প্রাণ যে যায়! নারায়ণ! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

নারায়ণের আবির্ভাব।

নারায়ণ। মাভৈঃ! মাভৈঃ!
রে ভক্ত! আর্ত্তহারী নারায়ণ
প্রকাশিত আজি আর্ত্তের রক্ষায়।
সুদর্শন! সুদর্শন!
রক্ষা কর ভক্তেরে আমার।

দেবগণ। উঃ—উঃ! প্রলয়-অনল!
অমরত্ব হয় বুঝি লোপ—

[দেবগণের পলায়ন ও নারায়ণের অন্তর্দ্ধান।

চিত্রাঙ্গদ। এ কি! পলকে প্রকৃতির এ কি পরিবর্ত্তন! কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকার আকাশ সহসা নির্ম্মল ধীর শান্ত! ভগবান! জগতে তুমিই একমাত্র সত্য।

প্রস্থান।

ইন্দ্র ও দেবগণের পুনঃ প্রবেশ।

ইন্দ্র। হ'লো না! হ'লো না! কার্য্য সমাধা করতে পারলুম না; অন্তরায় নারায়ণ। শোন দেবগণ! তোমরা স্বর্গে ফিরে যাও; আমি যাবো শত্রুতার চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ছদ্মবেশে অযোধ্যায়। রুক্মাঙ্গদ রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুনেছি সুরাপায়ী—চরিত্রভ্রষ্ট, আমি তার পার্শ্বচর হ'য়ে রুক্মাঙ্গদের সর্ব্বনাশ সাধন করবো।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গদাধরের বাটী।

চন্দ্রমণি।

চন্দ্রমণি। আমাদের কর্ত্তাকে সবাই বলে মুখ্যু। মুখ্যু হবে কেন গা? আহা-হা, কর্ত্তা আমাদের কত পড়াই না পড়েছে! মা সরস্বতী যেন মুখে মুখে। তোরা যেমন মুখ্যু, তোদের সাত গুষ্ঠি যেমন মুখ্যু, কর্ত্তা কি আমাদের তেমন? কি রকম মন্তর ব'লে ঠাকুর-পূজো করে, ভিন্ গাঁয়ের লোক পর্য্যন্ত মন্তর শুনতে পায়। তবু আমার কর্ত্তাকে সবাই বলে মুখ্যু! গোল্লায় যাক্—গোল্লায় যাক্! বলে ওই বিদ্যের ঠ্যালায় কর্ত্তার আমার কত রোজগার—ঝুড়ি ঝুড়ি চাল-কলা!

গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গদাধর শর্ম্মার প্রবেশ।

গদাধর। বাঁই-বাঁই-বাঁই! স'রে যাও—স'রে যাও! লাগ্‌লে আর রক্ষা নাই!

চন্দ্রমণি। ও মা, ও কি গো?

গদাধর। স'রে যাও—স'রে যাও গিন্নী! বাঁই-বাঁই-বাঁই—

চন্দ্রমণি। ও মা! এ আবার কি গো? কেবলই যে গদা ঘুরুচ্ছ! বলি হ'চ্ছে কি?

গদাধর। গদা—গদা—আমায় গদায় পেয়েছে। গুরুদেব আমায় বলেছেন, এই গদা হ'তেই একদিন গদাধরের দেখা পাবে; তাই এ গদা আর ছাড়্‌ছি নে গিন্নী! প্রলয়—প্রলয় হবে এইবার! স'রে যাও—স'রে যাও!

চন্দ্রমণি। হেঁই মা, এ কি হ'লো গো! মা ষষ্ঠী, এ কি করলে মা? গদায় পেয়েছে কি গো?

গদাধর। চুপ কর গিন্নী, চুপ কর। আর আমি ঘরে যাচ্ছি না; গদাহস্তে ষণ্ডের মত ছুটোছুটি করবো—সব ঠাণ্ডা করে দেবো।

চন্দ্রমণি। বলি কাণ্ডখানা কি? গদা ঘুরুলে কি দিন চল্‌বে? মহারাজের হরিবাসর, কোথায় পুঁট্‌লি বেঁধে ঝুড়ি ঝুড়ি লুচি সন্দেশ আন্‌বে—আরো কত কি আন্‌বে, ও মা, তা নয়, গদা আর গদা! হ্যাঁগা, তুমি ক্ষেপে গেলে না কি?

গদাধর। এইবার তোমাকেও গদা ঘুরুতে হবে গিন্নী! পুরুষ মানুষের মত কাপড় পর্‌তে হবে, গোঁফ দাড়ি বার কর্‌তে হবে।

দেখ্ছো না, প্রগতির হাওয়া গায়ে লেগে দেশের মেয়েরা সব পুরুষের মত হ'য়ে উঠেছে! এসো—এসো গিন্নী! শীগ্গির আমার সঙ্গে এসো—

চন্দ্রমণি। ওমা, মেয়েমানুষ আবার ব্যাটাছেলে হবে কি গো?

গদাধর। হ'তেই হবে, না হ'লে চল্বে না। আর রান্নাঘরে ব'সে ব'সে ভাত তরকারী রাঁধতে হবে না। একটা কিছু অস্ত্র ধরতেই হবে।

চন্দ্রমণি। যাও—যাও, আর রঙ্গ করতে হবে না। একটা ঠ্যালা দিলে উল্টে পড়ে যান, উনি আবার গদা ধরেছেন! দেখ, ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু! এখুনি ঝাঁটা ধর্লে গদা টদা সব যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। শীগ্গির গদা ফেলে ষষ্ঠীদাসকে নিয়ে মহারাজের হরিবাসরে যাও।

গদাধর। গুরুদেবের আদেশ, এ গদা আমি কিছুতেই ছাড়্বো না।

চন্দ্রমণি। কি, গদা ছাড়্বে না? মহারাজের হরিবাসরের দিন কেউ কোন অস্ত্র ধরতে পার্বে না। তুমি গদা ধরেছ, দাঁড়াও মহারাজকে ব'লে পাঠাচ্ছি।

গদাধর। দোহাই গিন্নী! ঐটী ক'রো না, তা হ'লে তোমার গতি কি হবে? যাক্ বল, কি করতে হবে?

চন্দ্রমণি। ও মা! আমায় আবার ব'লে দিতে হবে? ষষ্ঠীদাসকে নিয়ে রাজবাড়ীতে যাও; দেখো, পুঁটলী যেন ছোট না হয়। বাপ ব্যাটায় ব'য়ে আন্বে, হ'লোই বা প্রকাণ্ড!

গদাধর। আচ্ছা, তা হ'লে ষষ্ঠীদাসকে পাঠিয়ে দাও গে; আমি তাকে সঙ্গে ক'রে এখুনি যাচ্ছি। দেখো গিন্নী, বাসি লুচি সন্দেশ খেয়ে যেন আমার মাথাটা খেও না।

চন্দ্রমণি। আ-মর, আমিই যেন সব খাই!

[প্রস্থান।

গদাধর। গদা! গদা! না, কিছুতেই এ গদা ছাড়্ছি নে বাবা!

ষষ্ঠীদাসের প্রবেশ।

ষষ্ঠীদাস। বাবা! বাবা! ও বাবা! নেমন্তন্ন খেতে কখন যাবে? এই দেখ, আমি গামছা নিয়ে এসেছি; মা বলেছে, আচ্ছা ক'রে গামছায় বেঁধে আন্তে।

গদাধর। এই যাচ্ছি বাবা! আহা কি মাতৃভক্ত সন্তান! বাছা আমার আহারে বৃহস্পতি—লেখাপড়ায় একবারে মা সরস্বতী।

ষষ্ঠীদাস। ও হরি, এতক্ষণ তো দেখি নি। হাঁ্যা বাবা, তোমার হাতে ওটা কি?

গদাধর। গদা—গদা—বদমায়েসকে সায়েস্তা কর্বার যন্তর।

ষষ্ঠীদাস। দেখি না বাবা একবারটী তোমার গদাটা!

গদাধর। না—না, ছেলেমানুষ, গদা নিবি কি?

ষষ্ঠীদাস। একবারটী দেখ্বো, দাও না একবার!

গদাধর। ধর্। [গদা দিল]

ষষ্ঠীদাস। বাঃ, বেশ তো! কেমন শক্ত! বাবা! দেখি তোমার পিঠটা—

গদাধর। পিঠ কি হবে রে হারামজাদা ?

ষষ্ঠীদাস। ঘা কতক দিয়ে দেখি না, কেমন হয় ! [গদাধরকে প্রহার]

গদাধর। উ-হু-হু ! গেছি রে ব্যাটা, গেছি !

ষষ্ঠীদাস। এখনো ঠিক যাও নি বাবা ! আজ তোমার গদায় তোমাকেই ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি। [পুনঃ প্রহার]

গদাধর। ও গিন্নী ! ও গিন্নী ! ধর—ধর—ষষ্ঠেকে ধর—

[পলায়ন।

ষষ্ঠীদাস। মার—মার ! বাঁই-বাঁই-বাঁই—

[গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বিলাস-কক্ষ।

রত্নেশ্বরের প্রবেশ।

রত্নেশ্বর। আমিই সেই ইন্দ্র, প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আজ মানবের চাটুকার ! দেখ্‌বো—দেখ্‌বো হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ ! তুমি কেমন ক'রে দেব-কোপানল হ'তে পরিত্রাণ পাও ! তোমার সোনার সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দেবো—তোমার সুরম্য প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌বো—তোমার শান্তির কুঞ্জে অশান্তির ঝড় তুলে দেবো।

রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। রাজ্য—রাজ্য—রাজ্য! ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে হোক্ রাজ্য চাই! রত্ন! রত্ন! বন্ধু! চমৎকার তোমার মন্ত্র! আমার শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। শেষে যেন পাগল না হ'য়ে যাই! হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাজ্য—রাজ্য—

রত্নেশ্বর। স্থির হও রাজভ্রাতা! অত উতলা হ'য়ো না। রাজ্য রাজ-সিংহাসন একদিন তোমারি হবে। কই—কোথায় তোরা! আমার রাজার জীবন্ত আশার পাদমূলে সুধাবর্ষণ ক'রে যা!

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ :—

গীত।

প্রেম-পাথারে আজি যাবো ভাসিয়া।
এসো হে প্রিয়তম এসো হাসিয়া॥
সহিতে হবে না আর, বিরহের হাহাকার,
তোমারে রাখিব প্রিয় গাঁথিয়া গলাতে হার,
মদনজড়িত বাণে,   তোমারি নিরস প্রাণে,
বহাবো তটিনী মোরা নাচিয়া নাচিয়া॥

রুদ্রাঙ্গদ। রত্ন! রত্ন। ওদের পুরস্কার দাও।

রত্নেশ্বর। ধর এই পুরস্কার! [অর্থ প্রদান] যাও, এখন তোমরা বিশ্রাম করগে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

রত্নেশ্বর। রুদ্রাঙ্গদ! স্মরণ কর সেই মন্ত্র—"রাজ্য চাই!"

রুদ্রাঙ্গদ। রাজ্য চাই, কিন্তু—

রত্নেশ্বর। আবার কিন্তু কুমার?
বুঝাইনু বারবার, তবু ভয় তব?
শোন রুদ্রাঙ্গদ!
আমি তব পরম সুহৃদ,
প্রাণ দিয়ে সাধিব তোমার হিত।
কার সাধ্য অহিত করিবে তব?

রুদ্রাঙ্গদ। কিন্তু রত্ন! জাগে ক্ষণে
ধূমায়িত মস্তিষ্কে আমার
কত আশা, কত সে সৌভাগ্য-চিত্র,
কল্পনা-সাথীর সাথে
উঠি যেন হিমাদ্রিশিখরে!
কিন্তু হায়, পরক্ষণে মনে পড়ে
শৈশবের মধুময়ী স্মৃতি,
সোহাগের কত স্বপ্ন—কত ভালবাসা।
অগ্রজ দেবতা মোর; কহ রত্ন!
কনিষ্ঠ হইয়া তুচ্ছ রাজ্য হেতু
কেমনে তাঁহার প্রাণে হানিব শায়ক?
হবে কি মঙ্গল তাহে?

রত্নেশ্বর। স্বার্থপূর্ণ এ সংসার;
স্বার্থহীন কেবা আছে সংসারের মাঝে?

পিতার স্নেহেতে স্বার্থ,
মাতার বুকেতে স্বার্থ,
আদান-প্রদানে স্বার্থ,
সর্ব্বত্রই স্বার্থের অর্চ্চনা ।
কেন চিন্তা কর বৃথা,
দৃঢ় হও, হইবে বিজয়ী ।

রুদ্রাঙ্গদ । হইব বিজয়ী আমি
অগ্রজের জীবন নাশিয়া ?
যাঁহার করুণ-কম স্নেহের ব্যজনে
যাঁহার অভেদ চারু অমিয়সিঞ্চনে
গঠিত আমার কায়া; রাজ্য হেতু আজ—
না—না—পারিব না রত্ন !
চাহি না রাজত্ব—চাহি না ঐশ্বর্য্য—
নাহি চাই আত্মসুখ ; যাও—যাও রত্ন !
কালসর্প সম ঢালিও না তীব্র বিষ
সুনির্ম্মল জীবনপথেতে মোর ।
এখনি পড়িবে বজ্র, দ্বিধা হবে বসুন্ধরা,
উত্তাল তরঙ্গ তুলে আসিবে বারিধি,
নিমেষে করিবে নাশ অস্তিত্ব আমার ।

রত্নেশ্বর । ছিঃ-ছিঃ, এতই দুর্ব্বল তুমি,
ভাবি নাই তাহা । পূর্ব্বেতে জানিলে
কে করিত তব সনে বন্ধুত্বস্থাপন ?

এত ভীরু তুমি রাজভ্রাতা ?
সারাটী জীবন এই ভাবে
দীন সম হীননেত্রে রহিবে পড়িয়া
অপরের অনুগ্রহ তরে ?
ইহাই কি জীবনের বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা—
ইহাই কি জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য তব ?
চাহ না উন্নতি, চাহ না কি
জীবনের সার্থকতা ?
দৃঢ় হও—ভুলে যাও অতীত কাহিনী !
হেরিতেছি দিব্য চক্ষে,
অযোধ্যার সিংহাসন হইবে তোমার।

রুদ্রাঙ্গদ। আমার ? একি ! একি !
একদিকে ধেয়ে আসে
সপ্ত সিন্ধু গ্রাসিতে আমারে,
অন্য দিকে সৌভাগ্যের সুবিমল ঊষা ;
কোন্ পথে যাই ? কোন্ দিকে যাই ?

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম।—

গীত।

চল শুভ্র ধবল মধুর পথে নাইকো যেথা হাহাকার।
নাইকো যেথা ব্যথার সাড়া, আছে প্রেমের পারাবার॥

ভুল ক'রো না বাঁধায় প'ড়ে, ধর বিবেক-রজ্জু দৃঢ় ক'রে,
দেখ্‌বে তখন অন্ধকারে ঝর্‌বে সুধা অনিবার॥

[প্রস্থান।

রুদ্রাঙ্গদ। দাঁড়াও! দাঁড়াও শান্তিরাম, একটু দাঁড়াও! আমি যে আজ ঘূর্ণীপাকে পড়েছি, আমি যে আজ যাদুকরের যাদুমন্ত্রে আমার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছি, আমি যে আজ আলেয়ার ধাঁধায় প'ড়ে আমার মনুষ্যত্ব হারাতে ব'সেছি! তুমি আমায় বাঁচাও শান্তিরাম! তোমার ওই বিবেক-বাণীর অমৃতধারায় আমার উদ্‌ভ্রান্ত মনকে পুণ্যের আলোকে নিয়ে চল। ওই—ওই জমাট অন্ধকার! ওই বজ্রের কড়্‌কড়্‌ ডাক্! গেল—গেল—আমার সর্ব্বস্ব বুঝি জন্মের মত চ'লে গেল! রত্ন! বন্ধু! আমায় বাঁচাও!

রত্নেশ্বর। এই নাও, ধর—[সুরা দিল]

রুদ্রাঙ্গদ। [পানান্তে] আঃ!

রত্নেশ্বর। একি, এখনো দুর্ব্বলতা! রাজ্য চাও না? রাজা হবে না? সৌভাগ্য-লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় সাদরে তোমায় আলিঙ্গন দিতে আস্‌ছে, কিন্তু তুমি এমনিই অপরিণামদর্শী যে, সে আলিঙ্গন গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ কর্‌ছো! না, আর তোমায় কিছু বল্‌বো না।

রুদ্রাঙ্গদ। রাগ ক'রো না রত্ন! বল আমায় কি কর্‌তে হবে?

রত্নেশ্বর। রুক্মাঙ্গদকে হত্যা কর্‌তে হবে!

রুদ্রাঙ্গদ। [সভয়ে] রত্ন!

রত্নেশ্বর। অধৈর্য্য হ'য়ো না। শোন রুদ্রাঙ্গদ! তোমার মধ্যম ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ, সে তোমার অন্তরায়। কিন্তু সে এখন রাজ্যে নাই;

শুনেছি সে কয় দিন হ'লো শিকারে বহির্গত হয়েছে। এই উপযুক্ত অবসর ; ইচ্ছা কর্‌লে কালই তুমি রাজা হ'তে পার।

রুদ্রাঙ্গদ। ভ্রাতৃহত্যা ক'রে আমায় রাজা হ'তে হবে ? রত্ন ! এ রাজা হওয়া কি সহ্য হবে ? আমার মাথায় কি বাজ পড়্‌বে না ?

রত্নেশ্বর। না, আমি আর তোমাকে বোঝাতে পার্‌বো না। [স্বগত] হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ ! দাঁড়াও ; আর বেশী দিন নয়, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পার্‌বে দেবতার কোপানল কত ভীষণ !

রুদ্রাঙ্গদ। বল রত্ন, নীরব হ'লে কেন ?

রত্নেশ্বর। আমি এখন চল্‌লম ! আর কখনো আমায় দেখ্‌তে পাবে না রাজভ্রাতা ! কিন্তু কোথায় গিয়ে যে থাক্‌বো, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তোমার জন্য প্রাণ কাঁদ্‌বে, কিন্তু উপায় নেই।

[প্রস্থানোদ্যত]

রুদ্রাঙ্গদ। যেও না—যেও না বন্ধু ! আজ হ'তে আমি তোমারি আদেশে চালিত হবো। আমি রাজ্যই চাই। হয় হোক্ পাপ, আমি আর পশ্চাদ্‌পদ হবো না। চাই স্বার্থের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ! আমার সর্ব্বস্ব আজ বহুদূরে চ'লে যাক্, আমি ভুলে যাবো আজ কৃতজ্ঞতা ভক্তি-শ্রদ্ধা, সাজ্‌বো পিশাচ—দস্যু ! রাজ্য চাই—রাজ্য চাই—

রত্নেশ্বর। এই তো প্রকৃত বীরের উক্তি ! যাক্, তা হ'লে আগামী কল্যই গুপ্তভাবে কার্য্য সমাধা করতে হবে। আমি এখন চল্‌লাম—সময় মত এসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবো। সাবধান ! আর যেন প্রতিজ্ঞা ভুলে যেও না। [স্বগত] রুক্মাঙ্গদ ! এইবার তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। [প্রস্থান।

রুদ্রাঙ্গদ। রাজ্য—রাজ্য ! চমৎকার সম্পদ ! কিন্তু—! না—না, আর শঙ্কা কেন ? রত্নের মত যখন বন্ধু লাভ করেছি, তখন আর চিন্তা কি ? চাই শুধু জীবনের উন্নতি—সৌভাগ্য—ঐশ্বর্য্য—

মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। পরের সর্ব্বনাশ ক'রে নিজের সৌভাগ্য ? বাঃ—চমৎকার !

রুদ্রাঙ্গদ। কে, মাধুরী ? এসো—এসো মাধুরী ! আমি যে রাজা হবো।

মাধুরী। চতুর্ভুজ হবে ; বৈকুণ্ঠ হ'তে রথ এসে তোমায় নিয়ে যাবে আর কি ?

রুদ্রাঙ্গদ। তুমি কি আমায় উপহাস করছো মাধুরী ?

মাধুরী। ওরে বাপ্ রে, আমি তোমায় উপহাস করতে পারি ? তুমি আমার পতি-দেবতা—প্রিয়তম, তাতে আবার গুরুজন। তবে একটা কথা ভাবছি কি জান ?

রুদ্রাঙ্গদ। কি কথা ভাবছো ?

মাধুরী। ভাবছি, মা বাপ কেন আমায় গলা টিপে মেরে ফেলে নি ? ওগো, আমি কিন্তু লক্ষ্মী-টক্ষ্মী হ'তে পারবো না, তুমি চতুর্ভুজই হও আর পঞ্চভুজই হও। আমার ও সবে কাজ নেই, শীগ্‌গির ক'রে আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

রুদ্রাঙ্গদ। তুমি কি উন্মাদিনী হয়েছ মাধুরী ? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে। আমি রাজা হবো

শুনে কোথায় তুমি আনন্দ কর্‌বে, তা নয় ; উন্মাদিনীর মত যা তা কি বল্‌ছো !

মাধুরী। সত্য কথা, আমি উন্মাদিনীই হয়েছি ; তবে উন্মাদিনী ছিলাম না, উন্মাদের গন্ধ গায়ে লেগে প্রকৃত উন্মাদিনীই হয়েছি। এইবার বোধ হয় ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দৌড়াদৌড়ি কর্‌তে হবে।

রুদ্রাঙ্গদ। কেন—কেন ? তার অর্থ ?

মাধুরী। বুঝেই দেখ না, তা হ'লে সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

রুদ্রাঙ্গদ। না—না, তুমি বল, আমি যে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে।

মাধুরী। তুমি যে রকম আরম্ভ করেছ, তাতে কি আর ঘরে থাকা চলে ? দেখ, একটা কথা বলি তোমায় ; তোমার অভাব কিসের ? স্বাধীনভাবে জীবন যাপন কর্‌ছো, আবার উৎকট ব্যাধি কোথা হ'তে নিয়ে এলে ? এখনো ও ব্যাধির হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার উপায় আছে, নতুবা এর পর আর কিছুতেই ব্যাধি নিরাময় হবে না। তখন তুমিও কাঁদ্‌বে, আমাকেও কাঁদাবে। ভাই তুমি, ভাইয়ের মতই থাকো না কেন ?

রুদ্রাঙ্গদ। ও—বুঝেছি মাধুরী, তুমি আমায় উপদেশ দিতে এসেছ। তা হ'লে আমার রাজ্যপ্রাপ্তিতে তোমার মোটেই ইচ্ছা নাই ? তুমি না আমার পত্নী ?

মাধুরী। পত্নী ব'লেই তো আজ তোমার কাছে আস্‌তে সাহসী হয়েছি ! তুমি কি জান না, তোমার ভাগ্যের সঙ্গে যে আমারও সুখ-শান্তি গাঁথা রয়েছে ?

রুদ্রাঙ্গদ। তা হ'লে কি বল্‌তে চাও ?

মাধুরী। রাজা হওয়ার নেশা ত্যাগ কর! বেশ আনন্দে আছি, আর রাজরাণী হ'য়ে আমার কাজ নেই।

রুদ্রাঙ্গদ। মাধুরী!

মাধুরী। সত্যি কথা বল্‌ছি প্রিয়তম! তুমি যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মনে ক'রে দেখ দেখি, জ্যেষ্ঠের কি স্নেহধারায় তুমি এত বড়টা হ'য়ে উঠেছ! যে ভাই তার জীবনের সবটুকু কামনা দিয়ে তোমায় মানুষ ক'রে তুল্‌লে, আজ তুমি কি না তুচ্ছ রাজ্যের জন্য সেই ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছ!

রুদ্রাঙ্গদ। কে ও কথা তোমায় বল্‌লে মাধুরী ?

মাধুরী। কে আর বল্‌বে ? তোমার মুখ চোখ দিয়ে, তোমার প্রতি লোমকূপ দিয়ে স্বার্থের বিষাগ্নি ফুটে বেরুচ্ছে! সত্যি কথা বল তো, তুমি রাজ্যের জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয়েছ কি না ?

রুদ্রাঙ্গদ। মাধুরী! তুমি আমার পত্নী, তোমার নিকট গোপন ক'রে কোন লাভ নেই। প্রকৃতই আমি রাজ্য চাই—রাজা হ'তে চাই। তোমার শত উপদেশ আজ আমার কাছে ব্যর্থ হবে। আমি আজ স্বার্থের উন্মাদনায় আত্মবিস্মৃত, অন্তরায় হ'য়ো না আমার উন্নতির পথের। আমি তোমার স্বামী—

মাধুরী। ওগো দোহাই তোমার, আমি রাণী হ'তে পারবো না! তুমি আমায় হত্যা কর, আমি জীবন থাক্‌তে তোমার কলঙ্কগাথা শুন্‌তে পারবো না। পায়ে ধ'রে বল্‌ছি প্রিয়তম! রাজ্যে আমাদের প্রয়োজন

নেই—জ্যেষ্ঠের চরণতলই যে তোমার শত রাজ্য; তার কাছে কি অন্য রাজ্যের তুলনা হ'তে পারে? [রুদ্রাঙ্গদের পদধারণ]

রুদ্রাঙ্গদ। ছাড়ো—ছাড়ো, পা ছেড়ে দাও মাধুরী! আমার এ দৃঢ় সঙ্কল্প তোমার সহস্র অনুরোধেও টল্‌বে না। ভ্রাতৃদ্রোহীই হবো মাধুরী! দেখেছি সেই নীরব নিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে ভাগ্য-দেবীর ষড়ৈশ্বর্য্য মূর্ত্তি—শুনেছি স্বার্থের মুরলীধ্বনি; অনন্ত আশার আলোকে আমার হৃদয় আলোকিত হ'য়ে উঠেছে। আমি আর এম্নি-ভাবে একজনের পদানত হ'য়ে থাক্‌বো না। ছলে বলে অথবা কৌশলে চাই ওই শত ঐশ্বর্য্যবিমণ্ডিত অযোধ্যার সিংহাসন। পা ছাড়ো মাধুরী!

মাধুরী। না—না, কিছুতেই তোমার পা ছাড়্‌বো না। বল—বল তুমি, পাপ পথে যাবে না? ওগো! ভবিষ্যতের ভয়ে আমার প্রাণ যে কেঁপে উঠ্‌ছে! জানি না, কেমন ক'রে আমি তোমায় রক্ষা কর্‌বো? তুচ্ছ স্বার্থের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে কোথায় কোন্ কণ্টকময় মরুর পথে চলেছ তুমি? ফিরে এসো—ফিরে এসো—

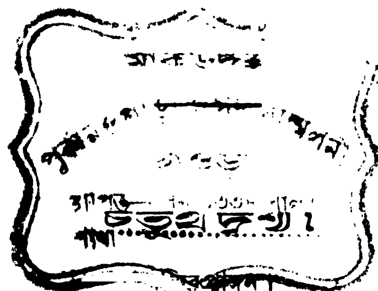
রুদ্রাঙ্গদ। আমি ফির্‌বো না, ফের্‌বার আর সময় নেই। পা ছেড়ে দাও! একি, তবু ছাড়্‌বে না? মাধুরী! স্বামীদ্রোহিনী! এই নে—এই নে তোর উপযুক্ত পুরস্কার!

[পদাঘাত করতঃ প্রস্থান।

মাধুরী। উঃ, ভগবান! এ কি কর্‌লে? চ'লে গেল—একটী অনুরোধও শুন্‌লে না। স্বার্থের নেশায় স্বামী আমার জীবন্ত পিশাচ সেজেছে। বাবা! বাবা! তুমি সর্ব্বস্ব খুইয়ে কার হাতে আমার

তুলে দিয়েছ? আশীর্ব্বাদ কর যেন তার মতি স্থির হয়। যাও স্বামী! স্বার্থের অর্চ্চনা করতে বিশ্বের আবর্জ্জনার মাঝখানে, আমি পত্নী—আমিও তোমায় টেনে আন্‌বো পুণ্যের আলোকে আমার ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য-টুকু দিয়ে

[প্রস্থান



গীতকণ্ঠে দয়ালের প্রবেশ।

দয়াল।- -

গীত।

বাজ্‌ রে বাঁশী আমার বাজ্‌ রে বাজ।
আয় আয় ছুটে আয় ওরে ব্রজবাসী,
যাবি যদি গোঠে তোরা সাজ্‌ রে সাজ্‌॥
ওই বুঝি আসে রাধা শুনি যে বাঁশরী-সুর,
রুণু-রুণু ঝনু-ঝনু বাজিছে নূপুর,
শ্যামলী ধবলী ওই চাহে পথপানে,
গোপকুলনারী আর নাহি লাজ মানে,
বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগিয়া পরাণে
বড় ব্যথা দেয় গো আজ॥

[প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদের প্রবেশ

রুক্মাঙ্গদ। কত দিন—কত দিন পরে হে দয়াল!
মনোবাঞ্ছা করিবে পূরণ?
একে একে বর্ষ মাস গত হয়,
তবু কই আশার প্রভাত?
কঠোর সাধনা, ত্যাগের আচারে
জীর্ণ-শীর্ণ তনুখানি মোর,
তবু দয়া তো হ'লো না তব!
ওই কোথা হ'তে ওঠে যেন
বাঁশরীর তান—রুণু-রুণু
নূপুরের ধ্বনি! এসো—এসো,
কেন ছলা ভক্ত সনে আর?
দুরন্ত মায়ার নদী
ছুটে আসে চতুর্দ্দিক হ'তে।
ওগো মূলাধার!
কর পার অকূল পাথারে।
অনিত্য সংসার অনিত্য বৈভব,
সার মাত্র তুমিই শ্রীহরি।
এসো—এসো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,
ভুবনমোহনরূপে আলোকিত
কর দেব তমসাজড়িত হিয়া—

অন্ধ যুগ্ম আঁখি। যা কিছু আমার,
সবি তো তোমারি পদে
অর্ঘরূপে নিবেদিছি আমি ;
করেছি সম্বল মাত্র তব রূপ,
তব নাম, তব সে চরণ।
অকিঞ্চন অভাজন আমি,
পূর্ণ কর বাসনা আমার।
দিন চ'লে যায়—অস্তপ্রায়
জীবন-ভাস্কর ; কবে আর তব সেই
বাঞ্ছিত মূরতিখানি হেরিয়া নয়নে
জন্ম মোর করিব সফল ?

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মাঙ্গদের প্রবেশ।

ধর্ম্মাঙ্গদ।—

গীত।

ওই যে আমার হরি নীরদবরণ।
কিবা রূপ অভিনব ললিত লাবণিভরা,
মুগ্ধ ত্রিভুবন মদনমোহন ॥
(ওই যে তাঁহার বাঁশী বাজে)
(আমার মন-বিপিনে সকাল সাঁঝে
ওই যে তাঁহার বাঁশী বাজে)
(পাগল আমি বাঁশী শুনে)

শিখিপাখামণ্ডিত সজল জলদ তনু
কোটী শশী নিন্দিত দুঃখহরণ ॥
(কবে গো দেখা পাবো তাঁর)
(পরাণ আমার পাগল হ'লো, কবে গো দেখা পাবো তাঁর)
এসো নারায়ণ ভক্ত প্রাণধন লক্ষ্মী-জনার্দ্দন নিরঞ্জন ॥

রুক্মাঙ্গদ। বাঃ—বাঃ, অতি সুন্দর প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত ! গাও—গাও কুমার, অবিরাম ওই গান গাও ! প্রকৃতির স্তব্ধতার মাঝখানে শ্রীভগবানের অভয়-পাঞ্চজন্য বেজে উঠুক্। গাও—আবার গাও !

ধর্ম্মাঙ্গদ। বাবা ! বাবা ! কবে তোমার শ্রীহরিবাসর হবে বাবা ?

রুক্মাঙ্গদ। পক্ষান্তেই শ্রীহরিবাসর হবে কুমার !

ধর্ম্মাঙ্গদ। সেই হরিবাসরের দিন শ্রীহরির কি দেখা পাবো বাবা ? তুমি তো সব সময়ই বল শ্রীহরির দেখা পাবে। কই বাবা, তিনি আমাদের দেখা দিচ্ছেন না কেন ? তবে কি তিনি নিষ্ঠুর ? না—না, তিনি যে দয়াল ! তাঁর মত দয়া যে কারো নেই; তবে তিনি আস্‌ছেন না কেন ?

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

গীত ঃ

শান্তিরাম।— ডাকো প্রাণ খুলে তাঁরে পুলকভরে।
দেখা পাবে ভাই আপন ঘরে ॥

ধর্ম্মাঙ্গদ।— কত ডাক্‌ছি তারে,
কই মোর হরি পরাণের তরী,
কেন নাহি আসে আলোক ধ'রে ?

শান্তিরাম।— ডাকো ডাকার মত তাঁহারে,

ধর্ম্মাঙ্গদ।— কেমন ক'রে ডাক্‌বো আমি দাও না ব'লে আমারে,

শান্তিরাম।— ধ্রুব প্রহ্লাদের মত ডাকো তাঁরে ভাই,

আসিবেন হরি ছুটিয়া রে॥

[প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। ডাকো—ডাকো তাঁরে

অন্তরের সবটুকু কামনা ঢালিয়া।

নিবেদিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি চরণে তাঁহার

ডাকো সেই পতিতপাবনে ;

দয়াল শ্রীহরি দিবে দেখা ভক্তের পূজায়।

ব্যস্তভাবে সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। মহারাজ! মহারাজ!

রুক্মাঙ্গদ। কে, রাণী? এ কি, এত ব্যস্তভাবে কেন?

সত্যবতী। সর্ব্বনাশ হয়েছে মহারাজ!

রুক্মাঙ্গদ। সর্ব্বনাশ? শ্রীহরির রাজত্বে সর্ব্বনাশ? তুমি কি বল্‌ছো রাণী? আমি তো তোমার কথা কিছুই হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ছি নে।

সত্যবতী। সত্যই মহারাজ, রাজ্যে ভীষণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। যাকে তুমি আশৈশব অফুরন্ত স্নেহ দিয়ে মানুষ করেছ, নিজের মুখের অন্ন যার মুখে আদরে তুলে দিয়েছ, সেই কনিষ্ঠ দেবর ওই ছুটে আস্‌ছে আমাদের হত্যা কর্‌তে উন্মত্তের মত। কি হবে মহারাজ?

রুক্মাঙ্গদ। রুদ্রাঙ্গদ আস্‌ছে আমাদের হত্যা করতে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি ভুল দেখেছ রাণী! তাও কি সম্ভব? রুদ্রাঙ্গদ যে আমার ভাই! কত স্নেহে, কত ভালবাসা দিয়ে আমি যে তাকে মানুষ করেছি। সে তো কখনো আমার মুখপানে চেয়ে কথা বল্‌তে পারে না, আজ কি না আস্‌ছে হত্যা করতে আমাদের? তুমি তাকে চেনো না রাণী! সে হত্যা করতে আস্‌বে কেন? নিশ্চয়ই কোন অভিমান বা অনুযোগ নিয়ে আস্‌ছে। এখনি সত্য মিথ্যা সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

সত্যবতী। না মহারাজ, তার সে মূর্ত্তি অভিমান বা অনুযোগের মূর্ত্তি নয়। সে মূর্ত্তি অতি ভীষণ—রুদ্র—করাল! চক্ষে তার দারুণ প্রতিহিংসা—তার প্রতি লোককূপ হ'তে বিশ্বধ্বংসী কালানল নির্গত হ'চ্ছে। তার দিকে যে চাইতে পারা যায় না। তার উপর অতটা বিশ্বাস ক'রো না রাজা! সত্যই সে রাজ্যের জন্য উন্মাদ।

রুক্মাঙ্গদ। রাজ্যের জন্য রুদ্র আমার উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে? সে রাজ্য নেবে, এই কথা? রাণী! এ কথা এতদিন সে আমায় বলে নি কেন? এ তো সামান্য কথা! ডাকো—ডাকো তাকে, আমি এখনি তার হাতে রাজ্য তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে বাণপ্রস্থে চ'লে যাচ্ছি। আহা, সে আমার কনিষ্ঠ সহোদর, তাকে কি আমি বঞ্চিত করতে পারি? না—না, আমি কখনই তা পার্‌বো না রাণী!

সত্যবতী। কিন্তু মহারাজ! সে যে চরিত্রভ্রষ্ট—স্বেচ্ছাচারী; তার হস্তে রাজ্যভার তুলে দিলে সোনার অযোধ্যা যে ছারখার হবে। প্রকৃতিপুঞ্জের ব্যথার নিঃশ্বাসে, ওগো সরলপ্রাণ রাজা! তোমার

ত্যাগের পথ যে বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে। একটা রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের কবলে পুত্রসম প্রিয়তম প্রজাদের তুলে দিয়ে কোথায় গিয়ে শান্তিতে বাস করবে? অত্যাচারীর পীড়নে জর্জ্জরিত হ'য়ে তারা যে ব্যাকুল-কণ্ঠে কাঁদ্‌বে।

রুক্মাঙ্গদ। তা হ'লে আমায় কি কর্‌তে বল রাণী? ভ্রাতাকে আমার বঞ্চিত কর্‌বো? না—না, আমি তা পার্‌বো না। তুমি জান না সত্যবতী, ভাই কত আপনার বস্তু! এ পৃথিবীতে তার যে তুলনা হয় না। রাণী! তুমি ভেবো না; রুদ্র আমার ভাই, রাজ্য পরিচালনা কর্‌তে সে নিশ্চয়ই পার্‌বে। আমি তাকে রাজ্য দেবোই দেবো।

সত্যবতী। এই কি রাজার কর্ত্তব্য? স্নেহের বশবর্ত্তী হ'য়ে একজনের সন্তোষবিধানে শত সহস্র সন্তান-সন্ততিদের তুমি কাঁদাবে রাজা? রাজার রাজনীতিতে এমন পক্ষপাতের তো কোন বিধান নেই। তুমি রাজা—শাসনকর্ত্তা! দৃঢ় হও! উচ্ছৃঙ্খল ভাইকে শাস্তি দাও—তার কলুষিত চরিত্রকে সৎপথে টেনে নিয়ে এসো; নইলে যে তোমার পবিত্র পিতৃকুলে কলঙ্কের ধ্বজা উড়্‌বে—তার জন্য বংশের গৌরবমণ্ডিত শির অবনত হ'য়ে পড়্‌বে—অযোধ্যা শ্মশান হবে। তাই বল্‌ছি রাজা, শুধু স্নেহ দিয়ে তার স্পর্দ্ধাকে বাড়িয়ে তুলো না, শাসনের বেত্রাঘাতে তাকে আদর্শ মানুষ ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর।

রুক্মাঙ্গদ। দয়াময়! এ আবার কি সৃষ্টি-রহস্য? এ সঙ্কটে আমায় রক্ষা কর শ্রীহরি! সত্যই যদি রুদ্র আমার উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে থাকে, তবে তাকে সুমতি দাও—জ্ঞান দাও, আমি আর কিছুই চাই না।

সত্যবতী। ওই—ওই বুঝি দেবর এসে পড়্‌লো! নিরস্ত্র তুমি, আত্মরক্ষা কর্‌বে কি ক'রে মহারাজ?

রুক্মাঙ্গদ। শ্রীহরি আছেন, তিনিই রক্ষা কর্‌বেন রাণী!

উত্তেজিতভাবে রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। শ্রীহরির আর সে ক্ষমতা নেই অযোধ্যাপতি!

রুক্মাঙ্গদ। এ কি! রুদ্র? এ কি মূর্ত্তি তোমার ভাই?

রুদ্রাঙ্গদ। রাজ্য চাই—রাজ্য চাই!

রুক্মাঙ্গদ। এসো—এসো রুদ্র! একটীবার তুমি আমার বুকে এসো; অনেক দিন হ'লো তোমায় বুকে নিই নি!

রুদ্রাঙ্গদ। না—না, আমি আজ স্নেহের আলিঙ্গন নিতে আসি নি—আশীর্ব্বাদও চাই না; এসেছি রাজ্য নিতে। রুদ্র আজ ক্ষিপ্ত—উদ্‌ভ্রান্ত—সৌভাগ্যের সুখ-স্বপ্নে আত্মহারা; আমি এখন সৃষ্টির স্বতন্ত্র। বল আর্য্য, রাজ্য দেবে কি না?

রুক্মাঙ্গদ। দেবো—দেবো রুদ্র, আমি তোমায় অম্লানবদনে রাজ্য ছেড়ে দেবো; কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার চরিত্র সংশোধন করতে হবে—মানুষ হ'তে হবে। আচারভ্রষ্ট কদাচারী যে, তার হাতে রাজ্যভার তুলে দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নয়; তাতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে না, বরং ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হবে। চরিত্র সংশোধন কর—বংশের সুনাম রক্ষা কর!

রুদ্রাঙ্গদ। বটে? তা হ'লে স্বেচ্ছায় রাজ্য দেবে না?

রুক্মাঙ্গদ। না—না, প্রকৃত রাজার মত রাজা না হ'লে রাজ্য

কখনই পাবে না মূর্খ ! মনে রেখো রুদ্র, রাজসিংহাসনে উপবেশন করা ছেলেখেলা নয়—রাজসিংহাসন ছেলের হাতের খেল্‌না নয়। সেখানে কত দায়িত্ব—কত কর্ত্তব্য—কত বিচার। রাজার বিলাস-ব্যসনের জন্য রাজসিংহাসন সৃষ্টি হয় নি—প্রজার রক্তশোষণ কর্‌তে রাজ-ঐশ্বর্য্য নয়। মানুষ হও—প্রকৃত মানবত্বের পরিচয় দাও, তারপর রাজ্য নিও ; এ আর বেশী কথা কি ?

সত্যবতী। দেবর ! দেবর ! এ কি তোমার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ? কই, তুমি তো এমন ছিলে না ! দাদা-অন্ত প্রাণ যে তোমার ! কত-দিন যে তুমি বলেছিলে, দাদাই আমার সব, আমি কিছুই জানি না।” আজ জানি না, কার প্ররোচনায় তুমি নূতনত্বের সৃষ্টি কর্‌তে উদ্যত হয়েছ। বল দেবর, কে তোমায় এ শিক্ষা দিলে—কে তোমার সুনির্ম্মল চরিত্রে উগ্র বিষের ধারা ঢেলে দিলে—কার কুটীল কটাক্ষে আজ তুমি ভ্রাতৃদ্রোহী সেজেছ ? ছিঃ ভাই ! এই কি কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য ?

রুদ্রাঙ্গদ। আমি জগতে একটা নূতনত্বের সৃষ্টি কর্‌তে চাই—জীবনের স্বার্থকতা লাভ কর্‌তে চাই—উন্নতি চাই ! আমি বীর, দুর্ব্বলের হাতে রাজ্য শোভা পায় না। যে রাজা প্রজার অর্থ দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছে দানে যজ্ঞে ব্রতে, সে রাজার হাতে রাজ্য কখনই থাক্‌তে পারে না ; অচিরাৎ সে রাজ্যের ধ্বংস।

রুক্মাঙ্গদ। রুদ্রাঙ্গদ ! আমি সুরায় বা গণিকায় অর্থ অপব্যয় করি নি। দানে যজ্ঞে ব্রতে যদি আমার কোষাগার শূন্য হয়, তা হোক্ ; প্রজারা অনশনে যদি কাঁদে, তাই কাঁদুক্, তবু আমি জান্‌বো আমার জন্ম-জীবন সার্থক।

রুদ্রাঙ্গদ। তা হ'লে রাজ্য না দেওয়াই সঙ্কল্প ?

রুক্মাঙ্গদ। প্রকৃত রাজার মত যখন রাজা হ'তে পার্‌বে, তখনই তুমি রাজ্য পাবে। ওরে ভ্রান্ত! ওরে অজ্ঞান! এ কি তোর স্বেচ্ছাচারিতা ? তুচ্ছ রাজ্যের জন্য আজ পিশাচ সেজেছিস্ ? উঃ, কি বল্‌বো রুদ্র! বড় স্নেহে যে তোকে মানুষ করেছি; তা না হ'লে এখনি দেখিয়ে দিতাম তোর এ ঔদ্ধত্বের শাস্তি কি ভীষণ!

রুদ্রাঙ্গদ। কি, আবার তিরস্কার ? আর সম্মান রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না। হত্যা—হত্যা—ভ্রাতৃহত্যাই আজ প্রয়োজন! এক সঙ্গে তিনজনকেই হত্যা কর্‌বো;

রুক্মাঙ্গদ। আরে আরে নরাধম! আরে আরে পশু! এতদূর অধঃপতনের পথে তুই অগ্রসর হয়েছিস্ ? শোন্—শোন্ রুদ্র! পরকালের পথ অন্ধকারময় ক'রে তুলিস্ নে। পৃথিবী এত পাপ কিছুতেই সইতে পার্‌বে না। উঃ, আমি কি করেছি! জীবন্ত কালসর্পকে এতদিন দুধ-কলা দিয়ে লালন-পালন ক'রে এসেছি, এইবার সুযোগ বুঝে প্রতিপালককে দংশন কর্‌তে উদ্যত হয়েছে। বাঃ, চমৎকার সৃষ্টির নিয়ম—সুন্দর প্রতিদান! একখানা—একখানা অস্ত্র এনে দাও রাণী, আমি ওই কাল-সাপের ফণাটা কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলি—ওর প্রতিহিংসা-বৃত্তির শেষ ক'রে দিই। দেখি ওই স্বার্থপর বিবেকহীন উন্মাদের উন্মাদনাশক্তি কতখানি! দাও—দাও—একখানা অস্ত্র দাও!

রুদ্রাঙ্গদ। রাজ্য দাও বল্‌ছি—

রুক্মাঙ্গদ। আগে মানুষ হও।

রুদ্রাঙ্গদ। এতদূর স্পর্দ্ধা! উত্তম! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

অস্ত্রকরে মাধুরীর প্রবেশ।

মাধুরী। সাবধান স্বামী! নিরস্ত্র হও—

রুদ্রাঙ্গদ। মাধুরী! স্বামীদ্রোহিনী!

রুক্মাঙ্গদ। এঁ্যা, এ কি! আচম্বিতে ভীতা, ত্রস্তা প্রকৃতির বুকে জগজ্জননী মায়ের আবির্ভাব! কে, কে তুই মা দিগ্‌দিগন্তের অভয় বাণী নিয়ে বিপন্ন রুক্মাঙ্গদের সম্মুখে আবির্ভূ্তা হ'লি? তুই কি এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিণী হংসারূঢ়া মা, না কৈলাস-সুশোভিতা শঙ্করহৃদিবিলাসিনী দৈত্যবিঘাতিনী দশভূজা শিবাণী? রাণী! রাণী! দেখ—দেখ, একদিকে সৃষ্টিধ্বংসের বিরাট অভিযান, অন্য দিকে সৃষ্টিরক্ষার অপূর্ব্ব মহিমা! মা—মা—

রুদ্রাঙ্গদ। স'রে যাও—স'রে যাও মাধুরী! এখনো বল্‌ছি, আমার কার্য্যে বাধা দিও না। আজ রক্ত চাই—রক্ত চাই!

মাধুরী। রক্ত চাও—রক্ত চাও স্বামী? এ বক্ষের সবটুকু রক্ত নিংড়ে তোমায় অঞ্জলি দিচ্ছি, তবু যদি তুমি শান্ত হও—তবু যদি তোমার মতি স্থির হয়। নাও—রক্ত নাও—[স্বীয় বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও পতন।]

রুক্মাঙ্গদ। এ কি কর্‌লি হতভাগিনী! আত্মহত্যা কর্‌লি?

সত্যবতী। মাধুরী! ভগ্নী! কর্‌লি কি? অমূল্য জীবন হেলায় বিসর্জ্জন দিলি?

রুদ্রাঙ্গদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রক্তের বৈতরণী ছুটে চলেছে। যাও

—যাও মাধুরী, চ'লে যাও; আমার এ কঠোর প্রাণ তোমার জন্য একটীবারও কাঁদ্‌বে না। আজ সব ধ্বংস কর্‌বো। রত্ন! রত্ন!

রত্নেশ্বর। [নেপথ্যে] ভয় কি বন্ধু, আমি অন্তরালেই আছি।

রুদ্রাঙ্গদ। তবে আর কি, যজ্ঞ পূর্ণ হোক্—[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

দ্রুত চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। এখনো বহু বিলম্ব! দূর হ—দূর হ পশু! [পদাঘাত করিয়া অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন।]

রুদ্রাঙ্গদ। [নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।]

চিত্রাঙ্গদ। রুদ্র! রুদ্র! এ কি তোর নৃশংসতা! কনিষ্ঠ হ'য়ে জ্যেষ্ঠকে চাস্ হত্যা কর্‌তে? দূর হ—দূর হ কুলাঙ্গার! আর্য্য! তুমি একটীবার আদেশ দাও, আমি এখনি এই ভ্রাতৃদ্রোহীর শির স্কন্ধচ্যুত ক'রে ফেলি!

রুক্মাঙ্গদ। যাক্, রুদ্রকে ক্ষমা কর চিত্র! ও যে আমাদের স্নেহের সম্পদ—ভাই! যাও রুদ্র! ভয় নেই, তবে মনে রেখো এদিনের কথা।

চিত্রাঙ্গদ। সে কি আর্য্য! যে ভাই আজ স্বার্থের জন্য জ্যেষ্ঠকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তাকে ক্ষমা? না—না, তা হ'তে পারে না।

রুক্মাঙ্গদ। ক্ষমা কর্‌তেই হবে; এই জগজ্জননী মায়ের মুখপানে চেয়ে অন্ততঃ ওকে ক্ষমা কর্‌তে হবে। আমাদের জীবন রক্ষা কর্‌তে এসে মা আজ নিজের জীবন অম্লানবদনে দান কর্‌লে। বাঁচা

চিত্র, মাকে আমাদের বাঁচা ; অযোধ্যার কুললক্ষ্মী যে আজ চ'লে যায়—ফিরিয়ে আন্ ।

মাধুরী । না—না, আমি আর বাঁচ্‌তে চাই না । ওগো আমার দেবতা ! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন ; আমার মৃত্যুতে তুমি মানুষ হও ।

চিত্রাঙ্গদ । দূর হও রুদ্র ! এই মায়ের জন্য আজ তুমি বেঁচে গেলে । মনে রেখো নারকী, এ সংসারটা অধর্ম্মের রাজত্ব নয় ; ভগবানের ন্যায়-দণ্ড চিরদিন বিরাজিত ।

[রুদ্রাঙ্গদের প্রস্থান ।

রুক্মাঙ্গদ । চিত্র ! চিত্র ! আশীর্ব্বাদ করি ভাই, চিরসুখী হও । ভীতিবিহ্বল প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছি, এমন ভাই যেন এই ভারতের বুকে যুগ-যুগান্তর জন্মগ্রহণ করে । [চিত্রকে বক্ষে ধারণ ।]

চিত্রাঙ্গদ । দাদা ! [নতজানু হইল ।]

রুক্মাঙ্গদ । চল—চল রাণী, ওই দেবী-প্রতিমাকে নিরঞ্জন করতে নিয়ে চল । আজ যে চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য ক'রে বিশ্বজননী মা আমাদের কৈলাসে চ'লে যাচ্ছে । আজ প্রতিমার বিসর্জ্জন । চল—চল রাণী, চল চিত্র, সবাই মিলে কাঁদিগে চল—অজস্র নয়নধারায় মায়ের যাত্রা-পথ সিক্ত ক'রে তুলি গে চল ! ভগ্নকণ্ঠে ভগ্নপ্রাণে শুধু বল—মা—মা—মা !

[মাধুরীকে বক্ষে লইয়া সত্যবতী ও তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বশিষ্ঠ-আশ্রম।

বশিষ্ঠ তন্ময়ভাবে উপবিষ্ট, শিষ্যগণ গাহিতেছিল।

শিষ্যগণ।—

গীত।

নমি নমি নমি হে নিখিল স্বামী কমলাপতি।
সরসিজ-আসন-সন্নিবিষ্ট সূর্য্যমণ্ডল-বসতি॥
কনক-কুণ্ডল কেয়ূর-কিরীটধারী,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত ভয়হারী,
ফুল্লেন্দু-বরদকান্তি বনমালাবিভূষিতং,
া চর চিকুর কিবা জীবন-দয়িতম্,
মুনিজনসেবিত দুর্জ্জনদলিত কলুষনাশন পরম গতি॥

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। কে—কে তুমি অজ্ঞাত সুহৃদ, পূর্ণিমার সান্ধ্যাকাশে ধীরে ধীরে পূর্ণচন্দ্রের মত বিকশিত হ'চ্ছো? কে তুমি অন্তরঙ্গ বন্ধু? মলয়ানিলসঞ্চারী নৈশ পবনে কার ঐ মুরলীধ্বনি? নব নীরদবিনিন্দিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী-মূর্ত্তিতে আমার মানসপটে দেখা দিচ্ছো, কে তুমি? তুমি কি আমার আজন্মসঞ্চিত সাধনার পূর্ণময় পূর্ণানন্দ পরমেশ? এসো—এসো, কাছে এসো!

রুক্মাঙ্গদের প্রবেশ ।

রুক্মাঙ্গদ । প্রণিপাত চরণে আচার্য্য !

বশিষ্ঠ । কল্যাণমস্তু ! মহারাজ রুক্মাঙ্গদ ?
এসো—এসো ভক্তশ্রেষ্ঠ !

রুক্মাঙ্গদ । হে গুরু ! আদিত্যবংশের শুভকামী,
আসিয়াছি তব পাশে জানিতে বারতা,
কতদিনে পূর্ণ হবে মোর
শ্রীহরিবাসর ? কত দিনে
মানসরঞ্জনে হেরিব নয়নে ?
প্রাণ উচাটন—উদ্বেল বাসনা,
কত দিনে অতীন্দ্র অতুলানন্দ
মধুর মুরলিতানে
মাতাইবে অযোধ্যার আকাশ বাতাস ?
কহ গুরু—অন্তর্য্যামী তুমি,
কবে মোর সে বাসনা
হইবে সফল ? যত দিন যায়,
উদ্দাম বাসানস্রোত তত বৃদ্ধি পায় ।
হায় গুরু, কবে তাঁর পাইব দর্শন ?

বশিষ্ঠ । হে রাজন ! নাহি হও উচাটন ;
পূর্ণ হবে তব শ্রীহরিবাসর,
পাবে ত্বরা তাঁর দরশন ।

রুক্মাঙ্গদ পাইব দর্শন তাঁর ?

রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। আকাশ-কুসুম সম
কল্পনা তোমার অযোধ্যা-ঈশ্বর !
রুদ্রাঙ্গদ থাকিতে জীবিত,
অযথা অন্যায়ভাবে
অর্থব্যয় দিবে না করিতে,
আর নাহি দিবে একজন
দুর্ব্বলের করে ছাড়ি রাজ্যভার।

চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। আর চিত্রাঙ্গদ থাকিতে জীবিত,
নাহি দিবে রাজ্যভার
একজন সুরাপায়ী দুরন্ত দানবকরে।
লজ্জাহীন ঘৃণিত কুক্কুর !
এসেছ কোথায় তুমি
পাপপূর্ণ মূর্ত্তিখানি ল'য়ে ?
এ যে হয় গুরুগৃহ—পুণ্য-প্রতিষ্ঠান ;
হের হেথা পবিত্রতা কি ভাবে রাজিছে !
আর ওই চেয়ে দেখ—
জটাজুট-বিলম্বিত
গৈরিক বসনাবৃত মূর্ত্তিমান কাল।

রুদ্রাঙ্গদ। কালে মোর নাহি ডর,
কাল চেয়ে আমি ভয়ঙ্কর।
রুক্মাঙ্গদ। রুদ্র! এখনো মানুষ হ'লে না তুমি?
জাগে প্রাণে বড় অনুতাপ।
হে আদিত্য কুলস্রষ্টা!
দাও গো সুমতি মোর স্নেহের অনুজে।
কর আশীর্ব্বাদ গুরু!
হয় যেন সুমতি তাহার।
চিত্রাঙ্গদ। না—না আর্য্য! মহাপাপী দুরাচার,
ওর প্রতি নাহি স্নেহ নাহি মায়া আর।
ভ্রাতা হ'য়ে ভ্রাতৃনাশে
যেবা হয় বদ্ধপরিকর,
প্রাণদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি তার।
রুক্মাঙ্গদ। ওরে চিত্র! স্নেহের সম্পদ
রুদ্রাঙ্গদ মোর;
দণ্ডদান তারে নহে তো সহজ!
চিত্রাঙ্গদ। দণ্ড নাহি দিলে, দিন দিন
নব নব অনাসৃষ্টি করিবে সৃজন,
সুবর্ণপ্রসূতা এই অযোধ্যানগরী
অচিরাৎ হইবে শ্মশান;
দিকে দিকে মর্ম্মভেদী
আর্ত্তনাদ উঠিবে সঘনে,

অশ্রান্ত ঝঙ্কারময়ী
পুণ্যতোয়া সরযূর নীলাম্বুজ হ'তে
বিশ্বনাশি হলাহল উঠিবে উথলি,
পাখীর ললিত তানে অগ্নিবৃষ্টি হইবে বর্ষণ।
হে রাজন! পুনঃ কহি, ভ্রাতা বলি
যেই পাপাচারী রাখে নি সম্বন্ধ,
ক্ষুধিত শার্দ্দূল সম যেই জন
চাহে সদা ভ্রাতার শোণিত,
হিতাহিত নাহি জ্ঞান যার,
তারে ক্ষমা অসম্ভব!

রুক্মাঙ্গদ। ওরে ভ্রাতৃগতপ্রাণ চিত্রাঙ্গদ!
স্নেহ যে সদাই ধায় নিম্ন অভিমুখে,
প্রকৃতির সহস্র আঘাতে
ঊর্দ্ধমুখী নাহি হয় কভু!

চিত্রাঙ্গদ। হে আর্য্য! রুদ্রাঙ্গদ ভ্রাতৃদ্রোহী,
কেন ক্ষমা তার প্রতি?

বশিষ্ঠ। হায় হায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায় এ কি ব্যবধান!
স্বার্থ তরে মানবত্বনাশ—
ঐক্যের নিধন—বৃহত্ত্বের বলিদান?
যে দেশ ভুলেছে ভায়ে,
ভুলিয়াছে ভ্রাতৃস্নেহ—বংশের মর্য্যাদা,
সে দেশের ধ্বংসক্ষণ অদূরে আগত।

রুদ্রাঙ্গদ। হে রাজন্ ! নিরুত্তর কেন ?
কহ, দিবে কি না দিবে রাজ্য ?

চিত্রাঙ্গদ। আর্য্য ! নিদারুণ অপমান সহিছ নীরবে ?
যাহারে স্নেহের দানে
শৈশব তুফান হ'তে তুলিলে পুলিনে,
যাহারে দেখালে তুমি
পৃথিবীর চন্দ্র সূর্য্য তারকার দল,
সেই খল আজি ভুলি কৃতজ্ঞতা,
ভুলে গিয়ে অগ্রজের
স্নেহসিক্ত মধুময়ী করুণা অপার
দেখায় আরক্ত আঁখি তোমার সম্মুখে !
কিন্তু এমনি কোমল তুমি এমনি উদার,
চিরমুক্ত রাখিয়াছ স্নেহের দুয়ার।
না—না, মুছে ফেল কোমলতা ;
আমারে আদেশ দাও—দাম্ভিকের ওই
দর্পোন্নত শির অবিলম্বে স্কন্ধচ্যুত করি
ফেলে দিই সাগরের জলে।
ওরে পাপী, কাহারে কহিস্ কিবা ?
সমগ্র জগৎ তোরে দানিবে থুৎকার।

রুদ্রাঙ্গদ। সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার অন্তর ;
আমার সহায় সদা দেবেন্দ্র বাসব,
নাহি ডরি এ জগতে কারে।

রুক্মাঙ্গদ। চমৎকার! দেবতা সহায়
তুচ্ছ এ মানবে নাশিতে!
সুন্দর দেবত্ব—সুন্দর মহিমা তার!

চিত্রাঙ্গদ। কহেছি তোমারে আর্য্য সে কাহিনী,
কি ভাবে দেবতা হায়
হারাইল দেবত্ব তাহার।

রুক্মাঙ্গদ। বুঝেছি অনুজ! শ্রীহরিবাসর-ব্রত
করি সম্পাদন, লভি যদি
ভবিষ্যতে স্বর্গের আসন,
তাই উচাটন দেবেন্দ্র বাসব—
উদ্যত হয়েছে হায় আমারি বিনাশে।
স্বার্থান্ধ দেবেন্দ্র! মুছে ফেল
সেই ভীতি অন্তর হইতে,
স্বর্গের প্রয়াসী নহে অযোধ্যা-ভূপাল—
প্রয়াসী যে শ্রীহরিচরণ।

চিত্রাঙ্গদ। ওরে মূর্খ অকৃতজ্ঞ!
কি করিবে দেবেন্দ্র বাসব?
ধর্ম্ম যথা আছে, তথা কি
থাকে রে কভু পাপের প্রভাব?
ধর্ম্মবলে হ'য়ে বলীয়ান, দীপ্তনেত্রে
স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইব প্রবল তুফানে।
কি করিবে দেবেন্দ্রের তুচ্ছ শক্তি?

শোন্ দুরাচার ! কহি শেষবার—
চাস্ যদি হেরিবারে
পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-কলাপ,
থাকে যদি প্রাণের মমতা,
ক্ষমা চা' রে জ্যেষ্ঠ পাশে
দন্তে তৃণ ধরি ; নতুবা—

রুদ্রাঙ্গদ। নতুবা ?

চিত্রাঙ্গদ। স্কন্ধচ্যুত হইবে মস্তক,
চূর্ণ হবে তোর পাপের বাসনা।

রুদ্রাঙ্গদ। উত্তম। দেবরাজ ! দেবরাজ !
কোথা তুমি হও হে সহায়।

রত্নেশ্বর। [নেপথ্যে] ভয় নাই !
পাঠাইনু মহাবজ্রে নাশিতে অরিরে।

[সহসা বজ্রধ্বনি]

রুক্মাঙ্গদ। ওকি ! ওকি ! মুহুর্মুহু বজ্রের নিনাদ !
বজ্রপাত হয় বুঝি অযোধ্যা বিনাশে।

[পুনঃ বজ্রধ্বনি]

আবার ! আবার !
গুরু ! কর্ণধার ! নাশিতে মানবে
দেবতার এ কি অবিচার ?
চিত্রাঙ্গদ ! কাজ নাই ভাই
দেবতার সনে বাদ-বিসম্বাদে,

অকালে অযোধ্যা মোর হইবে শ্মশান,
তার চেয়ে রক্ষা হোক্ অযোধ্যানগর।
রুদ্র! রুদ্র! ধর এই স্বুবর্ণ-মুকুট!
রক্ষা কর এ অযোধ্যা
দেবতার কোপানল হ'তে।

[রুদ্রাঙ্গদকে রাজমুকুট প্রদান।]

বশিষ্ঠ। এ কি রুক্মাঙ্গদ!
কাঁদাইতে অযোধ্যার প্রকৃতিপুঞ্জেরে
দিলে রাজ্য একজন পিশাচের করে?

রুক্মাঙ্গদ। গুরু! গুরু! রুদ্রাঙ্গদ কনিষ্ঠ আমার,
তার কাছে তুচ্ছ গণি সাম্রাজ্য আমার।

রুদ্রাঙ্গদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম।
যাই এবে রাজ্যময় করিগে ঘোষণা,
আজি হতে রুদ্রাঙ্গদ অযোধ্যার রাজা।

[প্রস্থানোদ্যত]

চিত্রাঙ্গদ। [বাধা দিয়া] কোথা যাও দুরন্ত দানব
অবহেলে লভিয়া অমৃত?
রেখে যাও স্বুবর্ণ-মুকুট—
পুণ্যময় দেবের সম্পদ।
কোন্ পুণ্যফলে
আজি তুমি অধিকারী হইবে উহার?
রাখো—রাখো উহা জ্যেষ্ঠের চরণে।

এ কি, রাখিবে না তবু ?
আরে আরে স্বার্থপর পাপী—

[রাজমুকুট কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলে রুদ্রাঙ্গদ অস্ত্র দ্বারা বাধাপ্রদান করিল।]

রুদ্রাঙ্গদ। কোথায় দেবেন্দ্র, নীরব কি হেতু ?

[সহসা বজ্রধ্বনি]

রুক্মাঙ্গদ। ওই—ওই বজ্রপাত,
গেল—গেল বুঝি অযোধ্যানগর।
চিত্রাঙ্গদ! চিত্রাঙ্গদ!
কাজ নাই মোর স্বুবর্ণ-মুকুটে।

বশিষ্ঠ। নাহি ভয় বজ্রপাতে ;
ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ তুমি হে রাজন!
কই, কোথা তুমি ধর্ম্ম মহাবল,
রক্ষা কর আশ্রিতে তোমার।

ধর্ম্ম। [নেপথ্যে] মাভৈঃ! মাভৈঃ!

চিত্রাঙ্গদ। সত্য—সত্য! নাহি ভয় পুণ্যের
অর্চ্চনাপথে ; নাহি ভয় দেবগৃহে
যজ্ঞাগারে আর এই গুরুর আশ্রমে।
পড়িবে না বজ্র আর নাশিতে মোদের।
দে—ফিরে দে রে পাপী পুণ্যের সম্ভার!

[রাজমুকুট রুদ্রাঙ্গদের হাত হইতে কাড়িয়া লইল, বশিষ্ঠ রুক্মাঙ্গদের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন।]

বশিষ্ঠ। চল বৎস! পুণ্যতোয়া
সরযূর তীরে, অবগাহি সেথা
পুনঃ অভিষেক হোক্ তব আজি।

[রুদ্রাঙ্গদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রুদ্রাঙ্গদ। অপমান—তীব্র অপমান!
নাহি হ'লো পূর্ণ মনস্কাম।
ইন্দ্র! ইন্দ্র! কোথা তুমি?

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম।—

গীত :

সে যে পালিয়ে গেছে অনেক দূরে আঁৎকে উঠে ভয়ে।
তার হাতের বজ্র পড়্লো খ'সে না জানি কার জয়ে।
ধর্ম্মবলে সবাই বলী খাট্‌লো না তার জারিজুরি,
প্রাণ বাঁচাতে ডুব দিয়েছে বোঝা গেছে বাহাদুরী,
আর কেন তার আশে থাকিস্ পথের পানে চেয়ে॥

[প্রস্থান।

রুদ্রাঙ্গদ। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ চাই!
চাই ওই অযোধ্যার রাজসিংহাসন;
শোণিতে করিব সিক্ত সমগ্র নগরী,
তবু—তবু চাই রাজসিংহাসন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে সভয়ে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গীত।

ওরে বাবা রে, কোথা যাবো রে?
ওই আস্‌ছে ছুটে গদাই ঠাকুর বিষম গদা ঘাড়ে ক'রে॥
ধর্‌লে বুঝি ধর্‌লে, আমাদের প্রাণে বুঝি মার্‌লে,
ওই বাঁই-বাঁই-বাঁই ঘোরায় গদা, চল্‌ চল্‌ চল্‌ পালাই ঘরে॥

[পলায়ন।

গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গদাধর শর্ম্মার প্রবেশ।

গদাধর। বাঁই-বাঁই-বাঁই! আজ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড করবো। কিন্তু হায়-হায়-হায়, এমন গদা থাক্‌তেও জগদম্বারূপিণী গিন্নীকে আর কুলমুষল ষষ্ঠীচরণকে কিছুতেই সোজা কর্‌তে পার্‌ছি নে। উল্‌টে এ গদা আমারি পিঠে পড়্‌লো!

দ্রুত ষষ্ঠীচরণের প্রবেশ।

। বাবা! ও বাবা!

গদাধর। কেন বাবা শ্রীমান গদাধরনন্দন? সেদিন তো গদা দেখ্‌তে চেয়ে বেশ তো আমার পিঠে ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছিলে।

আজ আবার কি মতলবে এসেছ ধন ? আমার ষষ্ঠীচরণ চিরজীবেষু—অল্প বয়েসে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি সৎ বিদ্যায় পারদর্শী—চণ্ডু চরস মদ ইত্যাদি বিষম বিষম নেশা করণীয়েষু ! বল গোপাল, আজ এত আব্দার জমাচ্ছ কেন ?

ষষ্ঠীচরণ। দেখ বাবা—

গদাধর। বল মাণিক, আমি তো আর কাণের মাথা খাই নি !

ষষ্ঠীচরণ। দেখ, মা বল্‌লে, মিন্সে আজ এলে—হ্যাঁ বাবা ! মিন্সে কে বাবা ? হিঃ-হিঃ-হিঃ !

গদাধর। দেখ্‌ছো—দেখ্‌ছো, হারামজাদার আক্কেলখানা একবার দেখ্‌ছো ! আমার সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা ! দেখ্ ষষ্ঠে ! পালা বল্‌ছি, নইলে গুষ্ঠিশুদ্ধু নির্ব্বংশ ক'রে ছাড়্‌বো—যাচ্ছে-তাই ক'রে ফেল্‌বো—

ষষ্ঠীচরণ। কি, তুমি আমায় মার্‌বে না কি ?

গদাধর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, জানিস্ আমায় গদায় পেয়েছে—

চন্দ্রমণির প্রবেশ।

চন্দ্রমণি। এই যে বাবা ষষ্ঠীচরণ, তুমি এখানে রয়েছ মাণিক ? আর আমি তোমায় কত খুঁজছি। যাক্, ভালই হ'লো। এই যে মিন্সেও এখানে। হ্যাঁগা, তোমার কি আক্কেল ? পূজো আচ্ছ্রয় ছেড়ে দিয়ে একটা গদা নিয়ে মেতে উঠেছ ? ওমা, এ কি কাণ্ড গো ! লোককে পেঁচোয় পায়—ভূতে পায়—পেত্নীতে পায়, তোমায় কি না গদায় পেলে ?

গদাধর। গদা নয়—গদা নয় গিন্নী ! ইনি হ'চ্ছেন পুণ্যের

হামানদিস্তে। দেখ্‌বে এই গদার ঠ্যালায় ধনদৌলতের কারখানা! এইবার যুদ্ধ কর্‌বো—রাজা হবো। তুমিও রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধারণ কর; কিসের লজ্জা—কিসের ভয়?

চন্দ্রমণি। না—নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। মা বেহ্মা! রক্ষে কর্ মা! হ্যাঁগা, আজ যে আমার ষষ্ঠীচরণকে দেখ্‌তে এসেছিল; তুমি বাড়ীতে না থাকায় ভদ্রলোকেরা ফিরে গেল। তবে ছেলে দেখে গেছে—

গদাধর। এ্যাঁ, তাই না কি? বেশ—বেশ, শুনে সুখী হ'লুম। আহা, এমন সোণার চাঁদ ছেলের বিয়ে না দিলে হয়! কেবলই বিয়ে বিয়ে ক'রে বাছা আমার আত্মহত্যা কর্‌তে চায়।

ষষ্ঠীচরণ। সত্যি বাবা, তারা আমায় দেখ্‌তে এসেছিল। শালারা আবার আমায় ডাক ধরেছিল।

গদাধর। তুমি ডাক বল্‌তে পেরেছিলে মাণিক? তা তো পার্‌বেই! দু'দিন পাঠশালে যেতে না যেতে তোমার বিদ্যের দৌড় দেখে গুরুমশায় অর্দ্ধচন্দ্র দান কর্‌লেন।

ষষ্ঠীচরণ। হ্যাঁ, আমি বল্‌তে পেরেছিলুম—ভারী শক্ত ডাক।

গদাধর। কি ডাক ধরেছিল চাঁদ?

ষষ্ঠীচরণ। বল্‌লে তোমরা ক' সহোদর?

গদাধর। তুমি কি বল্‌লে?

ষষ্ঠীচরণ। বল্‌লুম তিন সহোদর।

গদাধর। সে কি?

ষষ্ঠীচরণ। কেন? আমি, মা আর তুমি!

গদাধর। উচ্ছন্নয় যাও!

চন্দ্রমণি। দেখ, ছেলেটাকে অমন ক'রে গাল দিও না বল্‌ছি, এখুনি মজা দেখিয়ে দেবো। তোমার চেয়ে ওর পেটে ঢের বিদ্যে আছে।

গদাধর। দেখেছ এই গদা—

ষষ্ঠীচরণ। আঃ, শোন না বাবা! আবার বল্‌লে, বল তো খোকা! তোমাদের বাড়ীতে ক'জন চাকর-চাকরাণী আছে? আমি বল্‌লুম দু'জন আছে, একজন তুমি—একজন মা; ব্যস!

গদাধর। গিন্নী! গিন্নী! শীগ্‌গির ক'রে হরির তলার মাটি এনে তোমার গোপালকে খাইয়ে দাও, নইলে আর বাঁচবে না। আহা-হা, কি টন্‌টনে জ্ঞান—যেন স্বয়ং বৃহস্পতি।

ষষ্ঠীচরণ। আবার বল্‌লে কি, খোকা! তোমার নাম কি? আমি বললুম, আমার নাম শ্রীষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মা; বল্‌লে পিতার নাম কি? আমি বললুম, ৺গদাধর চন্দ্র।

গদাধর। কি—কি, আমি ঈশ্বর? ওরে ব্যাটা, এই আমি জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছি, আর আমি ঈশ্বর?

ষষ্ঠীচরণ। যাও—যাও, ঈশ্বর ব'লে তোমার কত মান রেখেছি! জান, ঈশ্বর কত বড়?

গদাধর। নাঃ, এ ব্যাটা একবারেই আকাট! [স্বগত] আর এখানে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। কি জানি, সেদিনের মত যদি ধমাধ্বম জুড়ে দেয়। যাই দেখি, ছোট রাজকুমার আমায় কি জন্য ডেকেছেন। [প্রকাশ্যে] যা ব্যাটা তুই, যা ইচ্ছে কর্। বাঁই-বাঁই-বাঁই—

[গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান।

চন্দ্রমণি। ও মিন্সে! ও মিন্সে! ও মা, কোথায় চ'লে গেল গা? ওগো, আমার কি হ'লো গো—কর্ত্তাকে যে গদায় পেয়েছে গো—

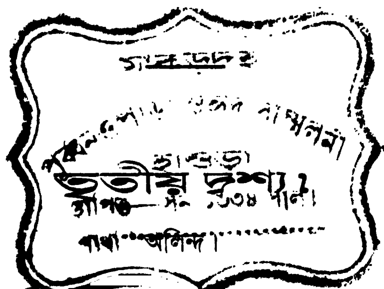
[প্রস্থান।

ষষ্ঠীচরণ। ব্যস্, এইবার সত্যিই বিয়ে হবে আমার!

গীত।

বাবাকে করবো বাড়ীর চাকর, মাকে করবো দাসী।
বেড়াবো বৌকে নিয়ে নদীর ধারে, সে খাট্‌বে কেন বেশী॥
বাবা খড় কাট্‌বে গরু চরাবে আর কাট্‌বে ঘাস,
মা রাঁধবে বাসন মাজ্‌বে, বাড়ীর কাজ করবে বার মাস,
যে বল্‌বে আমার বউকে কোন কথা, হাতে তার নেবো মাথা,
বেশী কাজ করলে পরে বোয়ের হবে সর্দ্দি কাশী॥

[প্রস্থান।



চিন্তামগ্ন রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। রত্ন! রত্ন! ছদ্মবেশী দেবরাজ! কই, কোথায় গেল সে! আমায় নরকের অন্ধকার দেখিয়ে কোথায় সে চ'লে গেল? কে—কে ওই কৃষ্ণবর্ণা রুক্ষকেশা দীনা কঙ্কালসার নারী ছায়ার মত আমার পেছু নিয়ে আছে? কে, মাধুরী! তুমি? এখনো তুমি

আমায় ফেরাতে চাও ? না—না প্রেয়সী ! বেঁচে থেকে যখন পার নি, তখন ম'রে গিয়ে কায়াহীন মূর্ত্তিতে এসে আমায় ফেরাতে পার্‌বে না। ও কি—ও কি !

গীতকণ্ঠে মাধুরীর ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব।

ছায়ামূর্ত্তি।—

গীত।

যাই আঁধারে ভাসিয়া—
আঁধারে কাঁদিয়া, আঁধারের পথ বাহিয়া।
হেথাকার মাটি হেথাকার হাওয়া, আনে যে আমারে টানিয়া॥
কায়াহীন তনু মায়ারি তাড়নে,
কাঁদে নিশিদিন আপনার মনে,
প্রিয় হ'তে প্রিয় হয় এই স্থান, কেমনে যাবো গো ভুলিয়া॥

[অন্তর্দ্ধান।

রুদ্রাঙ্গদ। মাধবী ! মাধবী ! তুমি মানবী ছিলে না দেবী ছিলে, আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। স্বার্থের দুশ্চিন্তায় আমি তোমায় ভুলে গিয়েছি। এখনো মনে পড়ে তোমার সেই বিষাদ-পাণ্ডু মুখখানা ; কিন্তু না—না, চ'লে যাও—চ'লে যাও, আর আমার কাছে এসো না ; আমি তোমার স্বামী নই, রাক্ষস—পিশাচ—দানব !

ধর্ম্মাঙ্গদের হস্ত ধরিয়া সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। দেবর !

রুদ্রাঙ্গদ। একি, রাজরাণী ! কি চাও ?

সত্যবতী। চাই তোমায় সুখী করতে। যে বুক হ'তে অবিরত স্বর্গের সুধা ঝ'রে পড়েছে, সে বুক আমি পাষাণ দিয়ে গড়্‌তে পারবো না। যার জন্য কত বিনিদ্র নিশা অপলকনয়নে অভিষিক্ত করেছি—যার জন্য কত নিবেদনের অর্ঘডালা প্রতিনিয়ত দেবতার চরণে অর্পণ করেছি, আমি যে তার দুঃখ সইতে পার্‌বো না দেবর!

রুদ্রাঙ্গদ। মায়াবিনী নারী তুমি। তুমিই আমার সুখের পথের কণ্টক; তোমারি প্ররোচনায় আমি রাজ্যলাভে বঞ্চিত হয়েছি। আজ তার প্রতিশোধ নেবো মহারাণী! সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত! এখনি তোমার পুত্রকে হত্যা ক'রে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌বো।

সত্যবতী। তুমি ধর্ম্মাঙ্গদকে হত্যা কর্‌বে কেন? তোমায় হত্যা কর্‌তে হবে না, আমিই স্বহস্তে তাকে হত্যা ক'রে তোমার ভবিষ্যতের সুখের পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছি। তুমি যদি এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর জীবন নিয়ে সুখী হও—শান্তি পাও, তাই নাও দেবর! আমি দশ ও দেশের কল্যাণে আমার একটী পুত্রকে হত্যা ক'রে সহস্র সহস্র পুত্র-কন্যার জীবন রক্ষা কর্‌বো। ধর্ম্মাঙ্গদের মৃত্যুতে আমার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু ঝর্‌বে না—একটী ব্যথার নিঃশ্বাসও পড়্‌বে না—ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অন্তরের কোন অভিশাপই তোমার দিকে ছুটে যাবে না,—আশীর্ব্বাদের বিজয়-তিলক তোমার ললাটে পরিয়ে দেবো।

রুদ্রাঙ্গদ। তবে দাও মহারাণী তোমার পুত্রকে, আজ ওকে হত্যা ক'রে আমার সিংহাসনলাভের বোধন বসাই।

সত্যবতী। এই নাও—এই নাও আমার বক্ষরত্নকে, আমি সানন্দে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। যাও তো বাবা তোমার কাকার সঙ্গে—

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা!—মা!

সত্যবতী। আমি পাষাণী—রাক্ষসী! অযোধ্যা রক্ষা হোক্—আমার শ্বশুরকুলের গৌরব চির-অক্ষুণ্ণ থাকুক্। ধর দেবর! [ধর্ম্মাঙ্গদকে রুদ্রাঙ্গদের হস্তে অর্পণ।]

রুদ্রাঙ্গদ। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

[ধর্ম্মাঙ্গদকে লইয়া প্রস্থান।

সত্যবতী। নিয়ে গেল! অন্তর! তুমি উদ্বেলিত হ'য়ো না; ওরে নয়নের জল! কেন তুই উথ্‌লে উঠ্‌ছিস্? এসো—এসো ভগবান! আমার এই দীর্ণ বুকে শ্রাবণের জলধারার মত শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও, আমি পুত্রশোকের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে তোমারি চরণ লক্ষ্য ক'রে ছুটে যাই। ধর্ম্মাঙ্গদ! না—না, ধর্ম্মাঙ্গদ নাই—ধর্ম্মাঙ্গদ নাই! সত্যবতী! সত্যবতী! তুমি পাষাণ হও—পাষাণ হও!

গীতকণ্ঠে অলোকের প্রবেশ

অলোক

গীত।

শান্তির বারিধারা ওই আসে নামিয়া।
কে আছিস্ তৃষিত আয় ওরে ছুটিয়া॥
কেন আর হাহাকার, কেন ছুটোছুটি আর,
ওই যে মেঘের ডাক, বারিপাত মনে রাখ্,
শুষ্ক মরুতে নদী ওই যায় বহিয়া॥

আসন টলেছে তাঁর, ল'য়ে সাথে জলভার,
এসেছে অমরা হ'তে প্রেমময় প্রেমাধার,
অসার সাধন ফেলে, আয় আয় আয় চ'লে,
সময় চলিয়া গেলে আসিবে না ফিরিয়া ॥

সত্যবতী। কে—কে তুমি বাবা, আমার ব্যথাদগ্ধ প্রাণের ভিতর অমরার শান্তিধারা ঢেলে দিলে? বল, কে তুমি?

অলোক। আমি অতি গরীবের ছেলে মা!

সত্যবতী। তোমার নাম কি বাবা?

অলোক। নাম আমার অলোক।

সত্যবতী। অলোক? বেশ নাম। বল বাবা, তুমি কি চাও?

অলোক। দেখ মা, আমি এ সংসারে কাউকে মা ব'লে ডাক্‌তে পাইনে। অনেক দিন হ'তে মা আমার আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে। মা ব'লে ডেকে অনেকের কাছে যাই, কিন্তু পাছে আমায় কিছু দিতে হয়, এই ভয়ে কেউ আমায় আশ্রয় দেয় না—দূর্-দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

সত্যবতী। আহা! এমন পাষাণী জগ্‌তে আছে, মা ডাকে প্রাণ গ'লে যায় না? ভগবান! কেন তুমি তাকে মায়ের আসনে বসিয়েছ? ওরে মাতৃহীন কাঙ্গাল ছেলে! তুই আমায় মা' ব'লে ডাক্, আমার হারানিধির সবটুকু যন্ত্রণা ভুলে যাই। তুই যেই হোস্ না কেন, তোর জন্য আমার স্নেহ-দুর্গের দ্বার চির-উন্মুক্ত ক'রে রাখবো। ডাক্—ডাক্ আমায়, 'মা' ব'লে ডাক্!

অলোক। মা!—মা!

সত্যবতী। আবার ডাক্—আবার ডাক্; আমি যে ও ডাক শুন্তে বঞ্চিত হয়েছি বাবা!

অলোক। কি হয়েছে মা তোমার?

সত্যবতী। কি হয়েছে? না—না, আমার কিছুই হয় নি।

অলোক। হয়েছে বই কি! তোমার মুখখানা দেখে আমি বুঝ্তে পার্ছি।

সত্যবতী। না—না, কিছুই হয় নি! যেটুকু হয়েছিল, আবার তা ফিরে পেলুম। আর দুঃখ নেই—জ্বালা নেই! আয় বাবা, আমার সঙ্গে আয়।

[অলোক সহ প্রস্থান।

উন্মত্ত রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। দিলি নে—দিলি নে রাক্ষসী, আমার যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে দিলি নে? ধর্ম্মাঙ্গদকে আমার হাত হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে গেলি! উঃ, এ কি তোর শত্রুতা! কই—কই, কোথায় ধর্ম্মাঙ্গদ—[প্রস্থানোদ্যত]

প্রেতমূর্ত্তি মাধুরীর আবির্ভাব।

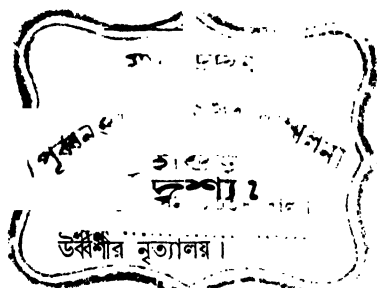
মাধুরী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রুদ্রাঙ্গদ। এসেছিস্—এসেছিস্ শয়তানী? ওঃ, কি বিকট মূর্ত্তি! চোখ দু'টো দিয়ে যেন অনল নির্গত হ'চ্ছে! স'রে যা—স'রে যা, আর তোকে শত্রুতা কর্তে হবে না। বল্—বল্, কোথায় গেল ধর্ম্মাঙ্গদ? আমি যে তাকে হত্যা কর্বো—

মাধুরী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এখনো পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ কর স্বামী!

রুদ্রাঙ্গদ। পাপ সঙ্কল্প ? স্বার্থের সেবায় পাপ ? না—না, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; পার্‌বি নে তোর ওই বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিয়ে আমার উন্মত্ত লালসার গতিরোধ কর্‌তে ! আয়—আয়, তোকেই আগে হত্যা করি আয়—

[সহসা প্রেতমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান ও রুদ্রাঙ্গদ তাহার পশ্চাৎধাবন করিল।



উর্ব্বশী উপবিষ্টা, অপ্সরাগণ গাহিতেছিল।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

এমন চাঁদিমা নিশি পোহায়ে গেল গো সখী,
এলো না—এলো না—বঁধু এলো না।
বসিয়া বকুলতলে আবেশে জড়িত হ'য়ে,
হ'লো না—হ'লো না সখি মালা গাঁথা হ'লো না ॥
কোকিল কাঁদিছে ওই, শুখায় ফুলের হাসি,
অযতনে হয় নাই বেণী বাঁধা প্রেমে ভাসি,
কাঁচলি খুলিয়া গেছে ভাল কিছু লাগে না,
তবু সে জীবনরাখা ডাকে সাড়া দিলে না ॥

ব্যস্তভাবে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। উর্ব্বশী! উর্ব্বশী!

উর্ব্বশী। কে, দেবেন্দ্র ? আসুন—আসুন!
পরম সৌভাগ্য মম,
লভিলাম আজি দেবেন্দ্রের দরশন।
ওলো সহচরীগণ!
সুললিত সঙ্গীতঝঙ্কারে
পরিতুষ্ট কর্ দেবরাজে।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

মোরা মিলন-গীতি আজি গাহিব।
নীরস প্রাণে আজি সুরস ঢালিব॥
মিলন-বাসরে বসায়ে বঁধুরে কতই করিব আজি অভিসার,
ফুটন্ত যৌবন মধুর বসন্ত ডাকিয়া আনিবে প্রেম-পারাবার,
অনঙ্গদহন-দহিত জীবন দয়িতচরণে সহাসে দানিব॥

ইন্দ্র। বন্ধ কর নৃত্য-গীত,
তীব্র বিষ মম লাগিছে অন্তরে।

উর্ব্বশী। তোরা এখন যা!

[অপ্সরাগণের প্রস্থান

উর্ব্বশী। কহ দেবরাজ!
চিত্ত আজি কেন বিচঞ্চল ?

অপ্সরার সুললিত গান
তীব্র বিষ সম লাগিছে পরাণে ?

ইন্দ্র। শোন লো উর্ব্বশী রূপসীপ্রধানা !
মহাবর্ত্তে আজি পতিত বাসব।
সুনির্ম্মল সৌভাগ্য-আকাশে মোর
দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ হয়েছে উদিত।
হু-হু-রবে ছুটে আসে
দারিদ্র্যতা গ্রাসিতে আমারে,
কাঁপে ত্রাসে অমরার ভূমি,
চঞ্চল পরাণ নিরখি ভবিষ্য স্মৃতি।
কর তুমি প্রতিকার তার,
নতুবা অমরধামে
উঠিবে লো ঘোর হাহাকার।

উর্ব্বশী। কহ—কহ সুরপতি !
কি ঘটিল অমরপুরীতে ?
কি আছে আমার,
কিবা দিয়ে তুষিব তোমারে ?
আছে মোর যৌবনজড়িত অঙ্গ—
বিলোল কটাক্ষ,
বল যদি দিব ডালি তাহা।

ইন্দ্র। বরাননে ! আনন্দবাসর-দীপ
বুঝি নিভে যায় মোর !

উর্ব্বশী। সে কি কথা দেব ?

ইন্দ্র। শোন তবে সে কাহিনী ;
তুচ্ছ নর রুক্মাঙ্গদ অযোধ্যা-ঈশ্বর
শ্রীহরিবাসর-ব্রত করি উদ্‌যাপন
হরিবে ইন্দ্রত্ব মোর করেছে মনন।
এইরূপে কতবার
কত নর, গন্ধর্ব্ব, অসুর
দেবতার ভাগ্যাকাশে
প্রাবৃট জলদ সম উঠিল জাগিয়া,
লইল কাড়িয়া তারা
দেবতার দেবত্ব-সম্পদ।
কহি তাই সুলোচনে !
ছলে বলে অথবা কৌশলে
ব্রত ভঙ্গ কর তুমি তার—
দেবতার কর লো মঙ্গল ;
নতুবা অমরধাম
তুচ্ছ নরে অধিকার করি
কাঁদাবে অমরগণে।

উর্ব্বশী ধর্ম্মপথে হবো অন্তরায় ?
হে দেবেন্দ্র ! ইহাই কি
দেবত্বরক্ষার নীতি ?

ইন্দ্র কি জানিবে তুমি তাহা ?

দেবতার আগত দুর্দ্দিন কেহ না পারিবে
তোমা বিনা করিবারে দূর ।
দেবকার্য্য হেতু শোন সুলোচনে !
মায়াজালে মুগ্ধ কর রাজা রুক্মাঙ্গদে ।
বহুবার বহুভাবে নাশিতে তাহারে,
ব্রতভঙ্গ তরে করিলাম
শত চেষ্টা, কিন্তু হায় !
দৈবের বিধানে ব্যর্থ হ'লো সব ।
শ্রীহরি সহায় তার,
নাহি হ'লো আশার পূরণ ।
তবু আপ্রাণ করিব চেষ্টা,
তুচ্ছ নরে দিব না ইন্দ্রত্ব ।
যাও তুমি অযোধ্যার কাননভূমিতে,
রহ সেথা মায়াবিনীরূপে ।
দান-বীর রুক্মাঙ্গদ দানে সদা মুক্তহস্ত,
রিক্তকরে ফেরে না ভিখারী সেথা ।
আমি যাবো বিপ্রবেশে
অসময়ে নৃপতি সকাশে,
মৃগমাংস করিব প্রার্থনা, পাঠাইব মহারাজে
মৃগ হেতু তোমারি কাননে ;
তারপর অপূর্ব্ব লাবণ্যে তব
মুগ্ধ কর তুমি রুক্মাঙ্গদ নৃপে,

পাপের সঞ্চার কর
পুণ্যশ্লোক হরিভক্ত রাজার অন্তরে।
নতুবা দেবত্ব যাবে,
দেবতার উচ্চাসন হীন মানবের
পদানত হইবে সুন্দরী!

উর্ব্বশী কি করি উপায়? দেব-আজ্ঞা!
দারুণ সঙ্কটে বিধি ফেলিলে আমায়।

ইন্দ্র। একি, দেবকার্য্যে কেন লো বিচার?
কহি আরবার,
আদেশ আমার কর লো পালন।
কাঁদিবে অমরবৃন্দ,
হারাইবে স্বদেশ তাদের,
নিপীড়িত হবে সদা নরের পীড়নে,
কেমনে হেরিবে তাহা
হ'য়ে তুমি দেব-বিলাসিনী?
নাহি চিন্তা কর লো সুন্দরী!
শীঘ্র যাও সেথা।

উর্ব্বশী। শিরোধার্য্য দেব-আজ্ঞা।
চলিলাম তবে মায়ার কুহেলি ল'য়ে
দেবতার মঙ্গলবিধানে।

ইন্দ্র। যাও ত্বরা, করি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন—
সিদ্ধকাম হও লো রূপসী!

রুক্মাঙ্গদ !   এইবার
মৃত্যুবাণ যেতেছে তোমার,
রক্ষা আর নাহি পাবে হরিভক্ত রাজা !
উর্ব্বশীর মায়ার ছলায়
দর্প তব হইবে বিচূর্ণ,
অনন্ত জলধিনীরে
ডুবে যাবে আশার তরণী তব ।

উর্ব্বশী ।—

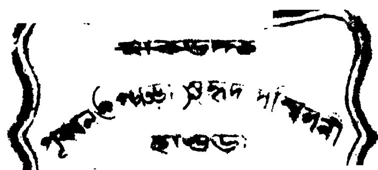
গীত ।

দেবের আশিস্ নিতে, চলিলাম সেই পথে,
বিলোলনয়নে আজি হানিব বাণ ।
সোহাগে পড়িব ঢলি, মুখেতে প্রেমের বুলি,
বাঁধিব এ ভুজপাশে তুষিতে তাহার প্রাণ ॥
উড়ায়ে আঁচলখানি, এই বুকে টেনে আনি,
রাখিব ভুলায়ে তারে শুনায়ে ললিত গান ॥

[প্রস্থান ।

ইন্দ্র । যাও উর্ব্বশী, দেখি তোমার ওই জিতেন্দ্রিয়ের মহাতেজ-চূর্ণকারী বিলোল কটাক্ষের কতখানি শক্তি ! যাই, আমিও এইবার বিপ্রের বেশ ধারণ ক’রে মহারাজ রুক্মাঙ্গদের কাছে গিয়ে মৃগমাংস প্রার্থনা করিগে ! দেখি জয় হয় কার—ইন্দ্রের না হরিবাসর-ব্রতের ? দেবতার না তুচ্ছ মানবের ?

[প্রস্থান



পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

রুক্মাঙ্গদ ও চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। এ আবার কি নূতন বিপর্য্যয়ের কথা শুন্‌লুম আর্য্য? মহারাণী নিজের পুত্রকে হত্যা কর্‌বার জন্য স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছে সেই দুরাত্মা রুক্মাঙ্গদের হাতে? মহারাণীর এ কি অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের সাধনা? অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য ক'রে যে পুত্রকে মানুষ ক'রে তুল্‌লে, আজ কি না অম্লানবদনে তার অবিচ্ছিন্ন মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে কালের কবলে তুলে দিলে! বাঃ, চমৎকার মাতৃস্নেহ! পুত্রের জন্য প্রাণ একটুকুও কাঁদ্‌লো না? উঃ, কি পাষাণী জননী! নিজের পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়ে একটা অজ্ঞাত কুলশীল বালককে বুকে ক'রে রেখেছে!

রুক্মাঙ্গদ। সত্য সংবাদ; মহারাণীর এ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কাহিনী শ্রবণ ক'রে আমিও আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে পড়েছি।

চিত্রাঙ্গদ। তুমি আদেশ দাও আর্য্য, আমি এখনি নক্ষত্রবেগে ছুটে গিয়ে রক্তপিয়াসী রুদ্রাঙ্গদের কবল হ'তে ধর্ম্মাঙ্গদকে কেড়ে নিয়ে আসি।

রুক্মাঙ্গদ। ধর্ম্মাঙ্গদকে হত্যা ক'রে রুদ্রাঙ্গদ কি শান্ত হবে? তার অন্তর হ'তে কি পাপের রেখা মুছে যাবে? সে কি আবার মানুষ হবে? তা যদি হয়, তা হ'লে ধর্ম্মাঙ্গদের জন্য আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ হবে না চিত্র! অযোধ্যার যদি ভাবী অমঙ্গল দূর হয়, তার চেয়ে আর কি আনন্দের হ'তে পারে? আমি অন্য কিছুই চাই না চিত্র!

একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ, দ্বাদশ বর্ষে পতিত আমার হরিবাসর-ব্রত আমায় শান্তিতে উদ্‌যাপন কর্‌তে দাও। আমি চাই আমার কামনার দেবতাকে সজীব মূর্ত্তিতে দেখ্‌তে। পুত্র-পরিবার ধন-ঐশ্বর্য্য আমি কিছুরই প্রত্যাশী নই। একি, প্রাণের ভিতর একি শিহরণ! একটা প্রমত্ত মাতঙ্গ যেন আমার নন্দনকাননকে সমভূমি কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। ওকি, প্রচণ্ড অনলকুণ্ড যেন দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো! চিত্র—চিত্র!

চিত্রাঙ্গদ। আর্য্য! সহসা তোমার এ কি ভাবান্তর?

রুক্মাঙ্গদ। ভাবান্তর? এ কি স্বপ্ন না সত্য? হে দুর্দ্দিনদূরিত নিখিল ভয়হারী জনার্দ্দন! উঃ-উঃ, ওই যে একটা রক্তলোলুপ বিকট মূর্ত্তি—বিকটদশন! কে—কে ও?

চিত্রাঙ্গদ। আর্য্য!—আর্য্য!

রুক্মাঙ্গদ। এসো—এসো ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু
শ্রীহরি আমার, গোলোক বৈকুণ্ঠ হ'তে
দীনের দুয়ারে। এসো ভক্তাধীন!
পার্থিব বৈভব ঐশ্বর্য্য-সম্পদ
যুগল চরণে তব
পুষ্পাঞ্জলি দানিব সাদরে।
মহার্ণবে পতিত এ দাস;
ওগো দেব, পার কর ভক্তেরে তোমার।
দিগন্ত কাঁপায়ে ওই
ছুটে আসে ঘন অন্ধকার,
নাহি হ'লো জীবনের কামনা পূরণ!

এসো নারায়ণ বিপদভঞ্জন !
কতদিন আর কাঁদাবে ভক্তেরে ?

আলোককে লইয়া সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। এই দেখ মহারাজ, কেমন একটী অমূল্য রত্ন আমি আজ অযত্নে লাভ করেছি। চেয়ে দেখ রাজা! এর এই নবনীত তনু হ'তে যেন অলকানন্দার সহস্র ধারা ঝ'রে পড়্ছে—প্রতি লোম-কূপ হ'তে কি এক লাবণ্য ফুটে বেরুচ্ছে! একটীবার একে কোলে নাও রাজা!

চিত্রাঙ্গদ। [স্বগত] বাঃ, চমৎকার মা! নিজের সন্তানের জন্য বিন্দু মাত্র মমতা নেই ?

রুক্মাঙ্গদ। সত্যই তো রাণী, এ যে অমূল্য রত্ন! একি—একি! এ আমি কি দেখ্ছি ? ক্রীড়াভিলাষী বনমালা-শিখিপুচ্ছশোভিত বংশীধারী শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি, আবার দেখ্ছি কোটী সূর্য্যতেজসম্পন্ন কোটী চন্দ্রমার লাবণ্যমথিত স্থির বিদ্যুৎমালাবিলসিত অপূর্ব্ব জ্যোতি-র্ম্ময় পরম পুরুষমূর্ত্তি! এ কি দেখালে রাণী! কে—কে এই বালক ?

সত্যবতী। ভিখারীর ছেলে; এর কেউ নেই, তাই একে আশ্রয় দিয়েছি।

রুক্মাঙ্গদ। ভিখারীর ছেলে ? হ্যাঁ, ধর্ম্মাঙ্গদ কোথায় রাণী ? শুন্লুম তুমি না কি—

সত্যবতী। হ্যাঁ রাজা! রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমার ধর্ম্মা-ঙ্গদকে স্বর্গের পথে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চিত্রাঙ্গদ। তুমি মা নও, রাক্ষসী! খুব পরিত্রাণ পেয়ে গেলে আজ মহারাণী, মাত্র তুমি আমার মাতৃস্থানীয় ব'লে; নতুবা অন্য কেউ হ'লে চিত্রাঙ্গদের এই কর্ত্তব্যের অসি অন্যায়ের শির ভূলুণ্ঠিত ক'রে ফেল্‌তো। ইক্ষাকুকুলের বংশধরকে—উঃ, রাক্ষসী! করলে কি? মা হ'য়ে নিজ পুত্রকে যমের হাতে তুলে দিলে? পুত্রশোকের দারুণ যন্ত্রণা ভুলে গেছ একটা পরের ছেলেকে বুকে নিয়ে? না—না, আমি এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড পুণ্যভূমি অযোধ্যার বুকে হ'তে দেবো না। শোন—শোন ভ্রাতৃভক্ত রাজা! শোন—শোন রাজ্যের মঙ্গল-প্রার্থিনী রাক্ষসী! আমি চল্‌লুম প্রচণ্ড দিগ্‌দাহের প্রতিমূর্ত্তিতে যমের কবল হ'তে ফিরিয়ে আন্‌তে আমাদের বংশের আনন্দ-দুলালকে। [প্রস্থানোদ্যত]

রুক্মাঙ্গদ। [বাধা দিয়া] ভাই চিত্র! অবাধ্য হোস্ নে। ধর্ম্মাঙ্গদ আমার যাক্, তোরা দু'টী ভায়ে আমার ভাঙ্গা বুকখানা জুড়ে ব'সে থাক্; তাতেই যে আমার অনন্ত সুখ—অনন্ত শান্তি!

সত্যবতী। ধর্ম্মাঙ্গদের জীবন নিয়ে যদি দেবরের চরিত্র সংশোধন হয়, তার চেয়ে আর কি শান্তির হ'তে পারে?

চিত্রাঙ্গদ। বাঃ! তুমি সেই শান্তির আশায় মা হ'য়ে নিজের সন্তানকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলে? চমৎকার শান্তির কামনা! রুদ্রাঙ্গদ যে মনুষ্যত্বহীন পিশাচ, অন্তরে তার বিষের ফল্গুধারা প্রবাহিত; মজ্জাগত পাপ, সর্পের ক্রূরতা, মূষিকের খলতা কখনো দূর হয় না। যে দিন তাদের সেই বৃত্তি দূর হবে, সে দিন জান্‌বে মহারাণী, অন্তরালে তার স্বার্থসিদ্ধির ভীষণ ষড়যন্ত্র বিদ্যমান আছে।

রুক্মাঙ্গদ। তবুও যে রুদ্র আমার ভাই। যাও রাণী! অন্তঃপুরে যাও—এই শিশুকে বুকে ক'রে রাখ গে। আমি যেন অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছি, শ্রীভগবান বালকবেশে রুক্মাঙ্গদের প্রাসাদে আবির্ভূত হয়েছেন। দেখ্‌ছো না, প্রকৃতির বুকে কি যেন এক নূতনত্বের আবির্ভাব হয়েছে!

সত্যবতী। এত দয়া কি তাঁর হবে? চল্—চল্ বালক, আমি তোকে বুকে ক'রে রাখ্‌বো।

অলোক।—

গীত।

চল আলোকমালায়।
অন্ধকার আর আস্‌বে নাকো, কে আর মাগো তোমায় কাঁদায়॥
ধর্‌বো আমি আলোক তখন, ঘনিয়ে আঁধার আস্‌বে যখন,
(মা গো) কাঁকর কাঁটা ফুট্‌বে নাকো তোমার দু'টী রাঙা পায়॥

[সত্যবতী সহ প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদ। এ কি কর্ম্মের পদ্ধতি!
রাজ্যের শান্তির তরে
অম্লানবদনে হায়
নিজ পুত্রে দিল বলিদান?
অপূর্ব্ব এ দান!
কোথা তুমি বিশ্বশিল্পী,
ল'য়ে এসো তুলিকা তোমার—
এঁকে লও ওই ছবিখানি।

বিপ্রবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র । মহারাজ রুক্মাঙ্গদের জয় হোক্ !

রুক্মাঙ্গদ । বিপ্রবর ! আসুন—আসুন !
আজি মোর সুপ্রভাত ।
বসুন আসনে—

ইন্দ্র । না, বসিবার নাহিকো সময় !
অভুক্ত অতিথি আমি,
দুই দিন আছি উপবাসী ;
উপযুক্ত আহার্য্য প্রদানি
রক্ষা কর জীবন আমার,
নহে দিব অভিশাপ—
ধ্বংস হবে আঁখির পলকে ।

রুক্মাঙ্গদ । কহ দ্বিজ, কি আহার্য্যে অভিলাষ তব ?
দানিব এখনি—হবে না বিমুখ ।

চিত্রাঙ্গদ । [স্বগত] মনে হয় যেন
বিপ্রবেশী মহাকাল
হরিবারে অযোধ্যার সুখ-শান্তি
উপনীত হেথা । কাঁপে প্রাণ—
চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল নেহারি নয়নে ।
কে—কে তুমি বিপ্র,
অতিথির বেশে আজি আগত এখানে ?

ইন্দ্র। অভুক্ত অতিথি আমি—বিপ্রবংশধর।

রুক্মাঙ্গদ। কহ, কি আহার্য্য করিব প্রদান ?

ইন্দ্র। সদ্য ধৃত মৃগমাংস ভক্ষণ করিতে সাধ ;
পারিবে কি দানিতে রাজন্ ?

রুক্মাঙ্গদ। কেন পারিব না দেব ?
ক্ষণ-কাল করিলে অপেক্ষা,
বন হ'তে এনে দিতে পারি করিয়া শিকার।

চিত্রাঙ্গদ। আর্য্য! দেহ আজ্ঞা মোরে,
মৃগ হেতু যাই আমি অরণ্যমাঝারে,
ল'য়ে আসি মৃগ অতিথি কারণ।

ইন্দ্র। নাহি হবে ক্ষুন্নিবৃত্তি অপরে আনিলে ;
যেবা দাতা, সেই যাবে করিতে শিকার।

রুক্মাঙ্গদ। উত্তম! নাহি চিন্তা,
নিজে যাবো আমি মৃগের সন্ধানে।
চঞ্চল হ'য়ো না দ্বিজ!
মিটাইব আশ তব
মৃগমাংস করিয়া প্রদান।
শোন চিত্র! পরিচর্য্যা কর ব্রাহ্মণের,
যাবত না আসি আমি
শিকার লইয়া। শ্রীহরিকৃপায়
সপ্ত সিন্ধু হইব উত্তীর্ণ,
উলঙ্ঘিব গিরিশৃঙ্গ সহাস্য আননে।

ইন্দ্র। যাও—যাও নৃপ, আনো ত্বরা মৃগ;
ক্ষুধায় কাতর তনু,
সহে না বিলম্ব আর,
মৃগমাংস করিয়া প্রদান
অতিথির বাঁচাও পরাণ।

রুক্মাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদ! চলিলাম ভাই!
নারায়ণ! যাত্রাপথে
হও মোর প্রধান সহায়।
পথহারা পথিকের চোখের সম্মুখে
ফুটে ওঠো ধ্রুবতারা সম।
জয় শ্রীহরি—জয় শ্রীহরি! [প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম।—

গীত।

ওরে পথ ভুলে তুই যাস্‌নে পথিক অন্ধকারে কাঁটার বনে।
ওই দেখ্ না চেয়ে অদূরে তোর জ্বল্‌ছে আলোক ক্ষণে ক্ষণে॥
ওই আলোকপানে চেয়ে আয় না রে ছুটে,
সইতে জ্বালা হবে না আর রইবি চির নন্দনে—
নইলে পড়্‌বি যে তুই বন্ধনে॥

[প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। কে—কে তুমি,
গন্তব্যের পথে মোর হও অন্তরায়?

কেন তুমি বাধা দাও শুভ যাত্রাক্ষণে ?
হোক্ মোর অমঙ্গল,
ফলুক্ বিষম ফল,
রুক্মাঙ্গদ নাহি ডরে তাহে,
সে যে হয় ধর্ম্মের সেবক।

ইন্দ্র। যাও রাজা ! ক্ষণকাল করি গে অপেক্ষা
[স্বগত] আরে আরে হীনমতি নর !
কি বুঝিবি দেবত্ব-মহিমা !
এইবার—এইবার
পূর্ণ হবে মনস্কাম মোর।

[প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। যাও চিত্র ব্রাহ্মণের সাথে,
পরিচর্য্যা কর বিধিমতে।
এখনি ফিরিব আমি—[প্রস্থানোদ্যত]

ছিন্নমস্তকহস্তে রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! হের—হের রাজা,
ছিন্ন মুণ্ড পুত্রের তোমার—

রুক্মাঙ্গদ। ওঃ ! [মুখ ফিরাইলেন]

চিত্রাঙ্গদ। নিষ্ঠুর !

রুদ্রাঙ্গদ। হের—হের, রাজ্য হেতু
অভিনব মোর স্বার্থের অর্চ্চনা !

এই তো প্রথম অঙ্ক,
একে একে পাঁচ অঙ্ক
এইভাবে পূর্ণ হবে উতপ্ত শোণিতে,
তারপর যবনিকাপাত।
কই—কই হরিভক্ত !
কোথা গেল শ্রীহরি তোমার ?
পারিল না ভক্তেরে রক্ষিতে ?
নাহিক শকতি তার রুদ্রাঙ্গদ পাশে।

চিত্রাঙ্গদ। ওরে অজ্ঞ ! অসীম ক্ষমতা তাঁর।
একটী ইঙ্গিতে যাঁর
সৃষ্টি স্থিতি হ'য়ে যায় লয়,
বিশাল হিমাদ্রিশৃঙ্গ রেণু-রেণু হয়,
বারিশূন্য হয় ওই অসীম সাগর,
ওরে স্বার্থপর !
কহ তাঁরে শক্তিহীন তুমি ?
উঃ, কি করিলে নির্ম্মম পাযাণ !
ইক্ষাকুকুলের দীপ অকালে নিভালে ?
হায় রে সংসার !
এ কি তোর বিষময় ক্রোড় ?
এ কি তোর শ্যাম বক্ষে শোণিত-পিপাসা ?
স্বার্থ তরে ভাই ভুলে ভ্রাতৃ-অনুরাগ,
পিতা মাতা পুত্রস্নেহ হয় বিস্মরণ ;

অথচ শুনিতে পাই
এ সংসার পুণ্যের আবাস—
দেবতার লীলা-নিকেতন।
আর্য্য! আর্য্য!
এখনো নীরব-তুমি ?
উষ্ণ নাহি হয় তব হিমানী শোণিত ?
এখনো কি মর্ম্মগ্রন্থি
যায় নি ছিঁড়িয়া ? দাঁড়াইয়া
পুত্রহত্যাকারী সম্মুখে তোমার,
তবু তুমি রহিবে অটল ?
হের—হের তব পুত্রমুখ,
বধ কর—বধ কর দুর্ব্বার দানবে।

রুদ্রাঙ্গদ। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!
বহুকষ্টে প্রতিশোধ করেছি গ্রহণ।
মম কর হ'তে ধর্ম্মাঙ্গদে
ল'য়েছিল কাড়ি সেই পিশাচী মাধুরী,
কিন্তু আজি দৈবের কৃপায়
পুনঃ ধর্ম্মাঙ্গদে পেলাম আয়ত্বে—
হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চিত্রাঙ্গদ। পদে ধরি হে নৃপতি!
দাও মোরে অনুমতি,
পাপীর শোণিতধারে

রঞ্জিত করিয়া ফেলি কৃপাণ আমার,
আর এই অযোধ্যার পুণ্য বুকখানা।
আরে আরে অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক!

[রুদ্রাঙ্গদকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

রুক্মাঙ্গদ। [বাধা দিয়া] চিত্র—চিত্র! ভাই!
সহ্য কর্—সব সহ্য কর্!
আঁধার যথায়, অদূরে তাহার
অনন্ত জ্যোৎস্নার ধারা
অবিরাম পড়ে যে ঝরিয়া!

দ্রুত ধর্ম্মাঙ্গদের প্রবেশ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। বাবা! বাবা!

রুক্মাঙ্গদ ও চিত্রাঙ্গদ। এঁ্যা—এ কি! এ কি!

রুদ্রাঙ্গদ। এ কি স্বপ্ন না সত্য?

দ্রুত সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। কই—কই, আমার ধর্ম্মাঙ্গদ কই? অলোক বল্‌লে ধর্ম্মাঙ্গদ বেঁচে উঠেছে।

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা—মা—

সত্যবতী। [ধর্ম্মাঙ্গদকে ক্রোড়ে লইল।]

রুদ্রাঙ্গদ। ধর্ম্মাঙ্গদকে যে আমি স্বহস্তে হত্যা করেছি! কি ক'রে আবার যে বেঁচে উঠ্‌লো?

রুক্মাঙ্গদ। ভগবানের এ কি অভিনব লীলা! মৃত পুত্রের পুনঃ

জীবনলাভ! চিত্র! রাণী! আমি যে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গিয়েছি, কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে।

ধর্ম্মাঙ্গদ। শ্রীহরি আমায় রক্ষা করেছেন বাবা!

রুদ্রাঙ্গদ। তবে কি এটা মায়া-মুণ্ড? অদ্ভুত রহস্য! সব আয়োজন আমার ব্যর্থ হ'লো!

চিত্রাঙ্গদ। অবাক হ'য়ে কি দেখ্‌ছো রুদ্রাঙ্গদ? এইবার বেশ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝে নাও, ভগবানের শক্তি কতখানি! এ যে ভস্মে ঘৃতাহুতি হ'লো পাপী! এখনো তোমার চৈতন্য হ'চ্ছে না? এখনো তুমি নিজেকে মানুষ ব'লে পরিচয় দেবার চেষ্টা কর? চাও—চাও, নতশিরে এই দেব-দেবীর চরণতলে প'ড়ে ক্ষমা চাও, জীবন তোমার পাপমুক্ত হোক্।

রুদ্রাঙ্গদ। না—না, তা হবে না! ধর্ম্মাঙ্গদ! আবার মরণের জন্য প্রস্তুত হও! যে ব্যাঘ্র একবার রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সে আর জীবনে তা ভুল্‌তে পারে না।

[প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদ। দূর হ—দূর হ শয়তান! তোর পাপ মুখ আর কাউকে দেখাস্ নে।

সত্যবতী। এসো বাবা ধর্ম্মাঙ্গদ! আজ মাতা পুত্রে শ্রীহরির চরণপূজা করিগে! অলোক! অলোক! জানি না তুই কে?

[ধর্ম্মাঙ্গদকে লইয়া প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। হে দয়াময়! আমার লক্ষ্য যুগের কাম্যফল তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। তোমারি অনন্ত কৃপায় আজ আমি

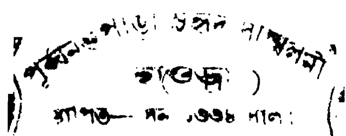
পুত্রকে ফিরে পেলুম। চিত্র! সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, আমি মৃগ-শিকারের জন্য অরণ্যে চল্‌লুম। সাবধান! ব্রাহ্মণ যেন অভুক্ত অবস্থায় চ'লে না যায়।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদ। ওগো বিধি, এ কি তুমি
অপূর্ব্ব নিয়মতন্ত্রে গড়েছ সংসার ?
যাও—যাও রে নির্ম্মম !
অসম্ভব হবে তব বিজয়ের আশা,
কোন দিন হবে না পূরণ।
উঠে যদি মহাঝড়, চতুর্দ্দিকে
হয় যদি প্রলয়ের শিঙানাদ,
আগ্নেয়গিরির মত বক্ষ দীর্ণ হ'য়ে
ঝরে যদি গলিত বহ্নির ধারা,
সৃষ্টির উপর গর্জ্জনে নাচিয়া যদি
ওঠে ওই অসীম সাগর,
রে মূর্খ! স্থির জেনো,
চন্দ্র-সূর্য্যসুশোভিত
বসুধার পুণ্য বেদীমূলে
ধর্ম্মের আসন চির রহিবে অটুট।

[প্রস্থান





তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মায়া-কানন।

গীতকণ্ঠে মায়ানারীগণের প্রপ্রেশ।

মায়ানারীগণ।—

গীত।

আজ ফাঁদ পেতেছি এ কাননে ধর্‌তে প্রেমিক সুজনে।
পড়্‌লে ফাঁদে কোথায় যাবে রাখ্‌বো চির-বন্ধনে॥
আমাদের এ রূপের নেশাতে, বঁধু পার্‌বে না আর পালাতে.
আঁখির ঠারে কর্‌বো পাগল, বুঝ্‌বে তখন মনে মনে।

[প্রস্থান।

ধনুর্ব্বাণহস্তে রুক্মাঙ্গদের প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। কই, কোথা মৃগশিশু!
পাতি পাতি করি খুঁজিলাম বিশাল কানন,
ভাগ্যদোষে না মিলিল একটীও মৃগ।
অতীব বিস্ময় জাগে অন্তরে আমার,
বুঝি ইহা দৈব-বিড়ম্বনা!
মৃগশূন্য হ'লো আজি বিশাল অরণ্য?
অতিথি ব্রাহ্মণ গৃহে, প্রতিশ্রুত আমি
দিতে হবে মৃগমাংস তাঁরে,

নতুবা বিপ্রের শাপে
অযোধ্যায় ঘটিবে প্রলয় ।
নারায়ণ ! নারায়ণ !
এ কি তব পরীক্ষা দয়াল !
আশা পূর্ণ কর জগন্নাথ,
নতুবা দুয়ার হ'তে ফিরিবে অতিথি
অভিশাপ প্রদানি আমারে ।
একটী—একটী মৃগ
এনে দাও দৃষ্টির গোচরে !
জানি না কি আছে প্রাক্তনে লেখা,
নাহি পাই মৃগের সন্ধান ।
ওকি ! ওকি ! ওই এক মৃগশিশু
ঊর্দ্ধশ্বাসে লুকাইল তমালকুঞ্জেতে ।
এতক্ষণে লভিলাম দৈবের প্রসাদ,
নিশ্চয় বধিব ওরে অব্যর্থ সন্ধানে ।

[প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ ।

নারায়ণ ।—

গীত ।

পথ ভুলে তুই যাস্‌নে ছুটে ও যে মরীচিকা অন্ধকার ।
কেন সব খোয়াবি ভুলের বশে ঝর্‌বে তখন অশ্রুধার ॥

ও যে সর্ব্বনাশা মায়ার খেলা, বাড়্‌বে শুধু প্রাণের জ্বালা,
পড়্‌বি কেন ঘোর তুফানে জীবন রাখা হবে ভার ॥

[অন্তর্দ্ধান ।

রুক্মাঙ্গদ। কে—কে তুমি বালক, আমার এ শুভযাত্রার পথে বাধা দিতে এলে? আমি যে অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এই অরণ্যে মৃগশিকার কর্‌তে এসেছি। আজ মৃগ না পেলে যে অতিথি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে প্রাসাদ হ'তে চ'লে যাবে, তাতে যে আমার রাজ্যের অকল্যাণ হবে। আজ অন্ততঃ আমার একটীও মৃগশিশু চাই! এর জন্য যদি আজ আমায় দৈবের হাতে মৃত্যুমুখে পতিত হ'তে হয়, তাও স্বীকার, তাতে আমি বিচলিত হবো না। এ কি, সহসা অন্তরপথে এ কি আলোড়ন! ওই যেন অন্ধকার পুঞ্জীভূত হ'য়ে রুক্মাঙ্গদের সর্ব্বস্ব গ্রাস কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে! উঃ—কি প্রচণ্ড দিগ্‌দাহ! নারায়ণ! ভক্তাধীন! বিপদভঞ্জন! আমায় দয়া কর শ্রীহরি! এ কি, সহসা অরণ্যটা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? ও আবার কি? বামাকণ্ঠ-বিনিস্‌সৃত অপূর্ব্ব সঙ্গীতঝঙ্কার! এ আমি কোথায় এসেছি? যুগান্তর না প্রহেলিকা?

গীতকণ্ঠে মায়ানারীগণের আবির্ভাব।

মায়ানারীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

এস হে সুন্দর প্রেমিক নটবর, তোমারি বিহনে হৃদয় জর-জর,
তোমারি লাগিয়া এসেছি ছুটিয়া, ব'সো হে প্রিয়তম হিয়ার আসনে॥

[রুক্মাঙ্গদকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।]

রুক্মাঙ্গদ। কে, কে তোমরা রূপসীর দল, অপূর্ব্ব নৃত্য-গীতে বনভূমি মাতিয়ে তুল্‌ছো? যাও—যাও, শীঘ্র আমার সম্মুখ হ'তে চ'লে যাও; শ্রীহরির দাস রুক্মাঙ্গদ, এখানে তোমাদের কোন আশাই পূর্ণ হবে না। দয়াময়! একি ঘূর্ণাবর্ত্তে আমায় ফেল্‌লে! নিবীড় অরণ্যপথে বারাঙ্গনার কদর্য্য আলাপ! যাও—যাও পাপিনীর দল! ইন্দ্রিয়জয়ী রুক্মাঙ্গদ কামিনী-কাঞ্চনের অভিলাষী নয়।

১ম নারী। ওলো পালিয়ে আয়, এ বড় শক্ত ঠাঁই।

[মায়ানারীগণের অন্তর্দ্ধান।

রুক্মাঙ্গদ। নিবীড় অরণ্যমাঝে
বারাঙ্গনা কোথা হ'তে এলো?
কেন ওই বিলোল কটাক্ষে,
সুমধুর সঙ্গীতঝঙ্কারে
আমার আমিত্বটুকু কেড়ে নিতে চায়?
কেবা ওরা? হায়—হায়,
ভ্রমবশে এসেছি কোথায়?
রূপসীর দল ওই বনভূমি
আলোকিত করি দাঁড়ায়ে অদূরে;
ওগো দীননাথ!
এ দীন সন্তানে তব কর পরিত্রাণ।
জ্ঞানে কি অজ্ঞানে
করি নাই কোন মহাপাপ,
করি নাই কাহারো অহিত,

অবিশ্রান্ত নয়নধারায়
প্রতিদিন ধৌত করিয়াছি
ত্রিদিবসেবিত তব বাঞ্ছিত চরণ,
তবে কেন নিরঞ্জন! নীরব নিদ্রায় তুমি
রয়েছ চেতনহারা? দাও সাড়া,
এসো—এসো, হাত ধর মোর,
ভক্ত তব মহার্ণবে হয়েছে পতিত।
গৃহেতে অভুক্ত দ্বিজ, কোথা পাই মৃগ?
দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত রবি
ধীরে ধীরে মাগিছে বিদায়।
কনক আঁচলখানি বিছায় প্রকৃতি,
উদাসপরাণে পাখী ফিরিছে কুলায়।
হায়, কি কুক্ষণে গৃহ হ'তে
হইনু বাহির! নিদারুণ পরিশ্রমে
না মিলিল একটী শিকার।
ও কি, আবার সঙ্গীত?

নৃত্য-গীত সহকারে উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উর্ব্বশী।-

গীত।

কমল বনে বঁধু তুমি হে মধুকর।
কর হে মধুপান তুমি তো নহ পর॥

'ফুটন্ত যৌবন এসেছে বসন্ত, বেড়েছে যাতনা হৃদয় অশান্ত,
শান্ত কর তুমি ক্ষণিক পরশনে, হান হে হৃদয়েশ হান ফুলশর ॥

রুক্মাঙ্গদ। কে—কে তুমি অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী, অনিন্দ্য রূপের ডালি নিয়ে সহসা এখানে উপস্থিত হ'লে ? তোমার সত্য পরিচয় দাও! তুমি এই অরণ্যের রক্ষয়িত্রী দেবী, না কোন মায়াবিনী ? বল, কি চাও ? আমার সময় সংক্ষেপ, বেশিক্ষণ তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ অসম্ভব। গৃহে অতিথি, মৃগমাংস অন্বেষণে অরণ্যে এসেছি ; কিন্তু মনে রেখো রূপসী ! তোমার অন্তরে যদি কুটীল কামনা থাকে,সত্যব্রতচারী রুক্মাঙ্গদ তোমার সে কামনা পূর্ণ কর্‌তে তার পরমার্থধনে বিসর্জ্জন দেবে না। তুমি যে হও সে হও,আমার অতিথিসৎকারের অন্তরায় হ'য়ো না—তোমার এই বিশ্বটলানো নয়ন-কটাক্ষে আমায় উন্মাদ ক'রো না। পথ দাও! সন্ধ্যা আগত ; আজ যে মৃগমাংস আমার চাই! কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য,আমি সহস্র চেষ্টাতেও একটীও মৃগশিশু আজ শিকার কর্‌তে পার্‌লুম না, অথচ কত দিন এই অরণ্যে এসে অল্প পরিশ্রমে আশাতীত শিকার লাভ করেছি।

উর্ব্বশী। দেখুন, আমি আপনাকে এখনি অনেকগুলি মৃগ দিতে পারি। অদূরে ওই স্রোতস্বিনীতীরে আমার পুরী, সেখানে অসংখ্য মৃগ আছে। আপনার যতগুলি প্রয়োজন, আপনি ততগুলি নিয়ে যাবেন।

রুক্মাঙ্গদ। এ কি ! আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে নারী, তুমি কে ? কেন তোমার এই অযাচিত দানের অভিলাষ ? তুমি নারী—স্বভাবতঃই কোমলপ্রাণা, অপূর্ব্ব উপাদানে তোমাদের অন্তর গঠিত ;

কিন্তু তোমায় দেখে মনে হয়, তোমার এক চক্ষে অভয়ধারা, অন্য চক্ষে বিশ্বনাশের প্রলয়-বাড়বানল। এক করে ঝ'রে পড়্‌ছে অনন্ত আশীর্ব্বাদ, অন্য করে অভিশাপ। বল নারী, তুমি কে ?

উর্ব্বশী। আমি এই অরণ্যপতির একমাত্র কন্যা, নাম আমার সোহাগ। আমিও খুব শিকার কর্‌তে ভালবাসি কি না, তাই।

রুক্মাঙ্গদ। বটে ? কিন্তু তোমার সঙ্গীত ও হাবভাব দেখে মনে হয়—

উর্ব্বশী। ও! আমার নৃত্য-গীত দেখে আপনি বোধ হয় মনে করেছেন, আমি রূপবিক্রয়কারিণী বারাঙ্গনা। কিন্তু জানেন না আপনি, আজকাল কুলললনারাও নৃত্য-গীত শিক্ষা কর্‌ছে; এমন কি প্রকাশ্য সভায় গিয়ে তারা নৃত্য-গীতে প্রশংসা অর্জ্জন কর্‌ছে, আর সেই নারীর পিতামাতা স্বামী তাতে খুবই গৌরব অনুভব ক'চ্ছেন।

রুক্মাঙ্গদ। হুঁ! আচ্ছা চল রাজনন্দিনী! আজ অনুগ্রহ ক'রে একটী মৃগ ভিক্ষা দিয়ে আমার ধর্ম্মরক্ষা কর্‌বে চল। সময় অল্প; আমার ফির্‌তে বিলম্ব দেখে বোধ হয় অতিথি ক্রোধান্বিত হ'য়ে পড়েছেন।

উর্ব্বশী। কিন্তু—

রুক্মাঙ্গদ। কিন্তু কি নারী ?

উর্ব্বশী। আমার নিকট আপনাকে সত্যবন্দী হ'তে হবে! এর বিনিময়ে আমি যা চাইবো, আপনি আমায় তা দিতে পার্‌বেন তো ? নইলে—

রুক্মাঙ্গদ। নইলে—নাঃ, অতিথিসৎকার; উত্তম! তাই হবে রূপসী! রুক্মাঙ্গদ অকৃতজ্ঞ মিথ্যাবাদী নয়। তোমার দানের বিনিময়ে আমি তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দান কর্‌তেও কুণ্ঠিত হবো না। চল—আমায় মৃগ দেবে চল!

উর্ব্বশী। সত্য করুন।

রুক্মাঙ্গদ। সত্য—সত্য—সত্য! একি! একি! ত্রিসত্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা থর্‌-থর্‌ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো কেন? একি নারায়ণ! আমার এ সত্যের অন্তরালে কোন্‌ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অধ্যায় আছে? না—না, এ আমার অতিথিসৎকার—অতিথিসৎকার!

উর্ব্বশী। কি ভাব্‌চেন? প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি শেষে সত্য ভঙ্গ হয়?

রুক্মাঙ্গদ। না—না, তা হবে না সুন্দরী! রুক্মাঙ্গদের মুখের কথা চঞ্চল বায়ুর মত নয়। স্রষ্টার সৃষ্টির নিয়মতন্ত্রের ব্যতিক্রম হ'লেও রুক্মাঙ্গদের সত্য চিরদিন অচল হিমাদ্রী হ'য়েই থাক্‌বে; তুমি তার জন্য ভেবো না।

উর্ব্বশী। তবে আমার সঙ্গে আসুন। আজ আমি ধন্য হ'লুম আপনার মত একজন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ ক'রে।

রুক্মাঙ্গদ। চল—চল নারী, আলোকে অন্ধকারে, স্বর্গে নরকে, আমায় তুমি যেথায় নিয়ে যাবে, আমি সেইখানেই যাবো। অতিথিকে পরিতুষ্ট কর্‌তে সত্যের বন্দীশালায় আত্মবন্দী হ'য়ে জীবনযাপন কর্‌তেও আমি প্রস্তুত।

উর্ব্বশী। সৌভাগ্য আমার; আসুন! [প্রস্থানোদ্যতা]

গীতকণ্ঠে মায়ানারীগণের প্রবেশ।

মায়ানারীগণ।—

গীত।

কুহু-কুহু আজ ডাক্‌লো কোকিল ওই ঋতুরাজ এলো লো।
শুক্‌নো নদীতে ডাক্‌লো তুফান কুলরাণী উঠ্‌লো ফুটে লো॥
মিলনের বাসর ঘরে, ওলো সই গানের সুরে,
জ্বালাবো রঙিন আলো কত নব রঙ্গে লো॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

সত্যবতীর হাত ধরিয়া ধর্ম্মাঙ্গদের প্রবেশ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। কই মা, কত দিন হ'য়ে গেল, বাবা তো শিকার ক'রে ফিরে এলেন না? অতিথি মৃগমাংস না পেয়ে অভিশাপ দিয়ে চ'লে গেল। তুমি আমায় কেন শিকারে যেতে বল্‌লে না? আমি কি শিকার করতে পারি না? মেজকাকার কাছ থেকে আমি কেমন তীর ছুড়তে শিখেছি। দেখ্‌তে, এক নিমেষে আমি পাঁচ সাতটা মৃগ শিকার ক'রে ফিরে আস্‌তুম।

সত্যবতী। তাই তো, এখনো তিনি ফিরে এলেন না; মৃগয়ায়

গিয়ে তবে কি তাঁর কোন—না—না, অমঙ্গলের কথা আমি ভাব্‌বো না। ওগো হরিভক্ত মহারাজ! তুমি কোথায়? সপ্তাহকাল গত হ'তে চল্‌লো, কোনই সংবাদ নেই। জানি না, কি অশুভক্ষণে তুমি গৃহ হ'তে বহির্গত হ'লে! তবে কি—আবার অমঙ্গলের ছায়া! ওরে কে আছিস্‌, শীঘ্র তাঁর সংবাদ এনে দে। [চক্ষে জল পড়িল।]

ধর্ম্মাঙ্গদ। কেঁদো না মা! শ্রীহরির কৃপায় বাবা আমার শীঘ্রই ফিরে আস্‌বেন। তোমার চোখে জল দেখ্‌লে আমার যে বড় কষ্ট হয় মা! তুমি আর কেঁদো না।

সত্যবতী। ওরে ধর্ম্ম! চোখের জল যে শত চেষ্টাতেও ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌ছি নে। কত ভাবে প্রতিনিয়ত মনকে প্রবোধ দিচ্ছি—অমঙ্গলের ছায়া অন্তর হ'তে মুছে দিচ্ছি, তবু—মৃগমাংস না পেয়ে অতিথি ক্রুদ্ধ হ'য়ে চ'লে গেল—অভিশাপ দিয়ে গেল। এখনো তিনি মৃগশিকার ক'রে ফিরে এলেন না। ওই যেন অদূরে অন্ধকার সত্যবতীর সৌভাগ্য-রবিকে গ্রাস করতে ছুটে আস্‌ছে। জানি না, শ্রীহরির মনে কি আছে! মহারাজের হরিবাসরের আর সপ্তাহকাল অবশিষ্ট, এখনো তাঁর দেখা নাই। তবে কি এত সাধের হরিবাসর-ব্রত পূর্ণ হবে না?

ধর্ম্মাঙ্গদ। কেন হবে না মা? দয়াল হরি নিশ্চয়ই আমার বাবাকে আনিয়ে দেবেন! আমি যে দিন-রাত্তির দয়াল হরিকে ডেকে ডেকে বলি, ওগো দীননাথ! আমার বাবাকে তুমি শীঘ্র ফিরে এনে দাও। তোমার বাসর হবে—কত কীর্ত্তন হবে—কত তুমি আনন্দ পাবে—আমাদেরও কত আনন্দ হবে!

সত্যবতী। হায় রে অবোধ বালক! এটা যে সংসার! এখানকার প্রতি ধূলিকণা হ'তে যে বিযাক্ত বায়ু নির্গত হয়। এখানে স্বার্থ প্রলোভন অধর্ম্ম বিকট ব্যাদনে ছুটে আস্‌ছে জীবের সবটুকু শান্তিসুখ কেড়ে নিতে। এ যে বড় ভীষণ স্থান! এখানে অত সহজে কেউ কখনো অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারে নি—পারবে না।

ধর্ম্মাঙ্গদ। তবে কি হবে মা? বাবা কি তবে ফিরে আস্‌বেন না? শ্রীহরিরবাসর কি হবে না?

সত্যবতী। জানি না, দয়াময়ের কি ইচ্ছা! বোধ হয় আমাদের কাঁদ্‌তে হবে! চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল নৃত্য করছে! মনে হয় বাবা, আমাদের এবার কাঁদ্‌বার দিন এসেছে।

চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। সত্যই দেবী, এবার আমাদের কাঁদ্‌বার দিন এসেছে। এক সপ্তাহ গতপ্রায়, অগ্রজ আমার মৃগ শিকার ক'রে গৃহে ফিরে এলেন না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় দেবী! মনে নানারূপ অমঙ্গলের উদ্রেক হ'চ্ছে। দাদার অনুসন্ধানের জন্য রাজকর্ম্মচারীদের পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু কেউ তাঁর সন্ধান আন্‌তে পারলে না। আমার মনে হয়, অগ্রজের প্রত্যাগমনের বিলম্বপথে সেই স্বার্থপর দেবরাজের কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র আছে; নতুবা তিনি আজও পর্য্যন্ত ফিরে এলেন না কেন? গৃহে অভুক্ত অতিথিকে রেখে চ'লে গেলেন, অথচ—

সত্যবতী। দেবর! দেবর! আমি যে আর স্থির থাক্‌তে

পারছি নে। মনকে প্রবোধ দিয়ে আর যে রাখতে পারছি নে। যাও দেবর, তুমি যত শীঘ্র পার, মহারাজের সংবাদ নিয়ে এসো। হরি-বাসর-ব্রতের যে আর সপ্তাহকাল বাকী! একাদশ বর্ষের কঠোর সাধনা কি ব্যর্থ হবে দেবর?

চিত্রাঙ্গদ। সত্যই দেবী! মহর্ষি বশিষ্ঠও সেই কথা বলছিলেন। কিন্তু সেই রাজ্যলোলুপ স্বার্থপর নরপিশাচ রুদ্রাঙ্গদের জন্য যে আমি কোথাও যেতে পারছি না। আমার অবর্ত্তমানের সুযোগে সে তার দানববৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে। ধর্ম্মাঙ্গদের জন্য কেবল ভাবছি দেবী! সে যে আমাদের ইক্ষাকুকুলের শত আশার জীবন্ত সম্পদ! আমিও আর অশ্রু রাখতে পারছি নে দেবী! কি স্বার্থময় সংসার! ভাই চায় ভায়ের শোণিত, অথচ একই রক্তে যার সৃষ্টি!

সত্যবতী। দেবর! এ যে সংসার!

চিত্রাঙ্গদ। সংসার! সংসার ব'লেই কি এটা ভয়াবহ স্থান? এখানে কি সাধুর আশ্রম নেই, ত্যাগের পূজা নেই, প্রেমের উৎস নেই, দেবতার দেবত্ব নেই? স্বার্থ হিংসাই কি এখানকার দেব-দেবী? তাই যদি হয়, তা হ'লে আমার পূজনীয় অগ্রজকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করতে আমিও ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য সব ভুলে যাবো—জগতের বুকে পাপের জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে তুলবো। সত্যই যদি দেবরাজের চক্রান্তে অগ্রজ আমার কোন বিপদে পতিত হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে দেব-রাজেরও নিস্তার থাকবে না চিত্রাঙ্গদের এই অস্ত্রের আঘাত হ'তে।

সত্যবতী। তবে যাও দেবর! প্রকৃত ভাইয়ের মত ভাইয়ের বিপদ দূর করতে। আমি তোমার সর্ব্বাঙ্গে আশীর্ব্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছি,

তুমি বিশ্বজয় ক'রে ফিরে এসো ; তোমার ভ্রাতৃভক্তির অপূর্ব্ব গরিমায় এই ভারতভূমি অমরধাম হোক্ ।

চিত্রাঙ্গদ। কিন্তু মহারাণী! শত্রুবেষ্টিত এই রাজপুরীতে নিঃসহায় অবস্থায় তোমাদের মাতা-পুত্রকে ফেলে রেখে কেমন ক'রে যেতে পারি ? দাদা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার যে আমার উপর দিয়ে গেছেন। তখন দাদার সে আদেশ উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলে ভবিষ্যতে যদি তোমরা কোন বিপদে পতিত হও, তা হ'লে আমি জ্যেষ্ঠের নিকট কি কৈফিয়ৎ দেবো মহারাণী ?

ধর্ম্মাঙ্গদ। ভয় কি কাকাবাবু! আমাদের শ্রীহরি আছেন, তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন। কতদিন কত ভাবে তিনি আমাদের রক্ষা ক'রে এসেছেন। তোমার কি মনে নাই, সেই আমায় কাট্‌বার দিন ? তুমি যাও কাকাবাবু! বাবাকে আমার শীগ্‌গির ফিরিয়ে আনো। শ্রীহরিবাসরের দিন যে এসে পড়েছে। আর এই দেখ, বাবার জন্য মা আমার দিন-রাত্তির কত কাঁদছে—পাগলিনীর মত হ'য়ে গেছেন। বাবার জন্যে আমারও যে বড্ড মন কেমন করছে কাকাবাবু!

চিত্রাঙ্গদ। তাই তো! এক দিকে এদের রক্ষা করার কর্ত্তব্য—জ্যেষ্ঠের আদেশ, অন্য দিকে কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য জ্যেষ্ঠকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করা ; দুই কর্ত্তব্যের মাঝখানে প'ড়ে আমি যে জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়্‌ছি। জানি না কি করবো—কোন্ কর্ত্তব্য পালন করবো ?

সত্যবতী। যাও দেবর!

ধর্ম্মাঙ্গদ। ভয় কি কাকাবাবু, আমি শ্রীহরিকে খুব ডাক্‌বো।

গীত।

আমি কত অনুরাগে ডাকিব তাঁহাকে শ্রীহরি শ্রীহরি বলিয়া।
নয়নের জল শ্রীপদপঙ্কজে আদরে দেবো গো ঢালিয়া॥
কণ্ঠে তুলিব 'হরি' 'হরি' বুলি,
রাজবেশ ফেলি লবো নামাবলি,
তখন আসিবে শ্রীহরি আমার বাজায়ে মধুর মুরলী,
হৃদয়-আসনখানি দিব পাতিয়া॥

চিত্রাঙ্গদ। ডাক্—ডাক্ ধর্ম্মাঙ্গদ! তোর ওই সারল্যমণ্ডিত কণ্ঠে শ্রীভগবানকে ডাক্, যদি বালকের কাতর ক্রন্দনে দয়াময়ের যুগের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। দৈবের একি নির্ম্মম অত্যাচার! ধার্ম্মিকের উপর একি লাঞ্ছনা! সত্যব্রতচারী রুক্মাঙ্গদ, তাঁর অনিষ্টসাধনের জন্য দেবতার একি মহিমাবিকাশ!

সত্যবতী। যাও দেবর! আর বিলম্ব ক'রো না।

চিত্রাঙ্গদ। তাই তো দেবী, আমি যে বড় সংশয়ের মাঝখানে পড়্লুম!

সত্যবতী। ওঃ, তা হ'লে তোমার যাবার ইচ্ছা নাই? মুখের কথায় মায়ার অশ্রু দেখিয়ে তুমি জগতের চক্ষে ভ্রাতৃভক্ত সাজ্তে চাও? বাঃ—চমৎকার! জ্যেষ্ঠ বিপদে পতিত, তাঁকে উদ্ধার কর্তে যাবে না, অথচ জ্যেষ্ঠের নামে আত্মহারা! যাও দেবর! আমি চিনেছি তোমায়, আর তোমার যাবার প্রয়োজন নেই; যার ব্যথা, সেইই যাবে। মহারাজ তোমার কে? আমরা তোমার কে? আয় ধর্ম্মাঙ্গদ, আমরাই আজ মহারাজের অনুসন্ধানের জন্য যাবো।

চিত্রাঙ্গদ। কি, কি কহিলে ?
ভ্রাতৃদ্রোহী চিত্রাঙ্গদ—
ভ্রাতৃভক্তি নাহিক অন্তরে তার ?
মিথ্যা মোর জ্যেষ্ঠ-অনুরাগ ?
ওগো দেবী !
এতই নির্দ্দয় তুমি সন্তানের প্রতি ?
জান না কি মাতা,
রক্ষকবিহীন এই রাজপুরীমাঝে
ফেলে রাখি তোমাদের
কেমনে যাইতে পারি কহ গো পাষাণী !
কি জানি, যদি কোন ঘটে অমঙ্গল।
আশৈশব যাঁহার চরণতলে
নত করি শির,
ধীরে ধীরে উপনীত যৌবন-সোপানে,
আজি তাঁর তরে কাঁদিবে না প্রাণ ?
ভগবান! সাক্ষী থাকো তুমি,
চিত্রাঙ্গদ যাবে আজি জ্যেষ্ঠের সন্ধানে।
নহে সে পিশাচ—নহে ভ্রাতৃদ্রোহী,
ভ্রাতার সেবক—দাস !
দেবতার উচ্চাসনে দিয়াছি জ্যেষ্ঠেরে স্থান,
দিবারাত্র পূজি তাঁর চরণযুগল।
শোন—শোন রাজরাণী !

মাতা বলি সম্ভাষণ করেছি তোমারে.
তাই আজি পেলে পরিত্রাণ।
চলিলাম জ্যেষ্ঠের সন্ধানে,
সাবধানে থেকো মাতা !

[প্রস্থান।

সত্যবতী। তাই তো, ক্রোধের বশে দেবরের প্রাণে বড় ব্যথা দিলুম আজ। দেবর ! তুমি আমার অপরাধ নিও না। তুমি পুত্র, আমি মা, অভিমানে অনেক কিছু বলেছি তোমায়। চল ধর্ম্মাঙ্গদ, শ্রীহরির মন্দিরে গিয়ে শ্রীহরিকে আমরা প্রাণ খুলে ডাকিগে চল্।

রুদ্রাঙ্গদ ও বত্নের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। দাঁড়াও রাজরাণী ! আজ আর তোমাদের পরিত্রাণ নেই ; আজ আমি রত্ন বন্ধুকে আবার ফিরে পেয়েছি।

রত্ন। আমি কি তোমায় ভুল্‌তে পারি রুদ্রাঙ্গদ ! তুমি তো জান, আমি কে ?

সত্যবতী। দেবর ! দেবর !

রুদ্রাঙ্গদ। চুপ কর রাজরাণী ! আজ আমার স্বার্থ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি, আজ আমার সৌভাগ্যদেবীর অধিবাস। শক্তিহীন রাজপুরী ; কেউ নেই এখানে রুক্মাঙ্গদের অপ্রতিহত বেগ সহ্য করে। হত্যা—হত্যা, আজ তোমাদের হত্যা ক'রে আমি নিষ্কণ্টক হবো। তীব্র সে অপমান আমি ভুল্‌বো না। সে দিন দৈব কর্ত্তৃক প্রতারিত

হ'য়ে ধর্ম্মাঙ্গদকে হত্যা কর্‌তে পারি নি ব'লে মনে ক'রো না রাজ-রাণী, রুদ্রাঙ্গদের অভিলাষ পূর্ণ হবে না ! আজ দেবের পতন।

সত্যবতী। দেবর ! দেবর ! তুমি কি উন্মাদ হয়েছ ?

রুদ্রাঙ্গদ। হ্যাঁ, আমি উন্মাদ হয়েছি। রাজ্য আমার চাই। রাজ্যের জন্য প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হারিয়েছি—সৃষ্টির বুকে মূর্ত্তিমান পাপ সেজেছি ; রাজ্য চাই। রত্ন ! রত্ন ! চল—ধর্ম্মাঙ্গদকে ধ'রে নিয়ে চল, তারপর এই রাজরাণীর সম্মুখে ধর্ম্মাঙ্গদকে বলি দিয়ে সেই উত্তপ্ত শোণিতে আমি রাজটীকা ধারণ কর্‌বো।

রত্ন। এসো কুমার ! [ধর্ম্মাঙ্গদের হস্তধারণ]

ধর্ম্মাঙ্গদ। কাকাবাবু ! কাকাবাবু !

সত্যব্রতী। কর্‌ছো কি—কর্‌ছো কি দেবর ! স্বার্থের জন্য এ কি অমানুষিক কার্য্য কর্‌ছো ? একদিন মা হ'য়ে নিজের পুত্রকে হত্যা কর্‌তে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলুম—

রুদ্রাঙ্গদ। তবে আজ কেন বাধা দিচ্ছো ? সেই রকম ত্যাগের ছবিটা না হয় আবার এঁকে দাও !

সত্যবতী। অযোধ্যাকে রক্ষা কর্‌তে পুত্র বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলুম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, পুত্র বিসর্জ্জন দিলেও অযোধ্যা রক্ষা হবে না ; কারণ তোমার চরিত্র কোন দিনই সংশোধিত হবে না। স্বার্থ পাপ তোমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, তুমি আর মানুষ হ'তে পার্‌বে না। কিছুতেই যখন তোমার চৈতন্য হ'চ্ছে না, তখন আর তোমার জন্য নিজের পুত্রকে বলি দিই কেন ? স্বার্থপর ! পিশাচ ! ভ্রাতৃদ্রোহী ! যাও—যাও বল্‌ছি ! বহুবার তোমায় পুত্র

ব'লে ক্ষমা ক'রে এসেছি, তোমার জন্য বহু যন্ত্রণা সহ্য করেছি, কিন্তু আর হবে না, আশীর্ব্বাদের দুর্গদ্বার রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, এই বার অভিশাপ ঝ'রে পড়্‌বে।

রুদ্রাঙ্গদ। বটে ? আবার দর্প দেখানো হ'চ্ছে ! নিয়ে চল—নিয়ে চল রত্ন ! দেখি অভিশাপের কত শক্তি।

রত্ন। [ধর্ম্মাঙ্গদকে টানিতে লাগিল।]

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা ! মা !

সত্যবতী। পুত্র আমার ব্যাঘ্রের কবলে পতিত। ওরে—ওরে, কে আছিস্, ছুটে আয়—ছুটে আয়, তোদের রাজপুত্রকে রক্ষা কর্। ভগবান ! তোমার রাজত্বে এত অনাচার ? ওরে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে রাক্ষস ! কোথায় নিয়ে যাবি আমার ব্যথার শান্তিটুকুকে ? দেবর ! দেবর ! আমি মা, তোমার হাতে ধ'রে বল্‌ছি—

রুদ্রাঙ্গদ। না—না, কোন কথা শুন্‌তে চাই না। স'রে যাও—স'রে যাও ! মায়াবিনী ! তোমারি জন্য আমি রাজ্যলাভে বঞ্চিত হ'য়েছিলুম। যাও—যাও !

সত্যবতী। উঃ, নারায়ণ ! রক্ষা কর আমার পুত্রকে। কই—কই দয়াদয় ! কোথায় তোমার আর্ত্তত্রাণের মূর্ত্তি—মাভৈঃ বাণী ? ধর্ম্মাঙ্গদ ! ধর্ম্মাঙ্গদ !

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা—মা !

রুদ্রাঙ্গদ। নিয়ে চল রত্ন ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

সত্যবতী। না—না, আমার বাছাকে কোথাও নিয়ে যেতে

দেবো না। আমার পুত্র—স্নেহের সম্পদকে ওরে রাক্ষস, কোথায় নিয়ে যাবি ? [ধর্ম্মাঙ্গদকে ধরিতে উদ্যত]

রুদ্রাঙ্গদ। [বাধা দিয়া] সাবধান ! আজ আমি নারীহত্যা কর্‌তেও কুণ্ঠিত হবো না। চল রত্ন !

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা—মা—

[ধর্ম্মাঙ্গদকে লইয়া রত্নের প্রস্থান ।

সত্যবতী। ওহো-হো, ভগবান ! এ কি কর্‌লে !

রুদ্রাঙ্গদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ ! শোন—শোন রাজরাণী ! তোমারি সম্মুখে তোমারি পুত্রকে বলি দেবো. কালীমন্দিরে যাবার জন্য তোমায় নিমন্ত্রণ ক'রে গেলুম।

[প্রস্থান ।

সত্যবতী। নিয়ে গেল ধর্ম্মাঙ্গদকে ! উঃ, কি নির্ম্মম পাষাণ ! এত অশ্রু, সবই কি বিফলে ঝ'রে পড়্‌লো ? সন্তানহারা জননীর যে কি যন্ত্রণা, তা কে জান্‌বে ! ধর্ম্মাঙ্গদ ! না—না, একদিন আমিই তো তাকে মরণের কোলে তুলে দিতে গিয়েছিলুম, আজ তবে তার জন্য এত কাঁদ্‌ছি কেন ! আমার অলোক আছে, আমি তাকেই বুকে ক'রে ধর্ম্মাঙ্গদের অদর্শনজ্বালা ভুলে যাবো।

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম।—

গীত।

আঁধার আলোকে ভরা অসীম বিশ্ব।
ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে কত নব দৃশ্য॥

কেন মা নয়নে জল, কেন কাঁদ অবিরল,
ডাকো মা তাঁহারে ডাকো পরাণ খুলে,
অমল বিমল করে ঘুচাবে বেদনা তব,
ব্যথার যে ব্যথী সে থাকে কি ভুলে,—
হের মা অদূরে ওই ভুবন মোহিত করা
ললিত ঊষার কিবা সুমধুর হাস্য ॥

[প্রস্থান।

সত্যবতী। ওরে, কে তুই আমার হৃদয়ভাঙ্গা নিরাশার মাঝখানে আশার আলোক তুলে ধরলি? আমি যে আজ অকূলে পড়েছি! আমার বুকের রত্ন আজ দস্যুতে লুটে নিয়ে গেল। ইচ্ছাময়! এও কি তোমারি ইচ্ছা? তাই হোক—তাই হোক্—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, তুমি যে মঙ্গলময়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গদাধর শর্ম্মার বাটী।

গদাধরের প্রবেশ।

গদাধর। সব পণ্ড হ'য়ে গেল—সব পণ্ড হ'য়ে গেল। কোথায় মহারাজের হরিবাসরে ভূরি-ভূরি আহার ক'রে বৃহৎ বৃহৎ পুঁটলী বেঁধে জন্ম সার্থক হবে, তা না, সব ভেস্তে গেল! এক ব্যাটা অতিথি

এসে তবলা ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল। মহারাজ গেলেন বনে মৃগ শিকার কর্‌তে অতিথিকে খেতে দেবেন ব'লে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁর দেখাটী নেই। তবে কি মহারাজকে বাঘে টাগে খেয়ে ফেল্‌লে নাকি! রাজ্যিময় হুলুস্থূল প'ড়ে গেছে—মেজ কুমারও মহারাজের সন্ধানের জন্য গেছেন—এদিকে ছোট কুমার তো কিস্তিমাৎ কর্‌ছেন। রাজ-কুমারকে বন্দী ক'রে রেখেছেন, শুন্‌ছি কালীমায়ের কাছে বলিদান দেবে। বলিদান টলিদান যা হয় হোক্ না কেন, কিন্তু নেমন্তন্ন কই? হায়-হায়! গিন্নীর তো আর পেটে ভাত যাচ্ছে না। হায়-হায়-হায়, সব মাটি হ'য়ে গেল! কি আর কর্‌বো এখন, বাঁই-বাঁই-বাঁই ক'রে খানিকক্ষণ গদা ঘুরুই। [গদা ঘুরাইতে লাগিল] গায়ে আর বল নেই বাবা! হরিবাসরে খেতে যাবো ব'লে গিন্নী ক'দিন হ'তে কম ক'রে ভাত খেতে দিচ্ছে; বলে, এখন হ'তে পেট খালি না রাখ্‌লে সেখানে গিয়ে খাবে কি ক'রে? কিন্তু একটা কথা, ছোট রাজকুমার আমায় অত ডাকাডাকি কর্‌ছে কেন? মতলবখানা কি? যে দিন দেখা কর্‌তে যাবো ব'লে আর যাওয়া হ'লো না। যাই হোক্, যেতে হবে একবার, নইলে কি আর রক্ষে আছে!

কাঁদিতে কাঁদিতে ষষ্ঠীচরণের প্রবেশ।

ষষ্ঠীচরণ। ও বাবা! ও গদা বাবা!

গদাধর। গদা বাবা? ছেলের কি প্রখর বুদ্ধি! বল গোপাল, কি হয়েছে?

ষষ্ঠীচরণ। মা মার্‌লে।

গদাধর। এঁ্যা—মার্‌লে? তোমায় মার্‌লে? কি ভয়ঙ্কর কথা! কি স্পর্দ্ধা তার, তোমায় মার্‌লে! বীর পুত্র হ'য়ে তুমি তা সহ্য কর্‌লে? বীরের সন্তান হ'য়ে তুমি বীরত্বের পরিচয় দিলে না কেন?

ষষ্ঠীচরণ। আমিও ঘা কতক দিয়ে দিয়েছি—হুঁ।

গদাধর। ভাল—ভাল; এই তো চাই! মাকে মারবে—বাপকে মার্‌বে, তবেই তো ছেলে।

ষষ্ঠীচরণ। দেখ বাবা! লোকের মা ম'রে যায়, আবার মা হয়, কিন্তু বাবা ম'রে গেলে আবার বাবা হয় না কেন?

গদাধর। হবে—হবে মাণিক, এইবার গণ্ডা গণ্ডা বাবা হবে। দেশে যা হাওয়া উঠেছে, নৃতন নৃতন বাবা না হ'লে কি চলে! আমি ম'লে তোমার ঝুড়ি ঝুড়ি বাবা হবে মাণিক! তুমি মনের সাধে যত পার্‌বে বাবা ব'লে ডাক্‌বে।

ষষ্ঠীচরণ। তা হ'লে তুমি আজই মর না কেন, কেমন আবার নতুন বাবা হবে! হিঃ-হিঃ-হিঃ!

গদাধর। মার্‌বো—মারবো—এখনি গদা মার্‌বো রে হারাম-জাদা! আমি মর্‌বো? আমি মর্‌বো? আরে আরে ভূতের নন্দন—

চন্দ্রমণির প্রবেশ।

চন্দ্রমণি। কি, ষষ্ঠীচরণকে তুমি মার্‌বে? কই, মার দেখি!

গদাধর। তুমি তো ওকে মেরেছ!

চন্দ্রমণি। আমি মার্‌বো ব'লে তুমিও মার্‌বে? তোমার উপর রাগ ক'রেই তো ষষ্ঠীচরণকে মেরেছিলুম।

গদাধর। আমার ওপর রাগ ক'রে তুমি ছেলেকে মেরেছ ?

চন্দ্রমণি। মেয়েমানুষে সোয়ামির ওপর শ্বশুর-শাশুড়ির ওপর রাগ ক'রেই তো ছেলেকে মারে। মহারাজের হরিবাসর তো হ'লো না! হায়-হায়, কত কি ভালমন্দ পাওয়া যেতো!

গদাধর। আজ থেকে যেন আর আধপেটা খাইও না। ক'দিন আধপেটা খেয়ে খেয়ে মরছি।

চন্দ্রমণি। কিন্তু তুমি কি উপায় উপার্জ্জন কিছুই করবে না ? যজমানের কাজ-কর্ম্ম বন্ধ ক'রে দিয়েছ, কেবলই ওই তুম্বো গদাটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! ভাগ্যি আমার ষষ্ঠীচরণ হয়েছিল, তবু শিষ্যি যজমানের কাজগুলো ক'রে আসছে। তুমি থাকাও যা, না থাকাও তাই।

ষষ্ঠীচরণ। সত্যি কথা মা! বাবা খালি ব'সে ব'সে খাবে! তার চেয়ে ম'রে গেলে আবার একটা নতুন বাবা হবে—হিঃ-হিঃ-হিঃ!

গদাধর। দূর হ—দূর হ হতভাগা! একবারে অধঃপাতে গেছে।

চন্দ্রমণি। তোমারি ছেলে তো! বলি, যদি কাজকম্ম না কর, তা হ'লে ভিটেয় আর ঢুকতে পাবে না।

ষষ্ঠীচরণ। প্রবেশ নিষেধ!

[উভয়ের প্রস্থান।

গদাধর। না বাবা, দিনরাত গিন্নীর নাকনাড়া আর সহ্য হয় না! মাগীর কেবলই চিন্তা, কি ক'রে একদিনে বড়লোক হই—কি ক'রে এক ঝুড়ি গয়না হয়। উঠতে বসতে আমায় চোখরাঙানি। না, আমায় যে কোন প্রকারে বড়লোক হ'তেই হবে।

ঘোষবাদকের প্রবেশ ।

ঘোষবাদক । শোন শোন সব অযোধ্যাবাসীগণ ! ছোট রাজকুমার দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দেবেন, যে ব্যক্তি রাজকুমারকে হত্যা করতে পারবে ।

[বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান ।

গদাধর । এ্যাঁ, এ আবার কি ? দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার রাজকুমারকে বধ করতে পারলেই ? ব্যস—তবে আর কি ! যাই, এইবার আমি বড়লোক হবো—বড়লোক হবো । দেখিস্ গদা ! পুরস্কারটা যেন পেতে পারি । একটা ছোট ছেলেকে আর হত্যা করতে পারবো না ? খুব পারবো ।

নীলু ভট্টাচার্য্যির প্রবেশ ।

নীলু । ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা !

গদাধর । একি, নীলু দাদা যে ! বলি আছ কেমন ?

নীলু । ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা !

গদাধর । এত ক্ষুধা কেন দাদা ?

নীলু । আর ভায়া, মহারাজের হরিবাসরে নেমতন্ন খেতে যাবো ব'লে তোমার বৌদি আজ তিন দিন হ'লো আমায় কিছুই খেতে দেয় নি ।

গদাধর । বল কি দাদা ! তা হ'লে তো তুমি ম'রে গেছ !

নীলু । ভূত হয়েছি—ভূত হয়েছি । মাগীকে এত ক'রে বলছি

যে হরিবাসর হবে না, তবু মাগী শুন্‌বে না—কিছুতেই খেতে দেবে না। তুমি চল ভাই, তোমার বৌদিকে বুঝিয়ে ব'লে আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও, নইলে যে মারাত্মক অবস্থায় পতিত হবো।

গদাধর। চল—চল! আহা দাদা আমার! তুমি তিন দিন উপোস ক'রে আছ, আর আমারও দশা তাই, আমিও আধপেটা খেয়ে আছি।

নীলু। এসো ভাই, শীগ্‌গির এসো! বড় ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা!

গদাধর। সাবধান! যেন আমাকে খেয়ে ফেলো না—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মায়াপুরী।

রুক্মাঙ্গদের হাত ধরিয়া উর্ব্বশীর প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। সোহাগ! সোহাগ! এইবার আমায় বিদায় দাও। আমি বর্ণে বর্ণে আমার সত্যরক্ষা করেছি। আর কেন? অভুক্ত অবস্থায় অতিথিকে গৃহে রেখে আজ কতদিন হ'য়ে গেল আমি মৃগ-শিকার করতে এই অরণ্যে এসেছি। কতদিন যে এসেছি, তাও আমার স্মরণ হ'চ্ছে না। সোহাগ! আমার সত্যরক্ষা করতে সতী-সাধ্বী স্ত্রী বর্ত্তমানে আমি তোমায় বিবাহ করেছি। এইবার আমায়

বিদাও দাও ! আমার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখে অতিথি হয় তো ক্রুদ্ধ হ'য়ে চ'লে গেছে—রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়েছে—আমার স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা আকুল-উৎকণ্ঠায় দিন অতিবাহিত করছে ! আর তুমি আমায় বন্দী ক'রে রেখো না, বিদাও দাও !

উর্ব্বশী । সে কি ! এতই নির্ম্মম তুমি প্রিয়তম ?
কোন্ দোষে অবলারে ত্যজি
চ'লে যাবে নাথ দৃষ্টির অন্তরে ?
আমা লাগি কাঁদিবে না পরাণ তোমার ?
কিন্তু কেমনে রহিব আমি,
তব অদর্শন-জ্বালা সহিব কেমনে ?
উঃ—নিষ্ঠুর !
আমা প্রতি হইয়াছে অভিমান বুঝি ?
কেন—কেন, কহ মোরে,
অচিরে সে অভিমান দিব হে ঘুচায়ে ।

গীত ।

তোমারে তুষিব প্রিয় দিয়ে কত ভালবাসা ।
কেন হে অভিমান যৌবন সুখ-আশা ॥
জোছনা নিশার ওই মৃদুল পবনে,
তমালতলে বঁধু বসিয়া দু'জনে,
প্রেমেরি সাগরে যাবো হে ভাসিয়া,
রবে না জ্বালা আর রবে না পিয়াসা ॥

রুক্মাঙ্গদ । আর না—আর না সোহাগ ! আমায় ছেড়ে দাও !

আমার শ্বাস যে ক্রমশঃ রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে। আমার বুকখানা বুঝি এইবার চৌচির হ'য়ে গেল। পৃথিবীটা যে অন্ধকারময় দেখ্‌ছি! তোমার ওই সোহাগজড়িত রূপের কারাগারে বন্দী হয়েছি সত্য, কিন্তু তা ব'লে আমি কি ধর্ম্মহারা হয়েছি? না সোহাগ, আমি ধর্ম্ম-হীন হ'য়ে এ সংসারে বেঁচে থাক্‌তে পারবো না। আমায় ছেড়ে দাও সোহাগ!

উর্ব্বশী। দুদিনের তরে কেন তবে হৃদি বিনিময়?
এতই পাষাণ যদি তুমি হে পুরুষ,
কেন তবে লুটে নিলে সর্ব্বস্ব আমার?
আগে যদি জানিতাম
প্রণয়ে হতাশ, মিলনে বিষাদ,
তা হ'লে কি তোমার চরণতলে
সঁপিয়া পরাণ, দহিতাম তোমারি লাগিয়া?
ওগো প্রিয়তম! হ'য়ো না নিদয়,
ভুলে যাও বিদায়ের কথা।
তোমারি বিহনে কেমনে রহিব আমি?
ওগো, রক্ষা কর জীবন আমার।

রুক্মাঙ্গদ। আবার আসিব প্রিয়ে!
তুষিব পরাণ তব, না কর আশঙ্কা।
তব ভালবাসা অতুলন, নহে ভুলিবার।
কিন্তু আর সময় নাহিক মোর!
গৃহে যে অতিথি, মৃগমাংস চাই।

উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধি সত্যরক্ষা করেছি আমার,
এইবার রক্ষা কর নিজ সত্য তব।
ওই—ওই শোন সকরুণ ধ্বনি
নীরব অরণ্যপথে
কি এক গভীর ব্যথা করিছে জ্ঞাপন।
ওকি, কাঁদে কারা আর্ত্তকণ্ঠে ?
এ যে পরিচিত কণ্ঠস্বর মোর।
ওই যেন ধূমায়িত অযোধ্যা-আকাশে
ত্রাহি-ত্রাহি উঠিছে নিনাদ !
ওই অতিথির অভিশাপ
দগ্ধ করে অযোধ্যা আমার,
আর আমি হেথা আছি বন্দী
তুচ্ছ এক রমণীর প্রেমের কারায় !
ধিক্—ধিক্ ! শত ধিক্ মোরে।
ওকি, কে—কে কাঁদে ?

[অলক্ষ্যে রাজলক্ষ্মী গাহিতে লাগিল।]

রাজলক্ষ্মী।—

গীত।

ঘুমঘোরে কেন আছ অচেতন।
ওরে অবোধ, ওরে মাণিক রতন॥
ও দিকে ওই কাল রাহু এসে, তোর যে সকল বিভব নাশে,
আমার বুকটা দ'লে দ'লে কাঁদায় আমায় অনুক্ষণ॥

আমার সাথে আয় না ছুটে, আঁধার হ'তে আলোকতটে,
নইলে যে সব নেবে লুটে, নয়নজলে ভাস্‌বি তখন ॥

[অন্তর্দ্ধান ।

রুক্মাঙ্গদ। কে তুমি মা, ব্যথাভরা প্রাণে
কেঁদে ফেরো পথে পথে অনাথিনী সম ?
সঙ্গীতের প্রতি বাণী তব
কহে মোর অন্তরে অন্তরে
তুমি মোর [redacted] আপনার সাধনার দেবী।
সন্তানের নেহারি বিপদ,
তাই বুঝি এসেছ জননী
লইয়া জ্ঞানের দীপ মঙ্গল করেতে
নরকের ঘন অন্ধকারে ?
চিনেছি তোমারে দেবী, কেবা তুমি মোর ;
রাজলক্ষ্মী তুমি মঙ্গলদায়িনী।
যদি এসেছ কল্যাণী !
তবে হাত ধ'রে নিয়ে চল মোরে,
যথা আছে পুণ্যের আলোক।

উর্ব্বশী। [স্বগত] বশীভূত হয় নি এখনো,
নীমিলিত হয় নাই জ্ঞানের নয়ন।
রুক্মাঙ্গদ ! পড়িয়াছ উর্ব্বশীর
মায়ার ফাঁদেতে ; কোথায় যাইবে ?
কই, কোথা লো সঙ্গিনীগণ !

নানা রঙ্গে রাখ্ লো ভুলায়ে
তোরা অযোধ্যাপতিরে।

সুরাপাত্রহস্তে গীতকণ্ঠে মায়ানারীগণের প্রবেশ।

গীত।

মায়ানারীগণ।— ধর হে ধর প্রিয় অমিয় মধুর,
চিত্তবেদনা তব কর হে দূর।
মিটিবে পিয়াসা, পূরিবে আশা,
খেলিবে দামিনী, ছুটিবে তটিনী,
বাঁশীতে উঠিবে প্রেমেরি সুর॥

উর্ব্বশী।— আমারে দলিয়া মথিয়া, পাগল করিয়া,
ওগো যেও না চলিয়া প্রিয় চলিয়া,
আমি রহিব কেমনে, তোমারি বিহনে,
আমার সকল কামনা হবে যে চুর॥

মায়ানারীগণ।— তুমি যেও না অজানা অতিথি,
উর্ব্বশী।— রহ হিয়ার আসনে করি মিনতি,
মায়ানারীগণ।— মোরা গাহিব গীতি দিবা রাতি,
উর্ব্বশী।— আমি ঢালিব সোহাগ ভরপুর॥

রুক্মাঙ্গদ। উঃ, একি—একি! তীব্র বিষ
করে উদ্গীরণ বিষধরীগণ!

উর্ব্বশী। [সুরাপাত্র লইয়া]
হের—হের প্রিয়তম!
কি সুন্দর স্বর্গের অমৃত,

নিয়ে এলো সহচরীগণ
অমরার পুরী হ'তে তোমারি লাগিয়া।
পান কর মনোসুখে,
দূর হবে প্রাণের যাতনা।

রুক্মাঙ্গদ সুরা—সুরা, না—না, তীব্র বিষ!
সুরাপান করিতে যে মানা।
যাও—যাও—স'রে যাও,
ফেলে দাও সুরা, নাহি প্রয়োজন।
এ জীবনে সুরা স্পর্শ করি নাই কভু।
ক্ষমা কর মোরে, সুরাপানে
অনুরোধ করিও না আর!

উর্ব্বশী। কর পান—কর পান প্রিয়তম!
কেন কর নিষ্ঠুর আচার?
ইহা নহে সুরা, স্বর্গের অমিয়,
সুরগণ পান করে যাহা।

রুক্মাঙ্গদ একি! একি! ধীরে ধীরে
কোথা যায় সর্ব্বস্ব আমার!
একে একে সব যেন ডুবে যায়
বিস্মৃতির নীরে। ভুলে যাই
কেবা আমি—কোথায় নিবাস,
কাহার সন্তান—কেন বা হেথায়?
সোহাগ! সোহাগ!

উর্ব্বশী। ধর—ধর নাথ! [পানপাত্র ধরিল]

রুক্মাঙ্গদ। সোহাগ!

উর্ব্বশী। পান কর—ক'রো না বিলম্ব।

রুক্মাঙ্গদ। [সুরাপানে উদ্যত হইলেন।]

গীতকণ্ঠে জ্ঞানের প্রবেশ।

জ্ঞান।—

গীত।

ফেলে দাও বিষের বাটি খেও না আর খেও না।
ওই মায়াবিনীর মায়ার ছলনায় পথ ভুলে যেও না॥

রুক্মাঙ্গদ। বিষ? বিষ? বিষ ইহা?

জ্ঞান।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

খাঁটী বিষে মরবে জ্ব'লে, কালনাগিনী দিচ্ছে ঢেলে,
ও বিষ কাটানোর নাইক মন্ত্র গুণিন তেমন মেলে না॥

[প্রস্থান

রুক্মাঙ্গদ। বিষ? বিষ?

উর্ব্বশী। না—না, বিষ নহে—স্বর্গের অমৃত।
কেন শোন উন্মাদের কথা;
দেখ—দেখ কিবা মনোহর,
পানে ক্লান্তি যাইবে তোমার,
কত শান্তি পাইবে পরাণে!

রুক্মাঙ্গদ। সোহাগ! সোহাগ! সত্য কহ কেবা তুমি?
জানি না কি সর্ব্বনাশ সাধিতে আমার
দাও এত ভালবাসা ঢেলে!

উর্ব্বশী। যোগ্য জনে স্বামীরূপে করেছি বরণ,
কি দোষ তাহাতে?
তবে আমারে ভুলিয়া যাইবে কোথায়?
ওগো, আমি যে মরমে মরিয়া যাবো—

রুক্মাঙ্গদ। কিন্তু গৃহে আছে ভার্য্যা এক,
আমারি বিহনে হায় কতই কাঁদিছে!
উঃ, সোহাগ! কি করলে নারী,
মহাপাপে ডুবালে আমারে?

উর্ব্বশী। ওগো হৃদয়-দেবতা! পত্নী আমি তব,
তাই তোমারি সুখের লাগি এত সাধি আমি।
আমারে বিশ্বাস কর;
স্পর্শ করি কহিতেছি তোমা, পান কর—
সব অবসাদ মুহূর্ত্তে লইবে লয়।

রুক্মাঙ্গদ। পান করি তবে—[সুরাপান]
আঃ—আঃ, কি সুন্দর!
দূর হ'লো চিত্তের সন্তাপ,
জাগে প্রাণে আনন্দ অপার।
একি, কেন আমি আপন হারাই?
কোথা যাই? ওকি! ওকি!

মরি মরি কি সুন্দরী তুমি লো সোহাগ !
আকর্ণপূরিত আঁখি বিলোল কটাক্ষ,
সুধাংশু জিনিয়া বদনমণ্ডল,
অধরে মৃদুল হাসি,
পীনোন্নত পয়োধর মরাল গতিটী,
মরি-মরি স্বর্গের সম্পদ !
এসো—এসো, বুকে এসো মোর,
দাও মোরে সোহাগের আলিঙ্গন !
[সোহাগকে বক্ষে ধারণ]
যাক্—যাক্ মোর পুণ্যধর্ম্ম অতিথিসৎকার,
শ্রেষ্ঠত্বের হোক্ বলিদান !
থাকো শুধু তুমি লো সোহাগ
বক্ষমাঝে মোর অনন্তের শান্তিধারা ল'য়ে ।
কেবা আমি ? কেবা আমি ?
না—না, আমি হই সোহাগের দাস ।

উর্ব্বশী । আমিও তোমার দাসী ।
ওলো, তোরা তুষ্ট কর্ প্রাণনাথে মোর ।

মায়ানারীগণ ।—

গীত ।

প্রেম-সায়রে বঁধু এবার ডুব্‌লো ।
কাজল-কালো আঁখির ঠারে বঁধু এবার মজ্‌লো ॥

ছুট্‌লো মধু গন্ধ, আর কেন লো সন্ধ,
বঁধু বন্ধ তোমার হ'লো যাওয়া জারিজুরী টুট্‌লো ॥
প্রেয়সীর কোমল চারু অঙ্গে, বঁধু ঝাঁপিয়ে পড় রঙ্গে,
মোরা খেল্‌বো তখন তোমার সনে, আজ মনের মানুষ মিল্‌লো ॥

রুক্মাঙ্গদ। চমৎকার—চমৎকার! স্বর্গ—স্বর্গ!

দ্রুত চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। দাদা! [রুক্মাঙ্গদের পদতলে পতন।]

রুক্মাঙ্গদ। একি! কে—কে তুমি?

চিত্রাঙ্গদ। চিত্রাঙ্গদ—অনুজ তোমার;
বহু কষ্টে পাইনু সন্ধান তব।

রুক্মাঙ্গদ। আমার অনুজ! কই? না—না, আমার তো কেউ অনুজ ছিল না। যাও—যাও, নিশ্চয়ই তুমি কোন উন্মাদ।

চিত্রাঙ্গদ। এঁ্যা—একি! এই কি সেই ধর্ম্মগতপ্রাণ হরিভক্ত মহারাজ রুক্মাঙ্গদ, না তাঁর পুণ্যকায়ায় ধর্ম্মভ্রষ্ট কোন পাপাচারী পিশাচ আবির্ভূত হয়েছে? আমি যে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে! আর কে ওই নারী? তবে কি আমি ভুল ক'রে অন্য কোথাও এসেছি? না—না, আমি তো ভুল করি নি! এ যে জীবন্ত সত্য। উনিই তো মহারাজ রুক্মাঙ্গদ—আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠ! তবে? দাদা! দাদা!

রুক্মাঙ্গদ। আঃ, আবার দাদা? এঃ, দেখ্‌ছি তুমি আমায় বিরক্ত ক'রে মারবে। নিশ্চয়ই তুমি পাগল, নতুবা তোমার এত

ভ্রান্তি কেন ? সোহাগ ! সোহাগ ! তুমি ওকে এখান হ'তে তাড়িয়ে দাও ; আমার এমন আনন্দ নষ্ট হ'য়ে যায় যে !

উর্ব্বশী। যাও না বাপু ! কেন তুমি আমাদের বিরক্ত করতে এখানে এসেছ ? আমরা তো তোমাকে চিনি না। তুমি কাকে কি বল্‌ছো গা ?

চিত্রাঙ্গদ। আপনি কি বল্‌ছেন দেবী ? ইনি যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর—অযোধ্যাপতি মহারাজ রুক্মাঙ্গদ। আজ এক সপ্তাহ গত প্রায়, অতিথিসেবার জন্য মৃগশিকার করতে অরণ্যে এসেছেন।

রুক্মাঙ্গদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! যুবক কি বল্‌ছে সোহাগ ? আমায় আবার রাজা বল্‌ছে না ? আমি রাজা ? এঁ্যা—একি ! সহসা বিদ্যুৎ-স্ফূরণ ! আমার চোখের সামনে ও সব কি ভেসে উঠ্‌লো ? না—না, কে আমি ? নেই—নেই—আর নেই।

চিত্রাঙ্গদ। দাদা ! দাদা ! জানি না তুমি কোন্ মায়াবিনীর মায়ায় আজ আত্মবিস্মৃত হয়েছ ? দাদা ! আমি তোমার স্নেহের চিত্রাঙ্গদ। তুমি যে অতিথির জন্য মৃগশিকার করতে অরণ্যে এসেছিলে ! এখন সব ভুলে যাচ্ছ ? চল দাদা, আর মৃগশিকারে আবশ্যক নেই ; তোমার জন্য যে কনক-অযোধ্যা কাঁদ্‌ছে—ছারখার হ'তে বসেছে !

রুক্মাঙ্গদ। রাজ্য ? আমার রাজ্য ? হাঃ-হাঃ-হাঃ ! সোহাগ ! সোহাগ ! চল—চল ! এখান হ'তে চ'লে যাই চল ! যুবক নিশ্চয়ই উন্মাদ।

চিত্রাঙ্গদ। একি ভ্রম ! একি পরিবর্ত্তন ! দেবী ! দেবী ! বল্‌তে

পারেন, আমার দাদার এ সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে ? যদি জানেন, আমায় বলুন, সেই শত্রুর বিনাশসাধন ক'রে মর্ম্মজ্বালার অবসান করি।

উর্ব্বশী। কি ক'রে জান্‌বো ? ইনি তো আমার স্বামী। তুমি কি বল্‌ছো ? এঁর তো কিছুই হয় নি। নিশ্চয়ই তুমি ভুল ক'রে এঁকে দাদা বল্‌ছো।

চিত্রাঙ্গদ। ভুল ? না—না, এত ভুল তো চিত্রাঙ্গদের হবে না। ইনিই যে আমার দাদা ; আশৈশব যেমন দেখে এসেছি, আজও তাই দেখ্‌ছি। সহস্র সন্তানের মাঝখান হ'তে মা যেমন তার আপন সন্তানকে চিনে নেয়, আমিও যে শত সহস্র বিস্মৃতির মাঝখান হ'তে আমার সেই দেবপ্রতিম দাদাকে চিন্‌তে পেরেছি। আমার মনে হয়—

উর্ব্বশী। কি মনে হয় ?

চিত্রাঙ্গদ। মনে হয়, নিশ্চয়ই তুমি মায়াবিনী অথবা সেই স্বার্থপর দেবরাজ প্রেরিত স্বর্গের কোন বারাঙ্গনা ! তুমিই আমার দাদাকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছ ; তোমারি মোহিনী বিদ্যায় দাদা আমার আজ বাস্তব জগতের বহুদূরে চ'লে গেছেন। নতুবা সেই হরিভক্ত রাজা আজ আত্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত—উন্মাদপ্রায়—সামান্য একটা নারীর অনুগত দাস !

উর্ব্বশী। কি, আমার অপমান ! ওগো, তোমার সাম্‌নে একজন অপরিচিত আমার অপমান কর্‌বে ? [ক্রন্দন]

চিত্রাঙ্গদা। না দেবী, অপমান নয়। অভিমানে বুক ফেটে রূঢ় বাক্য ছুটে যাচ্ছে। যাক্, তুমি যে হও—সে হও, দয়া ক'রে তুমি আমার দাদাকে মুক্তি দাও। নতুবা—

উর্ব্বশী । [উত্তেজিতভাবে] নতুবা ?

চিত্রাঙ্গদ । নতুবা আমার বিপথগামী দাদাকে সুপথে টেনে আন্‌তে নারীহত্যাতেও কুন্ঠিত হবো না ।

উর্ব্বশী । কি—কি, তুমি আমায় হত্যা কর্‌বে ? এতদূর স্পর্দ্ধা তোমার যুবক ?

চিত্রাঙ্গদ । হ্যাঁ—স্পর্দ্ধা ! আমার দাদা—অন্য কেউ না । এক-জনের জন্য শত শত জন কাঁদ্‌ছে নারী ! তাদের সে বেদনার অশ্রুধারা কে মুছিয়ে দেবে পাষাণী ? শোন—শোন, শেষবার বল্‌ছি, তুমি যদি অচিরাৎ ধর্ম্মধ্বজ রুক্মাঙ্গদের সঙ্গ ত্যাগ না কর—

উর্ব্বশী । কি—কি ?

রুক্মাঙ্গদ । দূর হ ! দূর হ কুক্কুর ! তুই আমার সোহাগের অপমান করতে চাস্‌ ? সোহাগ ! সোহাগ ! তুমি ওকে পদাঘাত কর্‌তে কর্‌তে এখান হ'তে তাড়িয়ে দাও ।

চিত্রাঙ্গদ । দাদা ! দাদা ! কেন তুমি এমন হ'লে ? ওগো হরি-ভক্ত রাজা ! জানি না, কার অভিসম্পাতে আজ তুমি বিপথগামী ! ফিরে চল তোমার সোনার অযোধ্যায় । ওই শোন, প্রজাগণ—'হা রাজা' 'হা রাজা' ব'লে আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদ্‌ছে, আর ওই দেখ সেই সতী সাধ্বী পত্নীর তোমার অশ্রুস্নাতা মূর্ত্তিখানি ! ওই শোন তোমার স্নেহের পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ 'বাবা' 'বাবা' ব'লে কত কাঁদ্‌ছে ।

রুক্মাঙ্গদ । আঃ ! যাও—যাও বল্‌ছি—

চিত্রাঙ্গদ । [উর্ব্বশীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া] ভিক্ষা দাও দেবী, আমার দাদাকে ভিক্ষা দাও !

উর্ব্বশী। ওমা, একি কাণ্ড! পা ধরছো কেন গো? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!

চিত্রাঙ্গদ। না, কিছুতেই পা ছাড়্‌বো না, আমার দাদাকে ভিক্ষা দিতেই হবে!

উর্ব্বশী। ওগো, আমার পা দু'টো যে ভেঙ্গে দিচ্ছে! কি আপদেই পড়েছি!

রুক্মাঙ্গদ। ছাড়্—ছাড়্ উন্মাদ! কাকে তুই কি বল্‌ছিস্? আমার সোহাগের পা ছেড়ে দে বল্‌ছি! একি, ছাড়্‌বি নে? তবে রে হারামজাদা—[পদাঘাত]

চিত্রাঙ্গদ। উঃ—দাদা—

রুক্মাঙ্গদ। দাদা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কে দাদা?

চিত্রাঙ্গদ। তুমি।

রুক্মাঙ্গদ। আমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

চিত্রাঙ্গদ। ভিক্ষা দাও দেবী—ভিক্ষা দাও! [পুনশ্চ উর্ব্বশী পদধারণে উদ্যত]

রুক্মাঙ্গদ। দূর হ—দূর হ! [পদাঘাত]

চিত্রাঙ্গদ। ওঃ—ভগবান! একি করলে?

রুক্মাঙ্গদ। ভগবান? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভগবান নেই—ভগবান নেই। এসো সোহাগ, পালিয়ে এসো—

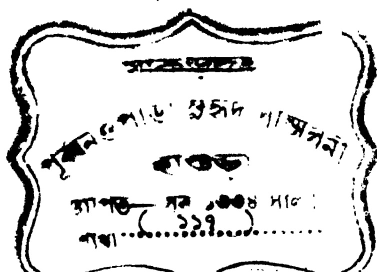
চিত্রাঙ্গদ। [বাধা দিয়া] না—না, দেবো না—কিছুতেই যেতে দেবো না। ফিরে চল অযোধ্যায়, তোমার হরিবাসর ব্রত যে প[...] হ'য়ে যাবে।

রুক্মাঙ্গদ। কি—কি, এত দূর স্পর্দ্ধা তোর, আমাদের ধ'রে রাখ্‌বি! দূর হ'—দূর হ' কুক্কুর! [পদাঘাত] এসো সোহাগ!

[সোহাগকে লইয়া প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদ। অভিশাপ! দেবতার অভিশাপ!
উঃ, একি দৈব বিড়ম্বনা,
বিনা মেঘে হ'লো বজ্রাঘাত!
সৌভাগ্যের সুনির্ম্মল আকাশপটেতে
প্রাবৃটের ঘন ঘটা গম্ভীর গর্জ্জন!
কি করিলে দয়াময়!
ভক্তে তব একি ব্যথা দানিছ দয়াল!
দাও—দাও তার জ্ঞানের নয়ন,
ফিরাও পাপের স্রোত
অনন্ত করুণাদানে করুণানিধান!
কাঁদ—কাঁদ রাজরাণী, কাঁদ্ রে সন্তান!
কাঁদ্ ওরে অযোধ্যার নরনারীগণ!
কাঁদ্ ওরে পশু পক্ষী তরুলতা সব!
নাই—নাই—মন্দিরে দেবতা নাই,
শূন্যময় মরুভূমি প্রেতের আবাস।

[প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে ভয়ার্ত্ত প্রজাগণের প্রবেশ।

প্রজাগণ।—

গীত।

আমাদের দেশটা এবার গেল রে।
কাল রাহুটা দেশে এসে দেশের মাথা খেলে রে॥
দেশ ছেড়ে সব পাইল চল্, নাইকো থেকে কোনই ফল,
রাজা বিনে রাজ্য শ্মশান শান্তি-সুখ আর নাই রে॥

[সকলের প্রস্থান

রত্নের প্রবেশ।

রত্ন। চমৎকার প্রতিশোধ! হীনমতি নর,
হের কিবা শোচনীয় দুর্দ্দশা তোমার!
ওই যায় রাজ্যবাসী প্রজাগণ
ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজ্য ত্যজি সভয় অন্তরে,
রাজ্যময় উঠিয়াছে ঘোর হাহাকার!
শ্মশান—শ্মশান হবে অযোধ্যানগরী।
কই, কোথা তুমি হরিভক্ত রুক্মাঙ্গদ,
কর বাদ দেবতার সনে!

মানব হইয়া চাও স্বর্গের আসন ?
থাকো—থাকো রাজা বন্দী হ'য়ে
উর্ব্বশীর প্রেমে নিবীড় কাননে,
আর হেথা তব শান্তি-রাজ্য
দেবতার কোপানলে হোক্ ভস্মীভূত !
এইবার পূর্ণ প্রতিশোধ করিব গ্রহণ ;
কালিকা-মন্দিরে ল'য়ে গিয়ে
রাজার নন্দনে, দিতে হবে বলিদান।
রাজ্যময় করেছি ঘোষণা—
যে জন সক্ষম হবে বলি দিতে নৃপতিনন্দনে,
সহস্র স্থবর্ণ মুদ্রা
পুরস্কার দিবে তারে অযোধ্যার নবীন ভূপাল।
কিন্তু কই, অর্থলোভে একজনো
অগ্রসর নাহি হ'লো সে কার্য্যসাধনে !

গদাধরের প্রবেশ।

গদাধর। বাঁই—বাঁই—বাঁই ! অর্থ চাই—অর্থ চাই ! আর গিন্নীর নাকনাড়া সহ্য কর্‌বো না। রাজকুমারকে হত্যা ক'রে সহস্র স্থবর্ণ মুদ্রা আমায় পেতেই হবে।

রত্ন। একি, গদাধর শর্ম্মা যে ! বলি আপনমনে কি বল্‌ছো ?

গদাধর। একি, রাজবয়স্য মশাই ? যাক্, ভালই হয়েছে। আমি আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বো ব'লেই বেরিয়েছি।

রত্ন। প্রয়োজন ?

গদাধর। রাজকুমারকে হত্যা করতে পারলে সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে, সেই সংবাদ শুনে আমি ছুটে আস্‌ছি।

রত্ন। তুমি রাজকুমারকে হত্যা করতে পার্‌বে গদাধর ?

গদাধর। আলবৎ পার্‌বো; এক দিনে বড় লোক। গিন্নীর দর্প চূর্ণ করবো—মাগীকে সোনায় মুড়ে দেবো।

রত্ন। বেশ, তবে এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

সভয়চিত্তে রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। ওই—ওই যেন একটা ধূমকেতু আমার মাথার উপর পড়্‌বার জন্য সগর্জ্জনে ছুটে আস্‌ছে! ওই যেন একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস আমায় গ্রাস করতে বিকট ব্যাদনে দাঁড়িয়ে রয়েছে! রত্ন! তুমি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ ? তোমারি আদেশে আমি যে স্থষ্টির বুকে নরক তৈরী করেছি। আমার যা কিছু ছিল, সবই স্বার্থের পদতলে বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার শান্তি কই—সুখ কই ? দাউ-দাউ ক'রে যে চিতাকুণ্ড জ্বল্‌ছে! ওই—ওই সেই মাধুরীর প্রেতাত্মা!

গীতকণ্ঠে মাধুরীর প্রেতাত্মার প্রবেশ ।

মাধুরী ।—

গীত ।

আমি ব্যথায় ভরা হৃদয় নিয়ে কতকাল আর ঘুরিব গো ।
কেন তুমি ওগো হয়েছ নিদয় আমারে ভুলেছ কেন গো ॥
মরণে আমার নাহিক শান্তি তোমারি কারণে কাঁদি গো,
জানি না কবে হবে তুমি মোর জগতের বুকে দেবতা গো,
আমায় শান্তি দাও মুক্তি দাও, কাঁদায়ো না আর আমারে গো ॥

রুদ্রাঙ্গদ । যাও—যাও মাধুরী ! দমকা হাওয়ার মত এসে আমার অন্তরের আশা-তরুকে উৎপাটন ক'রে দিও না। আমি তোমার স্মৃতি ভুলে গেছি। শতযুগ ওই কায়াহীন মূর্ত্তি নিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালেও রুদ্রাঙ্গদ আর ফির্‌বে না। আমি যে এখন দানব—পিশাচ। বেঁচে থেকে তুমি যখন আমায় ফিরাতে পার নি, তখন মরণের পথে গিয়েও আমায় ফিরাতে পারবে না। ওকি, আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছো কেন ? উঃ, কি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি তোমার ! যাও—যাও ! একি ! যাবে না ? এখনো আমার সুখের পথে অন্তরায় হবার ইচ্ছা ? রাক্ষসী ! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

মাধুরী । হাঃ-হাঃ-হাঃ ! এখনো তুমি মানুষ হও—আমায় মুক্তি দাও । [অন্তর্দ্ধান ।]

রুদ্রাঙ্গদ । চতুর্যুগ আমার পেছু পেছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়ালেও তোমার মুক্তি নাই । আমি এখন হিংস্র শার্দ্দূল—রক্তপায়ী পিশাচ ;

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম।—

গীত।

পুণ্য দেশের ছেলে হ'য়ে একি তোমার কর্ম্মধারা।
পরের কথায় নেচে উঠে হ'চ্ছো কেন ধর্ম্মহারা॥
যে মাটিতে জন্ম নিল রাম লক্ষ্মণ দু'টী ভাই,
তুমিও সেই মাটির ছেলে, তাও কি তোমার মনে নাই,
গড় তোমার হৃদয়খানা, দিয়ে মুক্ত মাণিক খাঁটী সোনা,
দাও না ঢেলে অবিরত ভ্রাতৃপ্রেমের মধুর ধারা॥

[প্রস্থান।

রুদ্রাঙ্গদ। শান্তিরাম! শান্তিরাম! একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও! তোমার ওই প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত আমায় আর একটীবার শুনিয়ে যাও। না—না, চ'লে যাও, চলে যাও—শোন্‌বার আমার অবসর নেই, আমি বধির—আমি এখন—

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। মনুষ্যত্বের বহুদূরে।

রুদ্রাঙ্গদ। কে?

বশিষ্ঠ। চিনতে পার্‌ছো না কুমার?

রুদ্রাঙ্গদ। কুলাচার্য্য বশিষ্ঠ? কি চান?

বশিষ্ঠ। শিষ্যের মঙ্গল।

রুদ্রাঙ্গদ। তা এখানে কি জন্য এসেছেন? আপনার আশ্রমে ব'সেই তো আমার মঙ্গল কামনা কর্‌তে পার্‌তেন!

বশিষ্ঠ। পারতুম, কিন্তু এসেছি তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে।

রুদ্রাঙ্গদ। আশীর্ব্বাদ করতে না অভিশাপ দিতে? আমি ভুলিনি আচার্য্য আপনার তপোবনে আমার অপমান, সে স্মৃতি এখনো আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা রয়েছে।

বশিষ্ঠ। তার জন্য আর দুঃখ ক'রো না বৎস! তোমরা তিন ভ্রাতাই আমার সমান স্নেহের পাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, তুমি আজ আমার সেই স্নেহ-আশীর্ব্বাদ হ'তে বঞ্চিত হ'চ্ছো—তুচ্ছ রাজ্যের জন্য তুমি আজ মনুষ্যত্ব হারাতে বসেচ—কনিষ্ঠ সহোদর হ'য়ে আজ জ্যেষ্ঠের সর্ব্বনাশ করতে চলেছ! আপনার স্বার্থসিদ্ধি করতে পুত্র তুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ!

রুদ্রাঙ্গদ। সেই জন্যই বুঝি আপনি এসেছেন আমায় শাসন করতে? কিন্তু স্থির জানবেন মহর্ষি, রুদ্রাঙ্গদ এখন শাসন তিরস্কারের বহু দূরে। সে যে এখন স্বার্থরাণীর সুমোহিনী মূর্ত্তির পূজারী—কঠোরতার হিমাদ্রী।

বশিষ্ঠ। চমৎকার! এতখানি অধঃপতন হয়েছে তোমার রুদ্রাঙ্গদ? একটীবারও কি ভাবছো না তোমার এই পাপ কর্ম্মের প্রতিকূলে ভগবানের ন্যায়দণ্ড বিদ্যমান? একটীবারও কি কল্পনায় আনতে পারছো না তোমার জীবনের কি বিষময় পরিণামে দাঁড়াবে?

রুদ্রাঙ্গদ। তবে শুনুন আচার্য্য, আমি চাই জীবনের উন্নতি। এইভাবে ভ্রাতৃপ্রেমে নিমজ্জিত হ'য়ে চিরদিন পরের পদানত হ'য়ে থাকতে পারবো না। আপনি গুরু, গুরুর মতই নিরপেক্ষভাবে থাকুন। রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আপনার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ।

বশিষ্ঠ। কি—কি বল্‌লে অহঙ্কারী যুবক, রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্‌বার অধিকার আমার নেই ?

রুদ্রাঙ্গদ। নেই—নেই; সহস্রবার বল্‌ছি নেই।

বশিষ্ঠ। বটে! তা হ'লে তুমি আমার অনুরোধ শুন্‌বে না ? এইভাবেই পুণ্য অযোধ্যাকে পদদলিত ক'রে পাপের সেবাই কর্‌বে ? কিন্তু তা হবে না—হ'তে দেবো না। দেখ্‌বে বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজ, পলকে তোমার সমস্ত দর্প গর্ব্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেবে।

রুদ্রাঙ্গদ। একজন দীন-দরিদ্র ব্রাহ্মণের এতখানি সাহস ? উত্তম, তার জন্য আমি বিচলিত হবো না ঋষি! আমি এখন চল্লুম্ আমার কর্ম্মযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে, সাধ্য থাকে তার গতিরোধ করুন। রুদ্রাঙ্গদ এখন সৃষ্টির একটা বিভীষিকা!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। একি কর্‌লে দয়াময়! এমন পুণ্যের রাজত্বে পাপের সৃষ্টি কর্‌লে কেন ? মহারাজ রুক্মাঙ্গদের হরিবাসর কি পূর্ণ হ'তে দেবে না ? ভক্তের সঙ্গে তোমার একি পরিহাস ভক্তাধীন ? এসো—এসো, দুর্জ্জনদলনমূর্ত্তিতে ওই অসীম অনন্ত হ'তে নেমে এসো জনার্দ্দন! সৃষ্টির বুক জুড়ে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হোক্ তোমারি কণ্ঠনিঃসৃত সেই সুললিত মহাবাণী—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রুদ্ধ কক্ষ।

বন্দী ধর্ম্মাঙ্গদ।

ধর্ম্মাঙ্গদ।—

গীত।

কোথায় তুমি দয়াল হরি দাও না দেখা আমায় এসে।
তেম্নি তোমার আলোকরা ভুবনমোহন বেশে।
তোমার তরে কেঁদে সারা, বহে আমার অশ্রুধারা,
ওগো দাও না সাড়া পীতধড়া, আমায় নিয়ে চল তোমার দেশে।

তুমি আর কত কষ্ট দেবে হরি? তোমার জন্য যে কত কাঁদ্‌ছি—কত তোমায় ডাক্‌ছি, তবু তুমি পাষাণ হ'য়ে আছ? না জানি আমার জন্য মা আমার কত কাঁদ্‌চে! কই, মেজ কাকা বাবাকে নিয়ে এখনো তো ফিরে এলেন না! তবে কি বাবার কোন সন্ধান পান নি? দীনবন্ধু! অনাথবান্ধব! তুমি আমার বাবাকে এনে দাও—আমাদের সকল যন্ত্রণা দূর কর!

গীতকণ্ঠে অলোকের প্রবেশ।

অলোক।—

গীত।

আমি তৃষিত মরুর বুকে শান্তির বারিধারা।
অচেনা আঁধার পথে আমি হই শুকতারা।

ব্যথিতের আমি হাসি, বিলাই করুণারাশি,
অভয়-প্রদীপকরে, থাকি আমি তার ঘরে,
বহু দূর হ'তে আমি দিই তার ডাকে সাড়া ॥

[অন্তর্দ্ধান ।

ধর্ম্মাঙ্গদ। কে—কে তুমি ? কই, আমি তো তোমায় দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ! তোমার গান শুনে যে আমার সকল যন্ত্রণা দূর হ'য়ে যাচ্ছে ! আমার কাছে এসো ! তুমি কি আমার দয়াল হরি ? ওগো দয়াময় ! তোমার জন্যে যে আমরা বড় কষ্ট পাচ্ছি, তুমি কি তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না ? মা আমার কেঁদে কেঁদে পাগলিনী হয়েছে। বাবা কোথায় চ'লে গেলেন। আমিই বা আর কতদিন এম্নিভাবে থাক্‌বো ?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। এসো কুমার !

ধর্ম্মাঙ্গদ। কোথায় প্রহরী-দা ?

প্রহরী। কালিকামন্দিরে।

ধর্ম্মাঙ্গদ। কেন, সেখানে কি জন্যে যাবো ?

প্রহরী। তুমি কি জানো না কুমার, ছোট রাজকুমারের আদেশে তোমায়—উঃ, না—না, কি ক'রে বলি ?

ধর্ম্মাঙ্গদ। বল—বল প্রহরী-দা ! ও—বুঝেছি, মা কালীর কাছে আমায় বলি দেবে ? কেন প্রহরী-দা, আমি তো ছোট কাকার কোন অনিষ্ট করি নি ! তবে আমায় বলি দেবে কেন ? প্রহরী-দা ! আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, ছাতি ফেটে যাচ্ছে ! একটু জল এনে দাও না প্রহরী-দা !

প্রহরী। আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর কুমার, আমি এখনি জল নিয়ে আস্‌ছি—

[প্রস্থান।

ধর্ম্মাঙ্গদ। সামান্য একটা প্রহরী, তারও প্রাণে দয়া আছে, কিন্তু ছোটকাকার প্রাণে একটুও দয়া নেই!

উন্মাদিনীবৎ সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। ধর্ম্মাঙ্গদ—ধর্ম্মাঙ্গদ! বাবা আমার—

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা! মা!

সত্যবতী। ওরে বাবা, শীঘ্র তুই আমার সঙ্গে পালিয়ে চল্‌! আমি অনেক কষ্টে এখানে আস্‌তে পেরেছি। অলোক আমায় এখানে দিয়ে গেল। চল্‌ বাবা, আমরা এখনি এ রাজ্য হ'তে অন্য কোথাও পালিয়ে যাই চল্‌, নইলে তোকে যে রক্ষা করতে পার্‌বো না মাণিক!

ধর্ম্মাঙ্গদ। তাই চল মা! আমরা দু'জনে এখন বাবার সন্ধান কর্‌বো।

সত্যবতী। আয়—শীগ্‌গির চ'লে আয়—[প্রস্থানোদ্যত]

রত্নের প্রবেশ।

রত্ন। একি রাজরাণী, কোথায় যাচ্ছ ধর্ম্মাঙ্গদকে নিয়ে?

সত্যবতী। কে—কে তুমি?

রত্ন। তোমার কাল! মঙ্গল চাও তো কুমারকে রেখে এখান হ'তে চ'লে যাও। আজ কুমারকে মহাকালীর নিকট বলি দেওয়া হবে।

সত্যবতী। বলি দেবে আমার পুত্রকে? নির্ম্মম!' পাষাণ! তোমার প্রাণে কি দয়া-মায়া কিছুই নেই? তুমি কি রাক্ষস, তাই এসেছ মানবমূর্ত্তিতে আমাদের সোনার সংসার ছারখার ক'রে দিতে? জননীর বুক থেকে তার পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? আগে আমায় হত্যা কর, তারপর ধর্ম্মাঙ্গদকে নিয়ে যেও।

রত্ন। কি করবো রাজরাণী, ছোট রাজকুমারের যে আদেশ। প্রহরী—প্রহরী!

সত্যবতী। ছোট রাজকুমারের আদেশ, তা জানি; কিন্তু তুমি যদি একটু দয়া কর, তা হ'লে এই দুঃখিনীর অঞ্চলনিধির জীবন রক্ষা হয়। ওগো, আমাদের ছেড়ে দাও! আমরা এখনি এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি, একদণ্ড এখানে আর থাকবো না।

রত্ন। না—না, আমি তা পারবো না। [স্বগত] মুর্খ রুক্মাঙ্গদ! দেবতার সঙ্গে বিসম্বাদ করবে? দেখে যাও, কি মর্ম্মন্তুদ্ ছবি ফুটিয়ে তুলেছি তোমার সংসারে।

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা! আমার যে বড় তেষ্টা পেয়েছে। প্রহরী-দা আমার জন্য জল আনতে গেছে, কই এখনো তো জল নিয়ে এলো না? আমায় একটু জল দে মা! আমার গলা যে শুকিয়ে গেছে—

সত্যবতী। উঃ—নারায়ণ! আর যে সহ্য হয় না। ইক্ষাকুকুলের বংশধর আজ এক ফোঁটা জলের ভিখারী!

ধর্ম্মাঙ্গদ। দে মা, শীগ্‌গির একটু জল দে! আমি যে আর দাঁড়াতে পারছি নে—আমার মাথা যে ঘুরচে! উঃ, মা গো—[পতন]

সত্যবতী। বাবা! বাবা! ধর্ম্মাঙ্গদ আমার! ওরে কে আছিস্,

এক ফোঁটা জল এনে দে ; আজ এক ফোঁটা জলের জন্য যে আমার সোনার চাঁদ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে !

রত্ন। প্রহরীটার কি স্পর্দ্ধা, রাজকুমারের জন্য আবার জল আন্‌তে গেছে। বিশ্বাসঘাতক !

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা ! একটু জল—

জলপাত্রহস্তে প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। এই যে কুমার, আমি জল নিয়ে এসেছি।

রত্ন। চুপ ! জল দিতে পাবি নে।

প্রহরী। সে কি ! দুধের ছেলে তেষ্টায় একটু জল পাবে না ?

রত্ন। না—না, সে আদেশ নেই।

প্রহরী। কার আদেশ ?

রত্ন। মহারাজের।

প্রহরী। কে মহারাজ ?

রত্ন। কেন, ছোট রাজকুমার !

প্রহরী। না—না, মিথ্যা কথা ! আমাদের মহারাজ রুক্মাঙ্গদ।

রত্ন। কি, এতদূর তোর স্পর্দ্ধা ! দূর হ কুক্কর ! কিছুতেই তুই জল দিতে পাবি নে।

প্রহরী। কেন, ভৃত্য ব'লে কি আমার ধর্ম্ম নেই ? কতদিন যে প্রভুর অন্ন খেয়ে এসেছি, আজ সেই প্রভুপুত্রকে এক ফোঁটা জল দিয়েও উপকার কর্‌তে পার্‌বো না ? এ যদি না পারি, তা হ'লে আমার মাথায় যে বাজ পড়্‌বে—নরকেও যে আমার স্থান হবে না !

রত্ন। না—না, আর ধর্ম্ম দেখাতে হবে না।

সত্যবতী। ওরে—ওরে প্রভুভক্ত সন্তান! আমাদের জন্য যে এ রাজ্যের কারো প্রাণ কাঁদে নি, আজ দেখ্ছি তোরি প্রাণ কেঁদে উঠেছে। আয়—আয়, বুকে আয়—

রত্ন। সাবধান প্রহরী! এখন কুমারকে নিয়ে কালীমন্দিরে চল্।

প্রহরী। আমার দ্বারা আর হবে না, আজ হ'তে আমার ছুটী। ধর কুমার এই জল! [জল দিতে অগ্রসর]

রত্ন। আরে আরে রাজদ্রোহী! [প্রহরীর হস্তস্থিত জলপাত্র ফেলিয়া দিল।]

প্রহরী। একি! জল দিতে দিলে না? উঃ! একটু জলের জন্যে আমাদের রাজার ছেলে মর্‌বে? না—না, আমি তা হ'তে দেবো না। আমি কি শক্তিহীন? চল্লুম রাজকুমারকে নিয়ে, দেখি কে আমায় বাধা দেয়! এসো—এসো কুমার, আমার সঙ্গে চ'লে এসো, আমি তোমায় এমন হীনভাবে মর্‌তে দেবো না।

রত্ন। আরে আরে বিশ্বাসঘাতক! [অস্ত্র উত্তোলন]

প্রহরী। সাবধান রাক্ষস! আমি তুচ্ছ প্রহরী হ'লেও পাপীর জীবননাশ কর্‌বার শক্তি আমার যথেষ্ট আছে।

রত্ন। তবে রে শয়তান!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

সত্যবতী। প্রহরী! প্রহরী! বাবা আমার! কর্‌লে কি? আজ নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হ'লে? ওরে রাজভক্ত সন্তান! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুমি জয়ী হ'য়ে ফিরে এসো।

রত্নের পুনঃ প্রবেশ ।

রত্ন। আর সে ফিরবে না ; চিরবিদায় নিয়েছে রাজরাণী ! একটা মূষিকের এত বড় স্পর্দ্ধা, রাজকার্য্যে বাধা দিতে চায় !

সত্যবতী। ভগবান ! একি করলে ? একটা অমূল্য রত্ন তুমি পৃথিবীর বুক থেকে এমনিভাবে কেড়ে নিলে ? ওরে প্রহরী, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করছি, তোর স্থান যেন বৈকুণ্ঠে হয়।

রত্ন। এইবার এসো কুমার কালিকামন্দিরে—[ধর্ম্মাঙ্গদকে ধরিতে উদ্যত।]

সত্যবতী। না—না, আমি কিছুতেই ধর্ম্মাঙ্গদকে নিয়ে যেতে দেবো না। ওরে জহ্লাদ, তোর কি সন্তান-সন্ততি নেই ? তাদের মুখ কি তোর মনে পড়ছে না ? যা—যা, স'রে যা—সরে যা !

রত্ন। বৃথা চিৎকার ! কোন ফল হবে না।

[ধর্ম্মাঙ্গদকে বলপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান।

সত্যবতী। নিয়ে গেল—নিয়ে গেল, আমার বুক ছিনিয়ে আমার পুত্ররত্নকে কেড়ে নিয়ে গেল ! কি করি—কোথায় যাই—কেমন ক'রে বাছাকে আমার রক্ষা করি ?

গীতকণ্ঠে অলোকের প্রবেশ।

অলোক।—

গীত।

আমি আছি মা আমি আছি, বাঁচাবো তোর সন্তানে।
অভয় কোলে নেবো তুলে করবে কি মা প্লাবনে॥

আগুনে জলে করীর পদতলে,
আমি বাঁচিয়েছি মা প্রহ্লাদে অবহেলে,
যে জন আমার আমি তাহার থাকি চিরবন্ধনে ॥

[প্রস্থান।

সত্যবতী। কে—কে তুমি তমোময়ী প্রকৃতির বুকের উপর সান্ত্বনার অভয় বাণী ছড়িয়ে দিয়ে গেলে? তুমিই কি সেই ভক্তের ভগবান—কাঙালের সখা—বিপদভঞ্জন নারায়ণ? না—না, ও যে অলোকের কণ্ঠস্বর! তবে কি অলোকই আমার দুঃখহরণ নারায়ণ? ওগো দেব, সত্যই যদি ভক্তের জন্য তোমার প্রাণ কেঁদে থাকে, তবে তোমার কর্ম্ম তুমি কর, জগৎ শুধু দেখে যাক্ নির্নিমেষ-নয়নে তোমার সত্তা—তোমার বিচার—তোমার মহিমা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রমোদ-উদ্যান।

রুদ্রাঙ্গদ উপবিষ্ট, নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

ওগো তোমার আশার আশে আছি পথ চাহিয়া।
যতনে রেখেছি মোরা হৃদিখানি পাতিয়া॥

জোছনাহসিত ওই নিরালা নিশায়,
মদন আকুল করে কত যে কাঁদায়ে,
তবু নাহি ভালবাসা—অভিসারে নাহি আশা,
দূরে দূরে থাক কেন মধুপান ভুলিয়া ॥

রুদ্রাঙ্গদ । যাও—যাও ! তীব্র বিষ ! তীব্র বিষ !

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

রুদ্রাঙ্গদ । চমৎকার কর্ম্মের সাধনা !
পরকাল—পরকাল !
কে যেন সতত কহে অন্তরীক্ষ হ'তে—
পরকাল ! পরকাল ।
কহিছে বাতাস, কহে স্রোতস্বিনী,
কহে মোর অন্তরাত্মা বিবেক বান্ধব—
পরকাল—পরকাল ! না—না,
বীর আমি, মানিব না বাধা ।
চূর্ণ হোক্ প্রকৃতির বক্ষের পঞ্জর,
নিরন্তর আর্ত্তনাদ উঠুক্ ধ্বনিয়া,
তবু মোর কর্ম্মরথ চলিবে অবাধে ।
ভীরু যারা—অলস যাহারা,
পরকাল-ভীতি তাহাদের,
বীরের নিকট তুচ্ছ পরকাল !

দ্রুত সত্যবতীর প্রবেশ ।

সত্যবতী । দেবর ! দেবর !

রুদ্রাঙ্গদ। রাজরাণী ?

সত্যবতী। না—না, ভিখারিণী।

রুদ্রাঙ্গদ। কি চাও ?

সত্যবতী। দেবর! তুমি আমার পুত্রটীকে ভিক্ষা দাও! রাজ্য নিয়েছ—বেশ করেছ, তুমি সুখী হও—কেউ আর বাধা দেবে না; কিন্তু ধর্ম্মাঙ্গদকে আমায় ফিরিয়ে দাও—তাকে নিয়ে তোমার রাজ্য ছেড়ে এখনি চ'লে যাচ্ছি।

রুদ্রাঙ্গদ। তা কি হয় ? আমার প্রতিজ্ঞা যে, তোমার সম্মুখে ধর্ম্মাঙ্গদকে বলি দেবো। আর বিষাঙ্কুর সমূলে উৎপাটন করাই বিধেয়, হয় তো ভবিষ্যতে কোন অশান্তির সৃষ্টি কর্‌তে পারে।

সত্যবতী। তা হ'লে সত্য সত্যই কি আজ তোমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলি দেবে ? উঃ, দেবর! স্বার্থের জন্য তুমি এতখানি নির্ম্মমতায় হৃদয়খানা গ'ড়ে তুলেছ ? ভেবো না যে তুমি আমাদের কাঁদিয়ে এমনিভাবেই চিরদিন বিশ্বের বুকে অজেয় হ'য়ে থাক্‌বে! চিন্তা কর একটীবার পরকালের কথা!

রুদ্রাঙ্গদ। পরকাল ? আবার সেই পরকালের কথা ? পরকাল নেই, পৃথিবী জীবের কর্ম্মক্ষেত্র। সুদূর পরকালের কথা স্মরণ ক'রে বর্ত্তমানের সার্থকতাকে আমি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না। যাও—ধর্ম্মাঙ্গদকে তুমি আর পাবে না; আজ তাকে বলি দিয়ে আমার রাজ্যলাভের শুভ উদ্বোধন কর্‌বো।

সত্যবতী। শুন্‌বে না—মায়ের একটী অনুরোধও রক্ষা কর্‌বে না ?

রুদ্রাঙ্গদ। না; এই কে আছিস্, উন্মাদিনীটাকে এখান হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দে!

সত্যবতী। না—না, আমি নিজেই যাচ্ছি। কিন্তু জেনে রেখো দেবর, তোমার কর্ম্মের রথ অর্দ্ধপথেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে—তোমার সুখের আশায় বাজ পড়বে।

[প্রস্থান।

রুদ্রাঙ্গদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, সুন্দর—অতি সুন্দর আমার স্বার্থপূজা!

গদাধর ও রত্নের প্রবেশ।

রত্ন। সখা! সখা! এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসেছি। এই ব্রাহ্মণ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাবার আশায় রাজকুমারকে হত্যা করবে ব'লে এসেছে। কুমারকে কালিকামন্দিরে পাঠিয়েছি, আর সেই কারারক্ষীটা কুমারকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল ব'লে তাকে হত্যা করেছি।

রুদ্রাঙ্গদ। হত্যা—হত্যা! সবাইকে হত্যা কর রত্ন! হত্যায় হত্যায় অজস্র রক্তধারায় আমার রাজ্যাভিষেক হোক্। মায়া-মমতা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে হত্যার রক্ত-খড়গ তুলে ধর! হাঃ-হাঃ-হাঃ! ব্রাহ্মণ! তুমি রাজকুমারকে হত্যা করতে পারবে?

গদাধর। নিশ্চয় পারবো। তবে এ গদা ধরেছি কেন? সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পুরস্কারের লোভ কি ভুলতে পারি? ঘুরুই—ঘুরুই তবে গদা! বাঁই-বাঁই-বাঁই! [গদা ঘুরাইতে লাগিল।]

রত্ন। আহা-হা, কর কি—কর কি ব্রাহ্মণ? কোথাও যে লেগে যাবে—

গদাধর। লাগুক্—লাগুক্, সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হোক্।

রুদ্রাঙ্গদ। একটা উন্মাদকে তুমি নিয়ে এসেছ রত্ন ?

রত্ন। গদাধর! গদাধর! যদি অর্থ নিতে চাও, তবে কালিকা-মন্দিরে চল।

গদাধর। চলুন—চলুন! আমার যে আর তর্ সইছে না।

রত্ন। এসো—তুমিও এসো সখা!

[গদাধরকে লইয়া প্রস্থান।

রুদ্রাঙ্গদ। এইবার আমার মহাব্রত-উদ্‌যাপন।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম।—

গীত।

তুমি কতই খেলা খেল হরি এই ভবের মঞ্চমাঝে।
কূল কিনারা পাই না আমি তোমার রঙ্গ দেখে সকাল সাঁঝে॥
কাউকে হাসাও কাউকে কাঁদাও,
কাউকে কর রাজা কাউকে সাজাও প্রজা,
স্বপ্ন-বিকার জাগিয়ে প্রাণে ঘোয়াও কেবল বাজে কাজে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

গীত।

বৈষ্ণব।— ও মাগী চল্ দেশ ছেড়ে।
রেখে দে তিলক কাটা, নামের ঝোলা,
শেষে কি প্রাণটা যাবে বেঘোরে॥

বৈষ্ণবী।—আমি হরি বুলি ছাড়্‌বো না, তিলক কাটা ভুল্‌বো না,
ছিলাম আমি ডোমের মেয়ে হয়েছি কত সাধের বোষ্টুমি রে॥

বৈষ্ণব।—দেখছিস্ কি কাণ্ড, চিঁড়ের মালসা হবে লণ্ডভণ্ড,
আর চল্‌বে না প্রাণ হরি ব'লে লোক ঠকিয়ে খাওয়া,

বৈষ্ণবী।— সত্যি না কি এই হাওয়া ?
তা হোক্ গে, তবু আমি করবো সদা
মালসাভোগের আয়োজন,—

বৈষ্ণব।— ফাঁস্‌বে তোর মালসা দেখ্‌বি যখন বংশলোচন,

বৈষ্ণবী।— তবু ছাড়্‌বো না এ ব্যবসা আর
ও বাবাজী ! সখের মাণিক রে॥

[উভয়ের প্রস্থান।

ছদ্মবেশে চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। এই সেই অযোধ্যানগরী—
প্রিয় জন্মভূমি মোর,
কিন্তু হায় একি হেরি দুর্দ্দশা ইহার !

ছিল কত শান্তি-সুখ পথের ধূলায়,
পবন ছড়াতো মধু,
ছড়াতো স্বর্গের সুধা সরযূসুন্দরী !
কিন্তু আজি একি রূপান্তর ?
যেন মনে হয়, কি এক গভীর ব্যথা
বক্ষে ধরি জননী আমার
অবিরাম ঢালে শুধু বরিষার ধারা ।
রাজ্যছাড়া মাত্র কয়দিন,
এরি মধ্যে এত রূপান্তর ?
অযোধ্যার পুণ্য রেণু হ'তে
মুহুর্মুহু ওঠে যেন বেদনাঝঙ্কার—
চতুর্দ্দিকে হাহাকার ভুর্জ্জয় মূরতি ।
ওগো মোর স্বর্গরাণী চিরগরবিনী
মহা তীর্থভূমি ! কাঁদিও না আর ;
এসেছে সন্তান তব মুছাইতে বেদনার ধারা ।
ওকি, কেবা ওই উন্মাদিনী নারী
'হা পুত্র' 'হা-পুত্র' রবে কাঁদে পথে পথে ?

উন্মাদিনীবৎ সত্যবতীর প্রবেশ ।

সত্যবতী । ওগো কে আছ, আমার পুত্রটীকে কি রক্ষা করতে পার না ? তাকে আজ মা কালীর কাছে বলি দিতে নিয়ে গেল । কত কাঁদ্‌লুম, তবু শুন্‌লে না—আমার বুক ছিনিয়ে বাছাকে আমার

কেড়ে নিয়ে গেল। পারলুম না রাক্ষসের দুর্জ্জয় কবল হ'তে তাকে রক্ষা করতে। হায় মহারাজ, তুমি কোথায় ? আজ তোমার বংশধর যে মরতে চলেছে !

চিত্রাঙ্গদ। একি, মহারাণী ? একি বিষাদ-মূর্ত্তি তোমার ?

সত্যবতী। দেবর ! দেবর ! তুমি এসেছ ? খুব শুভ মুহূর্ত্তে এসে পড়েছ দেবর ! দস্যু রুদ্রাঙ্গদ যে ধর্ম্মাঙ্গদকে বলি দিতে কালী-মন্দিরে নিয়ে গেছে ; তুমি তাকে রক্ষা কর দেবর !

চিত্রাঙ্গদ। ভয় নেই দেবী, আমি যখন এসে পড়েছি। ভগবান তো এখনো পৃথিবী হ'তে অন্তর্হিত হন নি ! এতখানি বিপদে তুমি পড়তে না দেবী ! তোমারি জন্য আমায় তোমাদের শত্রুর মাঝখানে ফেলে চ'লে যেতে হয়েছিল।

সত্যবতী। ভুলে যাও দেবর ! আমি বুঝতে না পেরে তোমায় কটূক্তি করেছিলুম। বল দেবর তোমার দাদার সংবাদ ? তিনি কি জীবিত আছেন ?

চিত্রাঙ্গদ। ভয় নেই, দাদা আমার সুখেই আছেন। কিন্তু এক জন গণিকার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমাদের ভুলে গেছেন। 'দাদা' 'দাদা' ব'লে কত ডাকলুম—কত কাঁদলুম—কত বোঝালুম, কিন্তু কে শুনবে ? দাদা আমার নেই—বিকৃতমস্তিষ্ক, আমায় চিনতেই পারলেন না ; উপেক্ষার পদাঘাতে আমায় বিতাড়িত ক'রে দিলেন।

সত্যবতী। সে কি দেবর ! মহারাজের এতদূর পরিবর্ত্তন হয়েছে ? একি দৈবের উগ্র অভিশাপ ! দেবর ! দেবর ! তুমি আমায় সেখানে নিয়ে চল, আমি তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে কাঁদবো।

চিত্রাঙ্গদ। তাই হবে দেবী! কিন্তু তার পূর্ব্বে আমাদের ধর্ম্মাঙ্গদকে বাঁচাতে হবে। রুদ্রাঙ্গদ! স্বার্থপর পিশাচ! আর তোর রক্ষা নেই; এবার তোর নিয়তির ডাক এসেছে। ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় চিত্রাঙ্গদ আজ ভ্রাতৃহত্যা করবে—বংশের কলঙ্ক-তরু সমূলে উৎপাটন করবে। আমি ছুটে যাই ইক্ষ্বাকুকুলের বংশধরকে রক্ষা করতে কর্ত্তব্যের শাণিত অসিকরে, আর তুমিও আমার পেছু পেছু ছুটে এসো বিশ্বজননীর মত আশীর্ব্বাদের উম্মুক্ত পশরা নিয়ে।

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। আশীর্ব্বাদ করি কুমার, তোমার মনস্কাম যেন সফল হয়। যাও কর্ত্তব্যসেবী আদর্শ শিষ্য! ধর্ম্মের পূজায় আত্মোৎসর্গ কর। মাভৈঃ! তোমার পশ্চাতে রইলো বশিষ্ঠের আজন্ম সাধনা-সঞ্চিত ব্রহ্মতেজ

চিত্রাঙ্গদ। পদধূলি দিন গুরু! পদধূলি দাও দেবী! পারি যেন আজ আমার জ্যেষ্ঠের অনন্ত সম্পদকে রক্ষা করতে। [পদধূলি গ্রহণ, উভয়ে আশীর্ব্বাদ করিলেন।]

বশিষ্ঠ। যাও চিত্রাঙ্গদ! সময় সঙ্কীর্ণ; স্থির জেনো, বিপদের মহার্ণবে দেখ্‌তে পাবে এই বশিষ্ঠের তেজোদ্দীপ্ত প্রতিমূর্ত্তি।

চিত্রাঙ্গদ। তবে আর ভয় কি! নিয়ে চল ঋষি তোমার ব্রহ্মতেজের মহাশক্তি, আর তুমিও নিয়ে চল মা অনন্তের জ্বালাময় অভিশাপ, আমিও নিয়ে যাই আমার এই শাণিত কৃপাণ; আজ ত্রিশক্তির সম্মিলনে বিজয়-বিষাণ পাপপূর্ণ পৃথিবীর বুকে সপ্তম স্বরে বেজে উঠুক্।

[সকলের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে শান্তিরামের প্রবেশ।

শান্তিরাম।—

গীত।

নাহি ভয়—নাহি ভয়।
বিজয়-লক্ষ্মী ওই যে অদূরে, হবে জয়—হবে জয়॥
আকাশ হইতে আশিস্ ঝরিবে, দেবের আসন টলিয়া উঠিবে,
তরুণ তপনে হাসিবে মেদিনী, ওই যে জয়ের বাতাস বয়—
নাহি ভয়—নাহি ভয়॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কালীমন্দির—সম্মুখে কালীমূর্ত্তি, খড়্গ ও পূজার উপচার সজ্জিত ছিল।

ধর্ম্মাঙ্গদকে একজন প্রহরী রাখিয়া গেল।

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা! মা! সত্যই কি তুই আমার রক্তপান করবি? শুনতে পাই তুই যে মা বিশ্বজননী! আজ কেমন ক'রে তুই সন্তানের রক্তপান করবি মা?

গীত।

মা গো তুই যে করুণাময়ী দুঃখহরা উমা তারা।
ছেলের তরে সহিস্ ব্যথা আজ কেন তোর এমন ধারা॥

ও মা আমায় নে গো কোলে, আমি যে তোর দুঃখী ছেলে,
দিস্‌নে দুঃখ সইতে নারি, আমি যে মা সকলহারা ॥

রত্ন ও গদাধরের প্রবেশ ।

রত্ন । ওই কালীমূর্ত্তির সম্মুখে কুমারকে বলি দাও ব্রাহ্মণ !

গদাধর । তাই তো মশাই ! সহস্র স্থবর্ণ মুদ্রা তো পাবো ?

রত্ন । কেন, বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি ?

গদাধর । আজ্ঞে, তবে কি জানেন, মুদ্রার থলিটা হাতে পেলে কাজে কেমন স্ফূর্ত্তি আসে ।

রত্ন । আচ্ছা এই নাও প্রতিশ্রুত মুদ্রা—[মুদ্রা প্রদান ।] নাও— কার্য্য শেষ ক'রে ফেল ।

গদাধর । [মুদ্রা গ্রহণ করতঃ] বাঃ—বাঃ ! বেশ তো ঝম্-ঝম্ কর্‌ছে ! ভাল ক'রে কাপড়ে বেঁধে রাখি । [বস্ত্রে বন্ধন] এইবার 'জয় মা' ব'লে কেটে ফেল্‌ছি দেখুন না ! গিন্নী ! গিন্নী ! আর তোর নথনাড়া সহ্য কর্‌বো না । দেখুন, তা হ'লে আমার গদাটা এখন কোথায় রাখি ?

রত্ন । মাটিতে রেখে দাও ।

গদাধর । না—না, মাটিতে রাখ্‌লে পিঁপড়েয় খেয়ে দেবে ; তবে আপনার পিঠেতেই থাকুক্ । [সহসা রত্নের পৃষ্ঠে গদার আঘাত]

রত্ন । উঃ ! একি—একি !

গদাধর । ব্যাটা ! আমি রাজকুমারকে হত্যা কর্‌বো, তুমি আমায় তাই মনে করেছ ? আয় ব্যাটা, তোকেই আগে ঠাণ্ডা করি আয় !

[প্রহার করতঃ পলায়ন ।

রত্ন। বিশ্বাসঘাতক ব্রাহ্মণ! দাঁড়াও, আমি তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্ছি!

রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। কই রত্ন, ধর্ম্মাঙ্গদের ছিন্নশির কই? একি, এখনো হত্যা কর নি? কোথায় গেল সেই ব্রাহ্মণ?

রত্ন। দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ মুদ্রা নিয়ে পলায়ন করেছে; প্রতারণার জন্য তাকে ভীষণ শাস্তি দিতে হবে।

ধর্ম্মাঙ্গদ। ছোট কাকা—ছোট কাকা! তুমি এসেছ?

রুদ্রাঙ্গদ। কাকা? না—না, তোর কাকা নেই রে হতভাগা, আমি এখন মহাকাল!

রত্ন। বলিকার্য্য তুমিই সম্পন্ন কর সখা! ওকি, ও রকম কেঁপে কেঁপে উঠ্ছো কেন?

রুদ্রাঙ্গদ। জানি না বন্ধু! তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি কোথাও লুকিয়ে থাকি গে। বলিকার্য্য তুমিই সম্পাদন কর বন্ধু, আমি পারবো না; আমার সর্ব্বাঙ্গ যে অবশ হ'য়ে আস্ছে!

রত্ন। কি, এতদূর এগিয়ে এসে ভয়ে পিছিয়ে পড়্ছো সখা? শোন, আমি তোমায় অযোধ্যার রাজাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। নাও, খড়্গ তুলে ধর—হত্যা কর—দেবীর মহাপূজা সম্পন্ন কর!

ধর্ম্মাঙ্গদ। কাকাবাবু! আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নি, তবে কি জন্য তুমি আমায় কেটে ফেল্বে? একটীবার আগেকার মত আমায় কোলে নাও না কাকাবাবু!

রুদ্রাঙ্গদ। সৃষ্টি বুঝি এইবার ধ্বংসগর্ভে ডুবে যায়! আকাশ-খানা এইবার বুঝি চৌচির হ'য়ে যাবে! রত্ন—রত্ন!

রত্ন। কোন কথা নয়; শীঘ্র হত্যা কর; বিষবৃক্ষ সমূলে উৎ-পাটন করাই কর্ত্তব্য।

রুদ্রাঙ্গদ। কিন্তু দেখ—দেখ রত্ন, ওর ওই মুখখানা কত সুন্দর! কত মনোরম! পাষাণ—সেও যে গ'লে যায়। আর আমি, না—না, শত্রুনিপাত—স্বার্থের পূজা! হ্যাঁ—হাঁ, তাই হোক্ রত্ন—তাই হোক্! মা! মা! আজ যেন নির্ব্বিঘ্নে তোর মহাপূজা সম্পন্ন করতে পারি। ওকি—ওকি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি! বিকটদশনা এলায়িতকুন্তলা খড়গধারিণী কে ও দিগম্বরী মূর্ত্তি? আমায় যেন কাটতে উদ্যত হয়েছে। কাজ নেই—কাজ নেই এ হত্যায়, কাজ নেই রাজ্যে! রত্ন! রত্ন! মায়ের পূজার আর আবশ্যক নেই; মায়ের করুণার চেয়ে আমি দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পেয়েছি আজ, তাকেই আমি বুকে ক'রে রাখ্‌বো। আয়—আয় ওরে পুত্র! জ্যেষ্ঠের প্রাণ—বংশের ধ্রুবতারা, তুই আমার বুকে আয়! [ধর্ম্মাঙ্গদকে বক্ষে করতঃ পলায়নে উদ্যত হইল।]

রত্ন। কোথা যাও—কোথা যাও বন্ধু? একি তোমার মতিভ্রম! নাও—নাও, হত্যা কর; ও যে তোমার সুখের পথের কণ্টক!

রুদ্রাঙ্গদ। সত্যই তো, এ আমি কি করছি! দূর হও মায়া-মমতা অনুভূতি! সাজ—সাজ রুদ্রাঙ্গদ, তুমি এইবার নির্ম্মম জহ্লাদ সাজো। হত্যা—হত্যা, হাঃ-হাঃ-হাঃ! [খড়গ তুলিলেন] একি—একি রত্ন! আমার হাতখানা যে শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে! অন্ধকার—চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, আমি যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে!

রত্ন। চঞ্চল হ'য়ো না ; হত্যা কর! সময় অল্প, বহু বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে।

রুদ্রাঙ্গদ। মাতৃপূজা তবে পূর্ণ হোক্। [ধর্ম্মাঙ্গদকে বধোদ্যত]

দ্রুত চিত্রাঙ্গদের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। মাতৃপূজা তোর চিরদিনই অপূর্ণ থাক্‌বে নারকী! [ধর্ম্মাঙ্গদকে ক্রোড়ে স্থাপন।]

দ্রুত সত্যবতীর প্রবেশ।

সত্যবতী। কই—কই আমার আশার প্রদীপ কই ?

ধর্ম্মাঙ্গদ। মা!—মা!

সত্যবতী। বুকে আয়—বুকে আয় বাবা! [বক্ষে লইল]

রুদ্রাঙ্গদ। একি, মাতৃপূজায় বিঘ্ন!

রত্ন। দাঁড়াও—দাঁড়াও! কই—কোথায় তুমি বজ্র, অযোধ্যা শ্মশান কর্‌তে ছুটে এসো!

ভীষণ শব্দে বজ্রের আবির্ভাব।

চিত্রাঙ্গদ। ইন্দ্র! ইন্দ্র! দেবের কলঙ্ক! স্বার্থের পদলেহী! দেখাও তোমার দেবশক্তি, তবু চিত্রাঙ্গদ টল্‌বে না।

রত্ন। এখনো দর্প! তবে মর দর্পী! [বজ্র উত্তোলন]

চিত্রাঙ্গদ। ওঃ—ওঃ, কি ভীষণ মূর্ত্তি! গুরুদেব! গুরুদেব! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। ভয় নেই—ভয় নেই কুমার! মহর্ষি বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজ আজ দেবতার সমস্ত শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। কই কোথায় তুমি ব্রহ্মতেজ! এসো—এসো, ব্রাহ্মণের গৌরব রক্ষা করতে ছুটে এসো!

সগর্জ্জনে রুদ্রমূর্ত্তি ব্রহ্মতেজের আবির্ভাব ও ইন্দ্রের বজ্রের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

রুদ্রাঙ্গদ। উঃ—উঃ, প্রলয়-অনল! রক্ষা কর—রক্ষা কর! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল আমার সর্ব্বাঙ্গ!

[পলায়ন।

রত্ন। তোমার ব্রহ্মশক্তি ব্যর্থ করবো বশিষ্ঠ। পুনরায় বজ্রে শক্তি সঞ্চার ক'রে দেখ্‌বো ব্রাহ্মণ তোমার কতখানি শক্তি!

[প্রস্থান।

বশিষ্ঠ। যাও অহঙ্কারী দেবরাজ! কোন দিনই তুমি ধর্ম্মের নিকট জয়ী হ'তে পারবে না। যাক্, এতক্ষণে সমস্ত আপদ দূরীভূত হ'লো। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

চিত্রাঙ্গদ। চলুন গুরুদেব! চল মা! আর এ অযোধ্যায় আমাদের থাক্‌বার আবশ্যক নেই। আমরা আজ সকলে মহারাজের কাছে যাবো। হরিবাসরের মাত্র আর তিন দিন অবশিষ্ট, এখনো যদি তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি।

সত্যবতী। তাই চল দেবর, নইলে যে সব সাধনা পণ্ড হবে।

বশিষ্ঠ। তাই চল কুমার, আর এ রাক্ষসপুরীতে থাক্‌বার আবশ্যক নেই। বিশ্বপিতার পাদপদ্ম স্মরণ ক'রে মহারাজের নিকট যাই চল, নিশ্চয় ভগবানের আশীর্ব্বাদে দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের উদয় হবে।

চিত্রাঙ্গদ। চল বৎস ধর্ম্মাঙ্গদ! আর আমাদের ভয় নেই। দেবতার যখন ঘুম ভেঙ্গেছে, তখন শুভদিনও অদূরে। ভগবান! তোমার স্বরূপত্বের এমন জ্বলন্ত প্রমাণ থাক্‌তে তবু তোমায় কেউ বিশ্বাস করতে চায় না! আশীর্ব্বাদ ঢেলে দাও নারায়ণ! শ্রীহীনা অযোধ্যা আবার অমরার কনক-আভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ক্।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

মায়াপুরী।

রুদ্রাঙ্গদ ও সোহাগ।

রুক্মাঙ্গদ। কতদিন আর তোমার ওই সোহগজড়িত বক্ষে আমায় বন্দী ক'রে রাখ্‌বে সোহাগ?

সোহাগ। [স্বগত] কি বলি? দেবকার্য্য,—উপায় নেই। [প্রকাশ্যে] চঞ্চল হ'য়ো না প্রিয়তন! ব'সো—ব'সো—[উভয়ে উপবেশন] আমি যে তোমার!

গীতকণ্ঠে মায়ানারীগণের প্রবেশ।

মায়ানারীগণ।—

গীত।

বঁধু আমরা তোমায় ভালবাসি।
তুমি যে মোদের অধরের হাসি ॥
পুষ্পিত কুঞ্জে থাক তুমি বসিয়া,
গাঁথিয়া কুসুম-মালা পরাবো হাসিয়া,
স্বরগ হইবে বন, সুখেতে কাটিবে মন,
ভুজপাশে বাঁধি তোমা যাবো প্রেমেতে ভাসি ॥

[প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। সুন্দর! সুন্দর! চলুক্—চলুক্!

সোহাগ।—

গীত।

আমার এ ফুল-বাসরে তুমি যে গো ভ্রমরা বঁধু।
গন্ধে তুমি উঠ্‌বে মেতে, পাবে নাকো কোথাও যেতে,
দিবা-নিশি আকুল হ'য়ে খাও না সখা টাট্‌কা মধু ॥

[রুক্মাঙ্গদকে ভুজপাশে বেষ্টন করিল।]

রুক্মাঙ্গদ। বড় সুন্দরী তুমি সোহাগ! জানি না, কোন্ শিল্পী তোমায় সৃজন করেছে তার সমস্ত কলানৈপুণ্যটুকু দিয়ে। সত্যই তুমি বাস্তব জগতের নও। মনে হয়, তুমি যেন কোন অজ্ঞাত দেশের রূপ-সম্ভার! আবার গাও সোহাগ—আবার গাও তোমার ওই বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে, রুক্মাঙ্গদের দুশ্চিন্তার মাঝখানে অমৃতধারা বর্ষণ কর।

দ্রুত চিত্রাঙ্গদ, ধর্ম্মাঙ্গদ ও সত্যবতীর প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদ। দাদা! দাদা!

ধর্ম্মাঙ্গদ। বাবা! বাবা!

সত্যবতী। স্বামী! স্বামী!

[সকলে একসঙ্গে রুক্মাঙ্গদের পদতলে পতিত হইল।]

রুক্মাঙ্গদ। এঁ্যা, একি? এ সব কারা?

সোহাগ। ওমা, এ সব কারা গো? বোধ হয় ভিখারীর দল!

চিত্রাঙ্গদ। তুমি কি সত্য সত্যই গণিকার মোহিনী মায়ায় আমাদের ভুলে গেলে দাদা? এই দেখ তোমার সতী সাধ্বী স্ত্রী—এই দেখ তোমার প্রিয়তম পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ।

সত্যবতী। ওগো দেবতা! জানি না, কি অশুভক্ষণে তুমি মৃগ-শিকার করতে এসেছিলে এই গভীর অরণ্যে! ওগো, তুমি কি সর্ব্বনাশ করেছ! জানি না, কি মোহে তুমি ডাকিনী মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে আছ! চল—চল দেবতা, আবার অযোধ্যায় ফিরে চল, তোমার বিহনে অযোধ্যা যে শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

ধর্ম্মাঙ্গদ। বাবা! বাবা! কেন তুমি আমাদের ভুলে যাচ্ছ? বল না বাবা, তোমার কি হয়েছে? তুমি আমাকেও চিন্‌তে পারছো না? আমি যে তোমার বড় আদরের ধর্ম্মাঙ্গদ!

রুক্মাঙ্গদ। সোহাগ! সোহাগ! এরা সব কি বল্‌ছে? আমি তো এদের কথা কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি নে। কে আমি—কে আমি? ওঃ, সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে!

গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ।

বিবেক।—

গীত।

তোমার শ্রীহরিবাসর নাহি হবে আর;
কেন রে কাঁদিবে ফেলিবে অশ্রুধার?
এখনো আলোক আছে রে হেথায়,
চল চল চল ভক্তবীর, এখনি আসিবে ঘন আঁধার॥

রুক্মাঙ্গদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে; এদের যেন কোথায় দেখেছি। না—না, একি? সব যেন আবার অন্ধকারে ডুবে গেল! ক্ষণে ক্ষণে শুধু এক একটা বিদ্যুৎবিকাশ, তারপর ঘোর অন্ধকার!

বিবেক।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

অতিথির সেবা করিতে রাজন্, এলে মৃগ তরে ছাড়িয়া ভবন,
কেন ভুলে যাও, চাও ফিরে চাও, এসো এসো হাত ধর হে আমার॥

রুক্মাঙ্গদ। একি, আমি কোথায়? উঃ—উঃ! এ যে ধূ-ধূ মরুভূমি! ওই—ওই যেন অগ্নিকুণ্ড দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো! সোহাগ! সোহাগ! আমায় একটু শান্তি দাও—একটু শান্তি দাও!

চিত্রাঙ্গদ। ওগো দেবী, তোমার কাছে আমরা করযোড়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, আমাদের জীবনটুকু ফিরে দাও! এই দেখ ম্লানময়ী দেবীপ্রতিমা কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'তে বসেছে! এই দেখ বালকের শুষ্ক কাতর মুখখানি!

সোহাগ। তা আমি কি করবো ? যাও—যাও, এখান হ'তে চ'লে যাও, এখানে ভিক্ষা মিলবে না—এটা অতিথিশালা নয়।

চিত্রাঙ্গদ। ওঃ, আমরা আজ ভিখারী ? তুমি জান না নারী, আমরা কে, আর আমাদের কি সম্বন্ধ ওই মায়ামুগ্ধ পুরুষের সঙ্গে ! এখনো বলছি আমার দাদাকে মুক্তি দাও, নতুবা ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করবে—নারীহত্যাতেও পশ্চাদপদ হবো না।

সোহাগ। কি, আমার অপমান ! আর আমার স্বামী তাই এখনও সহ্য করছে ! না, এ প্রাণ আর রাখবো না।

রুক্মাঙ্গদ। সোহাগ ! সোহাগ ! না—না, তুমি অভিমান ক'রো না ; আমি এখনি এদের এখান হ'তে তাড়িয়ে দিচ্ছি। উঃ, তোদের কি দুঃসাহস—আমার সোহাগের অপমান করিস্ তোরা ! যা—যা ! দূর হ'য়ে যা—দূর হয়ে যা ! [সকলকে পদাঘাত]

চিত্রাঙ্গদ। আর্য্য ! আর্য্য !

সত্যবতী। দেবতা ! দেবতা !

ধর্ম্মাঙ্গদ। বাবা ! বাবা !

রুক্মাঙ্গদ। একি ! একি আমার অস্থিরতা ! আজ যেন সংসারটা আমার চোখে নূতন ব'লে মনে হ'চ্ছে ! তবে এরা সব আমার কে ? না—না, আমি পালাই—আমি পালাই—[প্রস্থানোদ্যত]

সত্যবতী। মহারাজ ! মহারাজ ! কোথায় যাবে দাসীকে ফেলে ? তুমি আমাদের মার—কাটো, তবু আমরা তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না। ওগো, একটীবার করুণা-নয়নে চাও !

রুক্মাঙ্গদ। কে—কে তুমি ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—মনে

পড়েছে কে আমি—কে এরা! না—না, আমি যে সব ভুলে যাচ্ছি!

চিত্রাঙ্গদ। দাদা!—দাদা!

রুক্মাঙ্গদ। আঃ, আমায় বিরক্ত ক'রে মার্‌লে!

সোহাগ। এই নাও ছুরিখানা—ওই ছেলেটার বুকে বসিয়ে দাও, তবেই ভিখারীর দল এখান হ'তে পালাবে।

চিত্রাঙ্গদ। মায়াবিনী! রাক্ষসী।

সোহাগ। নাও, হত্যা কর—হত্যা কর!

রুক্মাঙ্গদ। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ সোহাগ! দেখ্‌—দেখ্‌, এইবার তোরা মজা দেখ্‌। [ধর্ম্মাঙ্গদকে হত্যায় উদ্যত।]

ধর্ম্মাঙ্গদ। বাবা! বাবা!

সত্যবতী। ওগো মহারাজ! তুমি কি সর্ব্বনাশ কর্‌ছো? এ যে তোমার পুত্র!

চিত্রাঙ্গদ। দাদা! দাদা! আজ একটা হীনা বারাঙ্গনার প্ররোচনায় নিজের পুত্রকে হত্যা কর্‌বে?

রুক্মাঙ্গদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হত্যা কর্‌বো—হত্যা কর্‌বো, দেখি কেমন ক'রে তোরা রক্ষা করিস্‌! [পুনঃ হত্যায় উদ্যত]

চিত্রাঙ্গদ। ভগবান!

সত্যবতী। রক্ষা কর—রক্ষা কর!

দ্রুত বশিষ্ঠের প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। ভয় নাই—ভয় নাই! বশিষ্ঠের এই মন্ত্রপূত বারিতে

মায়াবিনী তুই জ্ব'লে পুড়ে মর্, আর তুমিও মায়ামুক্ত হও মহারাজ! [কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া সোহাগ ও রুক্মাঙ্গদের গাত্রে নিক্ষেপ।]

সোহাগ। উঃ—উঃ! জ্ব'লে গেল আমার সর্ব্বাঙ্গ!

[পলায়ন।

বশিষ্ঠ। মহারাজ রুক্মাঙ্গদ!

রুক্মাঙ্গদ। এঁ্যা, একি! একি! চিত্রাঙ্গদ! সত্যবতী! ধর্ম্মাঙ্গদ! কুলগুরু! তোমরা এখানে কেন? কই—মৃগ কই? একি রহস্য!

বশিষ্ঠ। ভীষণ রহস্য। শোন শিষ্য! তুমি অতিথির জন্য মৃগ অন্বেষণে এই অরণ্যে এসে ইন্দ্রপ্রেরিত উর্ব্বশীর মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে সব ভুলে গিয়েছিলে। যাক্—ভগবানের কৃপায় সমস্ত বিপর্য্যয় আজ দূর হ'য়ে গেছে—ইন্দ্রের দর্পও চূর্ণ হয়েছে। চল রাজা, এখন অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে শ্রীহরিবাসর-ব্রত উদ্‌যাপন করবে চল।

রুক্মাঙ্গদ। সত্যই তো, আমি কি করেছি! কি ভাবে এতদিন এই অরণ্যে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম! আজ আমার পুনর্জ্জীবন লাভ। দয়াল শ্রীহরি! তোমায় কোটী কোটী প্রণাম। চল—চল চিত্র! চল রাণী! চল পুত্র! চলুন গুরুদেব! মহানন্দে অযোধ্যায় ফিরে যাই।

সকলে। জয় বিপদভঞ্জন শ্রীহরির জয়!

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গধাম।

ইন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্র দ্বারা আঘাতে উদ্যত
বিষ্ণুদূতের প্রবেশ।

ইন্দ্র। রক্ষা কর—রক্ষা কর হৃষিকেশ !
পতিত বিপদ-নীরে দেবেন্দ্র বাসব।

নারায়ণের প্রবেশ।

[বিষ্ণুদূতের অন্তর্দ্ধান

নারায়ণ। ছিঃ—ছিঃ বাসব !
বিষ্ণুভক্ত ন্যায়বান দানব্রতচারী,
পুণ্যশ্লোক রাজা রুক্মাঙ্গদ,
হেন নীচ নির্ম্মম উপায়ে
বিপর্য্যস্ত করিলে তাহারে ?

ইন্দ্র। শুন নারায়ণ ! ভাবি মনে
লুপ্ত হবে মোর অমোঘ শাসন,
সেই হেতু নিরুপায় হ'য়ে,
এ হেন নিষ্ঠুর কার্য্য করেছি সাধন।

শ্রীহরিবাসর পুণ্য ব্রত হ'লে সমাপন,
অমরার সিংহাসন হবে তাঁর
করতলগত, বিশ্বে হবে হাহাকার ;
তাই বিশ্বলোক রক্ষা হেতু—

নারায়ণ। বিশ্বলোক রক্ষা, সে কার্য্য আমার ;
প্রয়োজন হ'লে আমি রক্ষিতাম
অমরার সিংহাসন,
রক্ষিতাম তোমা সবাকারে।
ভাল, এবে নিজ হস্তে লইয়াছ ভার,
ফল তার ভুঞ্জিবে আপনি।

ইন্দ্র প্রভু ! যদি মম অপরাধ হ'য়ে থাকে কিছু,
ক্ষমা কর নারায়ণ নিজ গুণে তব !

নারায়ণ অসম্ভব যাহা কেমনে করিব তাহা ?
সুবিচারে কেমনে দানিব বাধা ?
জান পুরন্দর,
ভক্ত পাশে নারায়ণ চির-পরাজিত ;
তদুপরি শ্রীহরিবাসরকামী
মহাচেতা রাজা রুক্মাঙ্গদ
অতিথিসেবার তরে সত্য রক্ষা হেতু
তোমারি কুকার্য্যফলে শত ঝঞ্ঝা
মস্তকে বহিয়া, দীপ্যমান মধ্যাহ্ন
তপন সম পুনঃ অধিষ্ঠান যার,

তারে ভাব সামান্য মানব ?
অবিচারে তাহার নিধনকল্পে
যেই কার্য্য করিয়াছ তুমি,
ফল তার করিতে খণ্ডন
নারায়ণ অপারগ জানিও নিশ্চয় ।

ইন্দ্র । রক্ষা কর—রক্ষা কর দেব নিরঞ্জন !
লজ্জা আর দিও নাকো মোরে ।

নারায়ণ । লজ্জা ? লজ্জা নিজে লজ্জা পায়
তব আচরণে । ধিক্ তোমা !
দেবরাজ আখ্যা তব
আর কভু উন্নতমস্তকে
স্ফীতবক্ষে কহিও না মানবসমাজে ।
ব্রহ্মতেজে হ'য়ে পরাভূত
বজ্রের সকল শক্তি তব
যবে হ'লো গতিহীন,
পুনঃ শক্তি আহরণ করি
ধর্ম্মের মস্তকে চাহ করিতে আরোপ ?
অতিবুদ্ধি দোষে
আপনার সর্ব্বনাশ আনিলে ডাকিয়া ।

ইন্দ্র । দেব ! সকলি তোমার মায়া ;
তুমি যদি সেই দিন অলক্ষ্যে থাকিয়া
না হরিতে বজ্রের শকতি,

অযোধ্যার আকাশ বাতাস
লুপ্ত হ'য়ে যেত প্রভু সরযূর নীরে।
হীন বুদ্ধিদোষে যদি দেব
সর্ব্বনাশ এনেছি ডাকিয়া,
নারায়ণ! কৃপা করি রক্ষা কর
এ সঙ্কটে দেবেন্দ্র বাসবে।

নারায়ণ। সঙ্কট? কি সঙ্কটে আছ দেবরাজ?
নারায়ণ যে সঙ্কটে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া
বনকাল ধরি ভক্ত তরে সহিয়াছে
শত নির্য্যাতন, তার তুলনায়
কতটুকু হয়েছে সঙ্কট তব?
যাহার দর্শন মাত্র
তনু মন মোর চঞ্চল অধীর,
যাহার সামান্য ব্যথা ক্ষীণ চঞ্চলতা
অশ্রুসিক্ত করে মোর আঁখি,
সারা হৃদি কেঁদে ওঠে আকুল উচ্ছ্বাসে,
সেই ভক্ত প্রতি অত্যাচার
কেমনে সহিতে পারি?
বুঝ পুরন্দর! কত ব্যথা
জাগে অন্তরের পরতে পরতে।
নাহিক সময় আর—কাল ব'হে যায়,
ওই ভক্ত ডাকে মোরে আকুল আহ্বানে।

শ্রীহরি-বাসর তার হবে সমাপন,
রোধিবার শক্তি নাই যেতে হবে মোরে।
যাও ইন্দ্র! অপরাধ ক্ষমিলাম তব।
পুনঃ যদি মোর ভক্ত প্রতি
কর অত্যাচার, জানিও নিশ্চয়
ইন্দ্রত্ব তোমার হবে ছারখার।

[প্রস্থান

ইন্দ্র — বাঞ্ছাকল্পতরু! ভক্ত তব
সব হ'লো, দেব কিছু নয়?
করুণায় বিগলিত শুধু ভক্ত তরে,
তাই বিচলিত এত হ'লে নারায়ণ।
বেশ—তাই যদি হয়,
শুন নারায়ণ! কর তুমি কর্ত্তব্যপালন,
কিন্তু অটুট সঙ্কল্প মোর—
ছাড়িব না অমরার সিংহাসন;
ইথে যদি হয় প্রয়োজন,
শক্তি আশে পুনঃ যাবো বনে,
তথাপি সঙ্কল্প মোর ত্যজিব না কভু।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তোরণদ্বার।

চিত্রাঙ্গদ, রুক্মাঙ্গদ, সত্যবতী ও ধর্ম্মাঙ্গদের প্রবেশ।

রুক্মাঙ্গদ। চিত্র! চিত্র! প্রতি পাদক্ষেপে
হেরিলাম অযোধ্যার মর্ম্মন্তুদ দশা,
নাহিক কোথাও শান্তির হিল্লোল
অবিরাম আনন্দের সহস্র লহরী
যেই অযোধ্যানগরী,
সেথা আর নাহি শুনি আনন্দ-কল্লোল—
শতমুখী আনন্দনির্ঝর
যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে।
হায় ভাই, কি কুক্ষণে মৃগ হেতু
বাহিরিনু অতিথিসেবার তরে!
একি! রুদ্ধ কেন নগরতোরণ?

চিত্রাঙ্গদ। পূর্ব্বে তো বলেছি আর্য্য,
ভ্রাতৃদ্রোহী রুদ্রাঙ্গদ
অযোধ্যার সিংহাসন করি অধিকার,
অবিচারে অত্যাচারে ভরায়েছে দেশ।
শত উপদেশে নারিলাম
ফিরাতে তাহারে কুপথ হইতে।

স্পর্দ্ধা তার চলিয়াছে সীমা অতিক্রমি,
নহে শুনি তব আগমন কথা
রুদ্ধ করি রাখিয়াছে তোরণদুয়ার !

সত্যবতী। নিদারুণ অত্যাচার করিল দেবর,
স্মরণে এখনো হিয়া কাঁপে থর-থর।
স্বার্থের তৃষায় তেয়াগিয়া
ধর্ম্ম আর পুণ্য আচরণ,
দানবমূরতি যেন করেছে ধারণ ;
জানি না এখনো তার কি আছে অন্তরে।

চিত্রাঙ্গদ। আর ভয় নাই দেবী !
ফিরায়ে পেয়েছি আর্য্যে,
নাহি ডরি ত্রিলোকে কাহারে।
নবশক্তি জেগেছে অন্তরে মোর,
এখনি নিমেষে পারি
ঘুচাইতে সৃষ্টির জঞ্জাল।

রুক্মাঙ্গদ। কিরূপে উন্মুক্ত হবে তোরণদুয়ার ?

চিত্রাঙ্গদ। দেহ আজ্ঞা দাসে, চূর্ণ করি
তোরণদুয়ার ; পশিয়া ভিতরে
ভালমতে শিক্ষা দিই
ভ্রাতৃদ্রোহী অকৃতজ্ঞ পাপী রুদ্রাঙ্গদে,
অথবা ছিন্ন করি শির তার
পুষ্পাঞ্জলি দিই তব পদে।

রুক্মাঙ্গদ। না—না চিত্র, সে যে মোর স্নেহের অনুজ।
রাজ্য যাক্ কিবা দুঃখ তাহে,
চল যাই নিবীড় অরণ্যে,
ব্রত উদ্‌যাপন করিব তথায় ;
সুখী হোক্ রুদ্রাঙ্গদ মোর,
অযোধ্যার সিংহাসন থাকুক্ তাহার।
চিত্রাঙ্গদ। সে কি আর্য্য ! নহে ইহা ন্যায় বাণী ;
দুরন্ত পিশাচ এক রাজ্যবাসী প্রজাবৃন্দে
দিবানিশি করিবে পীড়ন,
আর্ত্তস্বরে কাঁদিবে তাহারা,
আর তুমি স্নেহে আত্মহারা ?
না করিয়া কোন প্রতিকার,
দানবকবলে ফেলি আপন সন্তানগণে
দেখাইবে ভ্রাতৃ-অনুরাগ ?
অসম্ভব, নাহি হবে তাহা ;
কর্ত্তব্যের অনুরোধে
ভ্রাতৃহত্যা নহে কলঙ্কের।
দেহ আজ্ঞা, চূর্ণ করি তোরণদুয়ার।
রুক্মাঙ্গদ। ডাকো—ডাকো ভাই রুদ্রাঙ্গদে,
সে যে হয় জীবন আমার।
রুদ্রাঙ্গদ ! রুদ্রাঙ্গদ ! বহুদিন দেখি
নাই তোরে, কোথা ভাই আয় মোর পাশে।

একবার—শুধু একবার
হেরি তোর চাঁদমুখখানি,
তোর করে দিয়া রাজ্যভার
চিরতরে লইব বিদায়।

দগ্ধকলেবরে রুদ্রাঙ্গদের প্রবেশ।

রুদ্রাঙ্গদ। দাদা!

রুক্মাঙ্গদ। একি! একি রুদ্র, একি দশা তোর?
অর্দ্ধদগ্ধ তনু যন্ত্রণাকাতর,
কি হয়েছে ভাই?

রুদ্রাঙ্গদ। ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্ম-অভিশাপ!
মহাপাপী আমি, মহা সাজা তাই।
উঃ, কি যে যন্ত্রণা দাদা
বর্ণিবার নাহিক শকতি।
তদুপরি স্মৃতির দংশন;
মাধুরীর প্রেত-আত্মা যেন
অহরহঃ কাঁদিতেছে ঘিরিয়া আমায়।
কতদিন অট্টহাস্যে আমার চৌদিকে
শত বাধা দানিয়াছে কুকার্য্যে আমার—
বিচলিত করিয়াছে মোরে,
আজ তার করুণ ক্রন্দনে,
ভরায়েছে অযোধ্যার আকাশ বাতাস।

রুক্মাঙ্গদ । উঃ ! ভগবান !
এই বুঝি দেখিবার লাগি
আমারে আনিলে হেথা করুণানিদান ?

রুদ্রাঙ্গদ । দাদা ! শত পাপ করিয়াছি পদে
তোমা সবাকার,
নাহি জানি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিবা—
নাহি জানি কোথা শান্তি পাবো ?
দুর্ব্বহ এ হৃদিভার
আর না সহিতে পারি !

বশিষ্ঠের প্রবেশ ।

বশিষ্ঠ । বৎস রুক্মাঙ্গদ ! তোমার শ্রীহরিবাসর সমাপনের আর বিলম্ব নাই ; এইবার যজ্ঞস্থলে যাবার জন্য প্রস্তুত হও ।

রুক্মাঙ্গদ । কোথা যজ্ঞ গুরুদেব,
কোথা মোর শ্রীহরিবাসর ?
দেখ গুরু অনুজে আমার,
ভাষা না যুয়ায় বর্ণিতে ইহার দশা ।

বশিষ্ঠ । জানি বৎস, সব জানি আমি ;
মম ব্রহ্মতেজ-অনলদহনে
সারা তনু বিকলাঙ্গ হয়েছে রুদ্রের,
মহাশাস্তি ভুঞ্জে ভ্রাতা তব ।

রুদ্রাঙ্গদ । গুরুদেব ! ক্ষম অপরাধ মোর ;

শত দোষে দোষী যদি আমি,
তবু কুলগুরু তুমি—
শিষ্যের অহিত চিন্তা করিবে না কভু।
যদিও দুর্জ্জন মহাপাপী,
শিষ্য তব আমি, তুমি গুরু,
পুণ্যশীলা ভাগীরথী সম
চিরমুক্ত উদ্ধারিতে পাপী তাপী জনে।

রুক্মাঙ্গদ। গুরু! গুরু! ক্ষম অপরাধ;
কহ বিস্তারিয়া, পাপমুক্ত
কেমনে হইবে মোর স্নেহের অনুজ?
না বুঝিয়া করিয়াছে যদি অপরাধ,
প্রায়শ্চিত্ত তার কেমনে হইবে?

বশিষ্ঠ। প্রায়শ্চিত্ত? শোন মহারাজ!
ভারতের সর্ব্বতীর্থ করি পর্য্যটন,
অবগাহি জাহ্নবীর নীরে
সপ্ত বর্ষ ধরি একমনে
বিষ্ণুপাদ-পদ্ম করিয়া অর্চ্চনা,
দ্বেষ হিংসা মন হ'তে দূরে অপসারি
শুচিতা আশ্রয় করি পারে যদি
জীবনের অবশিষ্ট কাল
করিতে যাপন ধর্ম্মের আশ্রয় করি,
তবেই হইবে মুক্তি।

রুক্মাঙ্গদ। একি গুরু বিধান তোমার ?
ভগ্ন দেহ ভগ্ন মন, জর্জ্জরিত অর্দ্ধদগ্ধ
কলেবর করিয়া বহন,
কেমনে জাহ্নবীস্নান সম্ভব তাহার
ভারতের সর্ব্ব তীর্থ করি পর্য্যটন ?

বশিষ্ঠ। শাস্ত্রবিধি ইহা,
অধিক জিজ্ঞাসা মোরে ক'রো না রাজন্ !
যাবো আমি যজ্ঞাগারে,
এসো ত্বরা—সময় অত্যল্প।

[প্রস্থান।

রুদ্রাঙ্গদ। ওঃ, হ'লো না—হ'লো না বুঝি
যন্ত্রণার অবসান মোর।
যাও দাদা ! দহনের শেষ শিখা
জীর্ণ দেহে করিয়া বহন
প'ড়ে রবো পুণ্যতোয়া সরযূর তীরে,
পাপের মোচনকল্পে
দীননাথে আকুল অন্তরে করিব প্রার্থনা।
পূতঃ সলিলা ঐ সরযূর নীরে,
স্নাত করি সর্ব্ব অবয়ব,
রব শুয়ে জীবনের অস্তরবি প্রতীক্ষার লাগি।
ক্ষম মাতা গত নির্য্যাতন,
বংশের দুলাল ওই সম্মুখে আমার।

আয় বৎস একবার তপ্ত বক্ষে মোর,
শান্ত কর্ বারেকের তরে
মোর দহনের জ্বালা ।
আর তুমি মধ্যম অগ্রজ !
তোমারে তো বলিবার নাহি কিছু মোর ;
তুমি বঝি পারিবে না করিবারে ক্ষমা ?
শত তপ্ত লৌহ শলাকায়
রাত্রদিন বিঁধিয়াছি তোমা,
সহস্র দুঃখের বোঝা দিছি তব পরে ;
আজ জীবন ও মরণের এই সন্ধিক্ষণে
শ্রীচরণে তব লইনু আশ্রয়,
পার যদি, ক্ষমা কর
অনুতপ্ত ভ্রাতারে তোমার ।

চিত্রাঙ্গদ । নির্ব্বাক-বিস্ময়ে এতক্ষণ
শুনিলাম তব দুঃখের কাহিনী ।
পলক পড়েনি চক্ষে,
মরমের প্রতি গ্রন্থি দিয়া
অনুভব করিয়াছি দুর্দ্দশা তোমার ।
বিদীর্ণ এ হিয়া,
তবু অভিমানক্ষুব্ধ এই অন্তর আমার
জ্যেষ্ঠের অতীত ব্যথা করিয়া স্মরণ
মৌন মূক ছিল এতক্ষণ ।

ওঠ ভাই, আর নয় ; জীবনের
শত দীর্ঘ পথ সম্মুখে তোমার—
যন্ত্রণাকাতর দগ্ধদেহে
কাটাইতে হবে সমস্ত জীবন।
কাতর অক্ষম বিকলাঙ্গ
দেহ ল'য়ে পারিবে না
প্রায়শ্চিত্ত করিতে সাধন।
এও কি সম্ভব কভু ?
এখনো জীবিত তব স্নেহের অনুজ,
সে তোমারে যাবে ল'য়ে সর্ব্ব তীর্থধামে,
জাহ্নবীর পূত নীরে করাইবে স্নান,
পাপমুক্ত করিবে তোমায়।
চল—চল, কালক্ষেপে নাহি প্রয়োজন।

[রুদ্রাঙ্গদকে স্কন্ধে করতঃ প্রস্থান।

রুক্মাঙ্গদ। আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে,
দুইটী অনুজ মোর যুগ্ম আঁখিতারা।
দয়াময় ! তুমি জান,
কোথায় আলোকরশ্মি
সূচিভেদ্য অন্ধ ধরামাঝে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

যজ্ঞাগার—প্রজ্বলিত যজ্ঞকুণ্ড।

বশিষ্ঠ ও মুনিগণ।

বশিষ্ঠ। আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন—আজ মহারাজের শ্রীহরিবাসর-ব্রত পূর্ণ হবে—আজ অযোধ্যার বুকে শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্য বেজে উঠ্‌বে। গাও—গাও, ভগবানের নামগানে অযোধ্যা মুখরিত ক'রে তোল।

মুনিগণ।—

গীত।

এসো মঙ্গলময় নারায়ণ।
শ্রীমধুসূদন জনার্দ্দন॥
এসো আজি এই পূজার আসনে,
ওগো হৃষীকেশ মাধবীর সনে,
এসো মুরারি, এসো হে শ্রীহরি ভবদুঃখনিবারণ॥

সকলে। জয় ভক্তবৎসল নারায়ণের জয়!

রুদ্রাঙ্গদ, ধর্ম্মাঙ্গদ ও সত্যবতীর প্রবেশ।

বশিষ্ঠ। এসো রাজা! এসো মা! এই যজ্ঞাসনে উপবেশন কর। [উভয়ের উপবেশন] বল—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঃ নমঃ॥

রুক্মাঙ্গদ ও সত্যবতী। [উহা আবৃত্তি করিলেন।]

বশিষ্ঠ। এসো—এসো তুমি পূর্ণব্রহ্ম পুরুষোত্তম দীনবন্ধু প্রাণময় হরি! এসো তুমি পীতাম্বর নবজলধর কান্তিতে! এসো—এসো ভক্তাধীন নরকার্ণব-পরিত্রাণকারী!

রুক্মাঙ্গদ। কই কোথা তুমি হৃষীকেশ নিখিল ভয়হারী, কতদিন যে তোমার জন্য শূন্য পানে চেয়ে আছি। এসো—এসো হে অদেখা, ওই অনন্ত বৈকুণ্ঠ হ'তে লক্ষ্মী-নারায়ণ যুগল মূর্ত্তিতে; ধন্য হোক্ আমার এ মহাব্রত—ধন্য হোক্ এ অযোধ্যা—ধন্য হোক্ রুক্মাঙ্গদের জীবন।

সত্যবতী। এসো—এসো তুমি শঙ্কানাশন নারায়ণ! তোমার জন্য বহু যন্ত্রণা সহ্য ক'রে এখনো বেঁচে রয়েছি; এসো—কামনা পূর্ণ কর!

রুক্মাঙ্গদ। ওকি! ওকি! সহসা চারিদিক উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো কেন? তবে কি তুমি আস্‌ছো? ওই যে—ওই যে সেই ললিত নূপুরধ্বনি—চিত্তভোলানো বেণুরব! ওই দেখুন গুরু! ঐ দেখ রাণী! কি এক অভিনব রূপের ছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। এসো—এসো দয়াময়!

বশিষ্ঠ। সবিতৃমণ্ডলমাঝে কমল-আসন
হে আরাধ্য আদি দেব!
সচন্দন পুষ্প অর্ঘ লহ উপচার।
বহুদিন বহুরূপে তব পদে
বহুবিধ কাম্যবস্তু করেছি প্রার্থনা,
ধন-রত্ন ঐশ্বর্য্য বৈভব,
লোকান্তরে মোক্ষধাম, অভয় চরণ,
কিছু আজ নাহি চাই শুন ইষ্টদেব!

বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র
কামনা আমার—শ্রীহরিবাসরে
চির-আকাঙ্ক্ষিত যুগল মূরতি তব
করি দরশন, ধন্য হবো জন্ম-জন্মান্তরে।

শূন্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্ত্তির আবির্ভাব

নারায়ণ। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নাম মোর,
রখি না অপূর্ণ কভু ভক্তের কামনা ;
হের ভক্ত যুগল মূরতি মোর।
শোন—শোন রাজা রুক্মাঙ্গদ !
পূর্ণ হ'লো এতদিনে তব শ্রীহরিবাসর,
লোকান্তরে বৈকুণ্ঠে লভিবে স্থান।
তব এই শ্রীহরিবাসর-ব্রত
চিরদিন রহিবে অমর এই
পুণ্যতীর্থ ভারতের বুকে।

[অন্তর্দ্ধান

সকলে। জয় লক্ষ্মী-নারায়ণের জয়

[সকলের প্রণাম।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার নূতন নাটক

বসুধারা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। কূটচক্রী ধৃষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক কৌন্তিল্যরাজকে হত্যা ও তৎপুত্র শিশু চন্দ্রহাসকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র, ধাত্রী পতিতার অপূর্ব্ব প্রভু-ভক্তি, কুন্তলমহিষীর চন্দ্রহাসকে আশ্রয়দান, ধৃষ্টবুদ্ধি কর্ত্তৃক চন্দ্রহাসকে বিষ প্রদান ও বিষয়ার সহিত চন্দ্রহাসের বিবাহ প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

নারায়ণ

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীদুর্গা অপেরায় অভিনীত। ব্রাহ্মণপুত্র অজামিলের দস্যুবৃত্তি গ্রহণ, অজামিল-বন্ধু পুণ্ডরীকের অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব, দলুসর্দ্দারের অদ্ভুত আত্মত্যাগ, অজামিলপত্নী রেণুকার স্বামীহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন, মৃত্যুকালে দস্যু অজামিলের নারায়ণের নাম উচ্চারণ ও মহামুক্তি। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

পাতালপুরী

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, শিব-দুর্গা অপেরায় অভিনীত। শিবপ্রদত্ত সৌনন্দ মুষল দ্বারা পাতালপতি কুজৃম্ভাসুরের ত্রিলোক জয়, দেবগণের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, আনর্ত্তরাজ্য আক্রমণ ও আনর্ত্তরাজকন্যা মুদাবতীকে অপহরণ, অযোধ্যার যুবরাজ বৎসপ্রীতি কর্ত্তৃক কুজৃম্ভাসুর বধ ও রাজকুমারীর উদ্ধারসাধন ইত্যাদি। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

রক্ত-পূজা

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত, বাসন্তী অপেরায় অভিনীত। কর্ণের অভিনব জন্ম বৃত্তান্ত, কর্ণকে অস্ত্রশিক্ষাদানে দ্রোণাচার্য্যের অসম্মতি, দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কর্ণকে অঙ্গরাজ্য দান, কর্ণের অপূর্ব্ব দানযজ্ঞ, স্বহস্তে স্বীয় পুত্র বৃষকেতুর মস্তকচ্ছেদন ও রক্তপূজা সম্পন্ন প্রভৃতি। অল্প লোকে সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

নবরাত্র

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, গণেশ অপেরায় অভিনীত। সুদর্শনের বিরুদ্ধে যুধাজিতের চক্রান্ত, সুদর্শনের নির্ব্বাসন, শত্রুজিতের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভক্তি, মনোরমার স্বার্থত্যাগ, চণ্ডালরাজ বলের অদ্ভুত বীরত্ব, অম্বুবলের কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অর্পণার অদ্ভুত আত্মবলি, নবরাত্র বিধানানুসারে ভগবতী-পূজা সম্পন্ন ও সুদর্শনের রাজ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি। অল্প লোকে ও অল্প পোষাকে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রার নূতন নাটক

চাঁদের মেয়ে

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ প্রণীত; নট্ট কোম্পানীর যশের অভিনয়। চাঁদের দুলালী সোনার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী, চাঁদ-রায়ের নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস, কেদার রায়ের বজ্রকঠোর কুসুম-কোমল প্রাণের অভিব্যক্তি, ঈশাখাঁর মহত্ত্ব, কাঞ্চনের স্নেহের ফল্গুধারা, শ্রীমন্তের প্রতিহিংসা, আলেয়ার অপরূপ আলো, নবরসের অপূর্ব্ব সম্মিলন। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

বঙ্গবীর

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম,এ কৃত, গণেশ-অপেরায় যশের অভিনয়। একদিন যে বাংলার নির্ব্বাসিত রাজপুত্র মাত্র সাত শত অনুচর লইয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, সেই বিজয়সিংহের কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ করুন। সেই পুত্রবৎসল সিংহবাহু, কুটচক্রী ইন্দ্রনিল, রাজ্যহারা শালি-বাহন, প্রতিহিংসা পরায়ণ অগ্নিমিত্র প্রভৃতি সবই আছে। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

লীলাবসান

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম,এ,প্রণীত, গণেশ-অপেরা-পার্টির যশের অভিনয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ, বলরামের তীর্থযাত্রা, শাম্বের উচ্ছৃঙ্খলতা, বালখিল্য মুনির অভিশাপ, শাম্ব-পত্নী লক্ষ্মণার বিষোদ্গীরণ, অনার্য্যরাজ জরার দ্বারকা আক্রমণ, যদুবংশধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ, সাত্যকির আভিজাত্য-গর্ব্ব প্রভৃতি। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

প্রবীরার্জ্জুন

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম,এ, প্রণীত, গণেশ-অপেরায় অভিনীত। প্রবীর কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধৃতকরণ, ভীম ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মাহিষ্মতী-অভিযান, গঙ্গার জ্বালাময়ী উদ্দীপনা, নীলধ্বজের নৈরাশ্য, অগ্নির সত্যপ্রাণতা, বৃষকেতুর আত্মগ্লানি, প্রবীরের আত্মদান, জনার অনলোদ্গারী শোকগাথা প্রভৃতি পাঠ করুন। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

স্বর্ণলঙ্কা

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম,এ প্রণীত, বাণী-নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক মহা যশের অভিনয়। শ্রীরামচন্দ্রের সীতা-অন্বেষণ, বিভীষণ সহ মিত্রতা, রাবণসভায় অঙ্গদের বীরত্ব, শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন, মহাসমরে বীরবাহু ও তরণীর পতন, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাকারে ইন্দ্রজিৎবধ, প্রমী-লার চিতারোহণ, রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি, মূল্য ১৷৷৹ টাকা।